নেত্রানল

(পৌরাণিক নাটক)

বাহির হইল বাহির হইল
শক্তিপদ সিংহ রচিত
এ যুগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী
সামাজিক যাত্রা নাটক
। ভিখারীর ভগবান ।
মূল্য-৬.০০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

N.S.B.
Acc. No. 7636
Date 6.5.93
Item No. B/B 4040
Don. by

সুপ্রসিদ্ধ

সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণ

বারো টাকা

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

নাট্য জগতে যুগান্তর! নূতনত্বের অভিযান!!
নট-নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
রাণী ভবানী
[নব রঞ্জন অপেরায় সগৌরবে অভিনীত]
ইহাতে দেখবেন ভবানীর সহিত নাটোরের যুবরাজ রামকান্তের বিবাহ, দেওয়ান দয়ারামের অপূর্ব্ব বিচক্ষণতা, দেবীপ্রসাদের সহিত বেণীভূষণের কি ভীষণ ষড়যন্ত্র, লাটের লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ—বিচারে রামকান্ত ও ভবানীর নির্ব্বাসন দণ্ড।
তারপর?
এলো পলাশীর যুদ্ধ—পরাজিত হ'লো সিরাজ—শয়তান মহম্মদীবেগ করলে তাকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা—এরপর যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো পাঠ করুন তা নাটকের পৃষ্ঠায়! বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার লক্ষ লক্ষ দর্শকের চোখের জলে নদী বহাইয়াছে এই রাণী ভবানী—
মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে. সি. ধর
১০২ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

দু'টি কথা

ক্ষমতার মাদকতাই হ'লো পতনের মূল। এই অমোঘ সত্যই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বৃত্রজয়ী বাসবের ঔদ্ধত্যের ফলেই পরম যোগীকেও ছাড়তে হ'লো যোগের আসন—জলে উঠলো সৃষ্টিনাশা আগুন। ক্রোধমূর্ত্তি মহাভৈরব শান্ত হ'লেও নিভলো না তাঁর নেত্রের অনল—সেই অনল হ'তেই উদ্ভব হ'লো সৃষ্টির বিভীষিকা—অমর ভূমির আতঙ্ক এক বিরাট পুরুষ। দেবতা দানব একই পিতার যুগল সন্তান—একজন ক্ষমতার আসনে বসে করবে ত্রিলোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ—উপভোগ করবে বিলাস বৈভব—গ্রহণ করবে জগতের শ্রদ্ধা—সম্মান—পূজা। আর এক ভাই এই দানব পড়ে থাকবে অতি নিম্নস্তরে—করবে নিকৃষ্ট জীবন যাত্রা—চেয়ে থাকবে ভায়ের করুণার পানে! কেন, কিসের জন্য? এই প্রশ্নই জাগলো দৈত্য সম্রাট জলন্ধরের মনে—তাই সে দেবতাদের পক্ষপাত পূর্ণ নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াল বিভীষিকার রূপ নিয়ে—স্বর্গচ্যুতি ঘটলো অমরের—দেবতার দুর্গতি হরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন সদাশিব—যেই নেত্রানল বিশ্বগ্রাসের শক্তিতে জ্বেলেছিলেন—নিজের শক্তিতেই নির্ব্বাণ করলেন সেই নেত্রানল। ইতি—

গ্রন্থকার

* কুশীলবগণ *

—পুরুষ—

মহাদেব, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বিবেক

জলন্ধর	...	...	দানব সম্রাট
জলধি	..	...	ঐ পিতা
শুক্রাচার্য্য	...	...	ঐ গুরু
সুমদ	...	...	ঐ সেনাপতি
কালকেতু	...	...	দৈত্যরাজ শ্যালক
আহ্লাদ	...	...	ঐ সহচর
বজ্র	...	...	জলন্ধরের ভ্রাতুষ্পুত্র
ভয়াল	...	...	জলন্ধরের পুত্র
ধুরন্ধর	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
রঘুনাথ	...	...	দৈত্য পুরোহিত
শম্ভু	...	...	ঐ শিষ্য

দানব সৈন্যগণ ইত্যাদি

—স্ত্রী—

দুর্গা, মায়া

বৃন্দাবতী	...	...	দৈত্যরাজ মহিষী
চন্দ্রাবতী	...	...	মৃত শঙ্খ পত্নী
বনদেবী	...	...	রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী

নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

নেত্রানল

সূচনা

কৈলাস-দ্বার

গীতকণ্ঠে শৈব ও শৈবপত্নীর প্রবেশ

গীত

শৈব। জয় নমস্তে অনাদি অনন্ত পুরুষ
ত্রিপুরনাশক ত্রিগুণ ঈশ্বর গঙ্গাধর।

শৈবপত্নী। নমস্তে দেবি চণ্ডিকে চণ্ড-মুণ্ডবিঘাতিকে
ত্রিভুবনপালিকে করুণাকর॥

শৈব। জয় দেব ত্রিলোচন জগৎমোহন
জগতনাশন যোগীজন-মুক্তি,

শৈবপত্নী। জয় মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
দনুজদলনী পরমা শক্তি,

উভয়ে। ধর গো দীনের পূজা ধর গো ধর॥

[প্রস্থান।

প্রহরীবেশী মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। সাধিতে জগতে এক অপূর্ব্ব সাধনা,
দ্বারী-সাজে মহাদেব কৈলাস-দুয়ারে।
আসিছে দেবেন্দ্র হেথা
মম দরশনে গর্ব্বোৎফুল্ল মনে।

নাশি বৃত্রাসুরে ভাবিয়াছে মনে—
তার সম বীর কেহ নাহিক ধরায় ;
তাই চূর্ণিবারে অহঙ্কার তার,
প্রহরীর বেশ আজি করেছি ধারণ।
বম্-বম্-বম্—
তাথিয়া তাথিয়া নাচ্ ভূত-প্রেতগণ!
অঘটন সংঘটন হবে রে আজিকে।
বাজা—বাজারে নন্দী, বাজারে শিঙ্গা,
বাজাও বিজয়-ভেরী প্রকৃতি সুন্দরী!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা দেবতামণ্ডলি!
রহ স্থির যে আছ যেথানে,
চূর্ণিতে দর্পীর দর্প
দর্পহারী ভোলানাথ ধরেছে ত্রিশূল।

ব্যস্তভাবে ইন্দ্রের প্রবেশ

মহাদেব। কোথায় যাও, দাঁড়াও!

ইন্দ্র। কে তুমি?

মহাদেব। আমি দ্বার-রক্ষী।

ইন্দ্র। দ্বার ছাড়। আমি শঙ্কর দর্শনে যাব।

মহাদেব। সে আদেশ নাই।

ইন্দ্র। কার আদেশ?

মহাদেব। প্রভুর।

ইন্দ্র। সেটা হচ্ছে সাধারণের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রের প্রবেশে তাঁর কোন বাধা নাই।

মহাদেব। আদেশ—আদেশ। তার কাছে পাত্রাপাত্রের ব্যবধান নাই।

ইন্দ্র। ও, ত' হ'লে শঙ্কর দর্শনে যেতে পাব না? কিন্তু আমি পুরমধ্যে প্রবেশ কর্‌বোই কর্‌বো; প্রয়োজন হ'লে যদি অস্ত্র ধরতে হয়—

মহাদেব। তার জন্য শঙ্করসেবকও বিচলিত নয় দেবেন্দ্র!

ইন্দ্র। কি উপহাস—বিদ্রূপ! দেখ তবে দ্বারী, বৃত্রাসুর-বিজয়ী ইন্দ্রের অস্ত্রের প্রচণ্ড মূর্ত্তি! আর পরীক্ষা কর তার অস্ত্র চালনা কৌশল।

মহাদেব। উত্তম— (যুদ্ধ)

ইন্দ্র। (পরাজিত হইয়া) উঃ কি শক্তি! এ যে স্বপ্ন!

মহাদেব। দেবেন্দ্র! আজ হ'তে জগতের কোন শক্তিকে আর তুচ্ছ জ্ঞান ক'রো না, সামান্য একটা কীটও সময়ে মত্ত মাতঙ্গবধে সক্ষম হয়।

ইন্দ্র। স্পর্দ্ধিত দ্বারী! আজ আর তোর কিছুতেই নিস্তার নেই, এই ধারণ করলাম আমি মহাবজ্র, দেখি কোন শক্তিতে রোধ করিস আমার গতি পথ। (বজ্র উত্তোলন)

মহাদেব। উত্তম, তবে বজ্র-শূলে বাধুক সংগ্রাম— (ত্রিশূল উত্তোলন)

(যুদ্ধ ও সহসা মহাদেবের ছদ্মাবরণ উন্মোচন, নিজ মূর্ত্তি ধারণ,
ইন্দ্র ভীত হইলেন; মহাদেবের ভালনেত্র হইতে ভীষণ
অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল)

ইন্দ্র। (ভীত হইয়া) এঁ্যা—একি!
কি ভীষণ মূরতি তোমার,
নেত্র ভালে জ্ব'লে

ধক্ ধক্ ভীষণ অনল,
দগ্ধ করে বিশ্ব-চরাচর!
থর-থর পদভরে কম্পিতা ধরণী,
সহস্র ফণিনী নাচে ফণা বিস্তারিয়া,
তাথৈ-তাথৈ নাচে ভূত-প্রেতগণ—
ত্রিলোচন—ত্রিলোচন!
অজ্ঞান মোহের বশে চিনিনি তোমায়,
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে শুভঙ্কর।

বেগে বৃহস্পতির প্রবেশ

বৃহস্পতি। ভয় নাই—ভয় নাই ইন্দ্র; চম্‌কে উঠো না; রুদ্রতেজ, প্রণাম কর—প্রণাম কর বাসব, ওই মহারুদ্রের পদপ্রান্তে আভূমি প্রণত হয়ে—

ইন্দ্র। মহাদেব মহাত্রাণঃ মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
মহাপাপ হরং দেব মকরায় নমো নমঃ॥

(প্রণাম করিলেন)

বৃহস্পতি। হে দেবাদিদেব অনাদি অনন্তরূপী মহাপুরুষ! বাসবের প্রতি প্রসন্ন হও; তার ক্ষুদ্র জীবন রক্ষা ক'রে জগতে জীব নামে খচিত হও। উপশম ক'রে তোমার ঐ ভাল-নেত্রানল বিশ্বের মঙ্গল কর বিশ্বনাথ!

মহাদেব। (শান্তমূর্ত্তিতে) তথাস্তু; কিন্তু এই তৃতীয় নেত্রের রোষাগ্নি কোন মতেই প্রশমিত হবে না। বল দেবগুরু! বল, এর উপায় কি?

বৃহস্পতি। উপায় তুমি দেব! জানি না হে অন্তর্য্যামিন্, দেবতার ভাগ্যপটে আজ কি ছবি অঙ্কিত করবে!

মহাদেব। উত্তম, তবে এই রোষাগ্নি নিক্ষেপ করলুম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে— (নিক্ষেপ)

(নেপথ্যে ভীষণ আর্ত্তনাদ)

বৃহস্পতি। ওই—ওই নেত্রানল ভীষণ গর্জ্জনে
সাগরসঙ্গমে হইল নিক্ষিপ্ত।
আর্ত্তনাদে ভরিল চৌদিক,
মহাসিন্ধু সঘনে গরজে,
কক্ষচ্যুত গ্রহ তারাগণ!
রক্ষা কর—রক্ষা কর
দেব আশুতোষ।
বিশ্বময় হয় বুঝি অকালে প্রলয়।

বেগে বিষ্ণুর প্রবেশ

বিষ্ণু। প্রলয়—প্রলয়—অকালে প্রলয়
কেন ওহে দিগম্বর?
ভীতা ত্রস্তা বসুন্ধরা কাঁপে থর থর,
পশু-পাখী আদি জীবকুল
প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায়।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ বুঝি হয়
পবনের প্রচণ্ড নর্ত্তনে,
জল স্থল সব হয় একাকার।
রক্ষা কর—রক্ষা কর ভবতোষ!
ধাতার সাধের সৃষ্টি করো না বিলয়।

গীতকণ্ঠে কম্পিতকলেবরা ধরণীর প্রবেশ

ধরণী। গীত

ওগো দেখগো—দেখগো বুকের মাঝে মম আগুন জ্বলে।

আর তো পারি না সহিতে যাতনা, সৃষ্টি বুঝি ডোবে অতল জলে ॥

বিষ্ণু। ওই কাঁদে ধরা,

বুকে লয়ে আগুনের জ্বালা,

কর দেব কর প্রতিকার!

ধরণী। পূর্ব্বগীতাংশ

আমি এসেছি এখানে জুড়াতে যাতনা,

দাও গো আশীষ করিয়া করুণা,

আমি পড়িলাম ঢ'লে ব্যাকুল হৃদয়ে তোমারি চরণতলে ॥

(মহাদেবের পদধারণ)

মহাদেব। (ধরণীর প্রতি) ওঠ ধরা! এ আমার দোষ নয়, এ বাসবের ঔদ্ধত্যের পরিণাম, এর প্রতিফল দেবগণকে ভোগ করতেই হবে।

সদ্যোজাত শিশুপুত্রক্রোড়ে জলধির প্রবেশ

জলধি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

এত দিনে পূর্ণ হ'ল মনস্কাম মোর;

লভিয়াছি সাধনার ফল

অযোনিসম্ভব পুত্র।

শঙ্খচূড়! শঙ্খচূড়!

দেখ্ চেয়ে, পিতা আজ নাচে তোর

অদম্য উৎসাহে।

কর সবে আশীর্ব্বাদ—
এই পুত্র হয় যেন অমরবিজয়ী।

বিষ্ণু। অবশ্যই হবে অমরবিজয়ী,
পুত্র জন্ম সাথে
নিয়তি লিখেছে ওর প্রশস্ত ললাটে।

মহাদেব। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে নিক্ষিপ্ত আমার নেত্রানলই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে। যাও জলধি, এ তোমার কঠোর সাধনার আশীর্ব্বাদ। [প্রস্থান।

জলধি। জানতে পারি কি দেব! কি নামে এ শিশু জগতে পরিচিত হবে?

বিষ্ণু। জলন্ধর নামে পরিচিত হবে। হবে অজেয় অবধ্য সবার, একমাত্র রুদ্রশক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তির কাছে সে নতি স্বীকার করবে না। যেখানে উৎপত্তি, সেইখানেই বিলয়।

[প্রস্থান।

বৃহস্পতি। দেখ্‌ছো কি দেবেন্দ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে! এ হ'চ্ছে তোমার অহঙ্কারের বিনিময়। এখন চল, সরিৎপতির পুত্রকে দৈত্যরাজ্যে অভি-ষিক্ত করার আয়োজন করিগে!

ইন্দ্র। তারপর?

বৃহস্পতি। তারপর দেবতার ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

[জলধি ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

জলধি। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই! ওই স্মৃতি—ওই স্মৃতি! শঙ্খ! শঙ্খ! এইবার দেখ্‌বো নারায়ণ, তোমার চক্রের তেজ কত ভীষণ—কত ভয়ঙ্কর! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

অগ্রে আহ্লাদ ও পশ্চাতে কালকেতুর প্রবেশ

আহ্লাদ। স'রে যাও—স'রে যাও, তফাৎ হও—তফাৎ হও; চুপ—চুপ! কেউ কথা ক'য়ো না, ঐ মামাবাবু আস্‌ছেন! কই গো সরলা অবলা, চঞ্চলা, চপলা, চ'লে এস—চ'লে এস!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ। গীত

এস হে নবীন সখা কেন যাও দূরে?
বাজাবো হে মনোবীণা সুমোহন সুরে॥
গাহিব মিলন গান,
ছোটাবো প্রণয়-বাণ,
আঁখিতে মারিয়া ছুরি লইব হে প্রাণ কেড়ে॥

আহ্লাদ। ম'রে যাই—ম'রে যাই!

কালকেতু। আচ্ছা, যাও সব। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।] আহ্লাদ!

আহ্লাদ। হুজুর—আজ্ঞে হুজুর!

কালকেতু। চুপ কর; ভাল লাগে না রঙ্গরস!

আহ্লাদ। যে আজ্ঞে, এই মুখে চাবি দিলুম।

কালকেতু। চিন্তা মোর বনদেবী তরে ;
শয়নে, স্বপনে কিংবা জাগরণে
স্মৃতি তার সদা জাগে প্রাণে।
আমার লাগিয়া বালা
আজি হায়
সমাজের হেয় অবজ্ঞেয়।
একদিন বাঁধিতে তাহারে
মম প্রণয় শৃঙ্খলে
করেছিনু কত চেষ্টা—
দেখাইনু কত প্রলোভন,
কিন্তু উপেক্ষার পদাঘাতে
শত উপহার নিক্ষেপিয়া দূরে
দেখাইল সতীত্ব-গরিমা ;
তবু তারে নিষ্ঠুর সমাজ
পতিতা আখ্যায়
বিতাড়িত করিল তাহারে।

বৃন্দাবতীর প্রবেশ

বৃন্দাবতী। তার জন্য দায়ী কে কেতু ?

কালকেতু। সমাজ।

বৃন্দাবতী। তুমি নও? সেই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যার উপর দিয়ে কি তোমার বিপুল স্বার্থপূজার ঝড় ব'য়ে যায় নি? দৈত্যসম্রাজ্ঞীর কনিষ্ঠ সহোদর ব'লে অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে অবাধ স্বেচ্ছাচারের বন্যা ছুটিয়ে দিয়েছে এই দৈত্যপুরীতে। প্রজারা এসে কাঁদছে—কত শত

কুমারী তোমার কবল হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, যারা আছে নির্য্যাতীত নিপীড়িতের দল, তারা গোপনে ঈশ্বরের চরণে চোখের জল ঢেলে তোমার ধ্বংস কামনা করছে। বল, সে দোষ কার? তোমার না সমাজের? যারা তোমার মত সমাজ মানে না, শিষ্টাচার জানে না, ভগবানকেও ভয় করে না, তারা কি কখনো কোন কালে জগতের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে? এখনও সময় আছে কেতু, যাও, সেই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে ক্ষমাপ্রার্থনা করগে।

কালকেতু। ক্ষমাপ্রার্থনা!

বৃন্দাবতী। পার্‌বে না? কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে পার্‌বে না? জানো, দৈত্যপতির কি আদেশ? শুধু এক রক্তের টানে ছুটে এসেছি ভাই! তোমায় তিনি বন্দী কর্‌বার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তুমি এখন যাও—

কালকেতু। দিদি! কেন তুমি আমায় বারবার বিরক্ত করতে এস বল দেখি? যাও—যাও!

বৃন্দাবতী। বটে, এত স্পর্দ্ধা তোমার! ভগ্নীর বুকের উপর ব'সে তার রক্তশোষণ! চমৎকার ভাই! লজ্জা কর্‌ছে না? হাত-পা থাকতে, উপার্জ্জনের সামর্থ থাক্‌তে, ভগ্নীর অনুগ্রহদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করতে ঘৃণা হচ্ছে না? আমার শেষ কথা শোন কুলাঙ্গার! ভাল কথায় না গেলে তোমায় আমি কুকুর শিয়ালের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবো। [প্রস্থান।

আহ্লাদ। উঃ—কি ভীষণ অকল্যাণ!

কালকেতু। আহ্লাদ! শুন্‌লে? দৈত্যপতি আমায় বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন।

আহ্লাদ। ভগ্নীপতি কি না, তাই সম্বন্ধীর শুভ বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

সহসা শাণিত ছুরিকাহস্তে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। কই—আমার বনদেবী কই? বাঃ—নীরব! লম্পট! দস্যু! নরকের কীট! এই জরাবিকম্পিত ব্রাহ্মণের জীর্ণ বুকের পাঁজরগুলো ভেঙ্গে দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে? না—না, তোমার বাঁচা হবে না! তুমি আমার সোনার সংসারে আগুন ধরিয়েছ—আমার সাজানো বাগান ছারখার ক'রে দিয়েছ—আমার হাসির ঘরে কান্নার রোল বসিয়েছ; তোমার বাঁচা হবে না রাক্ষস। অলকানন্দা মা আমার তোরই জন্য আজ ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে। মায়ের আমার সেই বিদায়ের জলভরা চাউনি, শেষ বাবা ডাক, ব্যথাকম্পিত স্বর, আজও আমি ভুলতে পারছিনে! দে—দে নিষ্ঠুর, শীগ্‌গীর ব'লে দে, মা আমার কোথায়? আমি একবার তাকে দেখ্‌বো! আমি পিতা, বুকের রক্ত দিয়ে তাকে মানুষ করেছি। দিবি নে—মায়ের সন্ধান দিবি নে? তবে আয়—আয় পিশাচ, আজ তোরই বুকের রক্তে তৃপ্ত হই। (ছুরিকাঘাতে উদ্যত)

গীতকণ্ঠে বিবেক আসিয়া বাধা দিল

বিবেক। গীত

কর কি কর কি ভাই,
এ তো নহে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষমা যাদের তন্ত্র মন্ত্র, ক্ষমা যাদের ধর্ম্ম।

চন্দ্রচূড়। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষমা নেই বুকে, দিনরাত জ্বলছে ধূ-ধূ ক'রে এই পাপীর জ্বালা আগুন।

বিবেক। **পূর্ব্বগীতাংশ**

জ্বলুক্ আগুন বুকের মাঝে,
তবু পায় না শোভা এমন কাজে,
ঐ অসীম ছেয়ে বাঁশী বাজে,
গর্ব্বে আবার ফুলে ওঠে ঋক্ যজুর্ব্বেদ সাম্য।
যাদের নিশ্বাসে বয় ভীষণ গরল,
কথায় যাদের হয় রসাতল,
তারা কেন ঐ মূষিকনাশে ছিঁড়ছে আপন মর্ম্ম।

চন্দ্রচূড়। সত্যই বলেছ গায়ক। ক্রোধের বশে কি ভুলই করেছি, এত বড় ভুল বোধ হয় জীবনে এই প্রথম। পালিয়ে চল—পালিয়ে চল, এখুনি হয়তো রাগরূপী চণ্ডালটা আবার মাথায় চেপে বসবে।

[বিবেকসহ প্রস্থান।

আহ্লাদ। [স্বগত] গতিক বড় ভাল নয় দেখ্‌ছি!

কালকেতু। আমি অপরাধী সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বেশী অপরাধী সমাজ। সমাজ দেখ্‌লে না, শুন্‌লে না, বিচার কর্‌লে না, অম্নি চরম সিদ্ধান্ত ক'রে ফেল্লে যে বনদেবী কুলটা—ব্যস্! হাঁ, দেখ আহ্লাদ! এ রকম অপমান আর আমি সহ্য কর্‌বো না; আমি এর মুখ বন্ধ করতে চাই, আর চাই ঐ বুড়ো বামুনটার হৃদ্‌পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে নিতে। এখন আয়—

আহ্লাদ। কোথায়?

কালকেতু। বনদেবীর সন্ধানে।

আহ্লাদ। আবার বনদেবী?

কালকেতু। কোন কথা নয়, বিনা প্রতিবাদে আমার সঙ্গে চ'লে আয়!

আহ্লাদ। বেশ, চল্‌লুম। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী। আমি পতিতা, স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রে কোথায় যে চ'লে গেছেন, তা জানি না। বাবার কাছে থেকে সুখে দুঃখে দিনগুলো বেশ কাটছিল, কিন্তু—উঃ, স্মৃতি। তার নাম কালকেতু, দস্যু সে! আমার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নি সে—উঃ, ঘৃণা—ঘৃণা! আমি প্রলোভনে ভুলিনি ত', স্বামীর স্মৃতি-পূজার নৈবিদ্য তো তার হাতে তুলে দিই নি। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার বর্ষার ধারার মত নেমে এলো, সেদিকে কেউ তাকালেও না—কোন প্রতিকারও করলে না; নিষ্ঠুর সমাজ, শুধু নিরীহা নারীকে পতিতার আখ্যায় বিদায় করে তার কাজের বাহাদুরী নিলে; বাঃ—বাঃ, বলিহারী সমাজ তোমার যুক্তি—মীমাংসা! যার মাথা গোঁজার মত একটু জায়গা নেই, তার এ কলঙ্কিত মুখ লোক সমাজে দেখানর চেয়ে মৃত্যুই মঙ্গল। অপবাদে যার সারা জীবন বিষিয়ে উঠেছে, তার একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয় মৃত্যু। (বিষ বাহির করিয়া) অনেক চেষ্টায় এই বিষটুকু সংগ্রহ করেছি, ওগো বান্ধব, জগৎ আমায় ত্যাগ করলেও তুমি করবে না। (বিষপানোদ্যতা হইল)

সহসা রঘুনাথের প্রবেশ

রঘুনাথ। (বনদেবীর হস্তধারণ করিয়া) জীবনটা অত তুচ্ছ নয় যা যে ইচ্ছা করলেই তুমি তাকে নষ্ট করতে পার। বিশ্বের সমস্ত সম্পদ

উজাড় করে দিলে যা পাওয়া যায় না, তা অনাদরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে না।

বনদেবী। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও সন্ন্যাসী! আমার জীবন মূল্যহীন। আমি যে আর বইতে পারছি না কলঙ্কের বোঝা, সহ্য করতে পারছি না বিদ্রূপের হাসি, ছাড়—ছাড়।

রঘুনাথ। হতভাগিনী! আত্মহত্যার মহাপাপে শুধু এই জন্ম নয়, জন্মান্তর ধরে মহানরকে প'ড়ে সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তখন একটা কেন, এমনি ধারা শত শত বিষের বড়িতেও শান্তি খুঁজে পাবে না।

বনদেবী। হাত ছেড়ে দাও সন্ন্যাসী! আমি কুলটা, ভ্রষ্টা, সমাজ-পতিতা, আমার বেঁচে সুখ নেই।

রঘুনাথ। চঞ্চল হয়ো না মা, ফিরে এস তোমার সংস্খলিত পথ থেকে। সংসারের পথ বড়ই পিচ্ছিল, পা পিছ্‌লে অনেকেই পড়ে যে মাটীর বুকে, আবার ওঠে দাঁড়ায় সেই মাটিকেই অবলম্বন করে। প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই মানুষের জীবন গড়া, তা বলে কৃত অপরাধের শাস্তি কামনায় আত্মহত্যার বিধান কোন শাস্ত্রেই নেই মা! অনুতাপ কর, চোখের জলে ভগবানের অর্চ্চনা কর, তা হ'লেই হবে তোমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত। একি! সিমন্তে সিন্দুর—তুমি সধবা! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

বনদেবী। আমি সধবা হ'লেও বিধবা। কখনও কোন যুগে কার সঙ্গে আমার যে বিয়ে হয়েছিল তা জানি না, স্বামীর মূর্ত্তিও কখনো চোখে দেখিনি; তবে জ্ঞান হয়ে শুনেছি যে, তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

রঘুনাথ। অপরাধ?

বনদেবী। অপরাধ আমার গরীব পিতার দেওয়া বিবাহের যৌতুক তার মনোনীত হয়নি বলে।

রঘুনাথ। যৌতুকের জন্য বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ! ভগবান! এমন পাষণ্ডও সংসারে আছে?

বনদেবী। শুধু আমার স্বামীই নয় অমন অনেক আছে সন্ন্যাসী, তারা নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, আর তাদেরই সহধর্ম্মিণীরা কেউ অনাহার, কেউ অর্দ্ধাহার, কেউ বা প্রলোভনে—কু-পরামর্শে, কেউ বা যৌবনের মাদকতায় পতিপূজার মন্ত্র ভুলে গিয়ে দিনের পর দিন নেমে এসে দাঁড়িয়েছে নরকের পথে।

রঘুনাথ। এ সব আলোচনা পরে। এখন আমার আশ্রমে এস মা।

বনদেবী। না গো না, আমায় বাধা দিও না, আমি মরবো।

রঘুনাথ। জন্ম মৃত্যু নিয়েই সৃষ্টির বিকাশ, তার জন্য ভাবনা কি? তবে আত্মহত্যা ক'রে অমূল্য জীবনটাকে যন্ত্রণাময় ক'রে তুলো না মা। আচ্ছা, তোমার পরিচয়?

বনদেবী। সে অনেক কথা, শুন্‌তে শুন্‌তে হয় তো যুগেরও পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে; শুনবে সাধু, আমার উপেক্ষিত জীবনের রহস্যময় কথা, কেন আমি করছিলাম আত্মহত্যা?

রঘুনাথ। আচ্ছা থাক্, পরে শুন্‌বো।

বনদেবী। তা হ'লে আমায় মরতে দিলে না সন্ন্যাসী?

রঘুনাথ। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয় মা, এখন এস।

[বনদেবীকে লইয়া প্রস্থান।

কালকেতু ও আহ্লাদের প্রবেশ

কালকেতু। দেখ্‌লি—দেখ্‌লি আহ্লাদ বনদেবীকে, ঐ একটা সন্ন্যাসীর পিছু পিছু চ'লে গেল? ব্যস আর যায় কোথায়! আমি ওকে চাই! ওরই জন্য যখন আমার এত নিন্দা, এত কলঙ্ক, তখন আমি ওকে নিয়েই সংসার পাতবো, চলে আয় আহ্লাদ!

আহ্লাদ। দেখ্‌বেন হুজুর, শেষকালে যেন এই গরীব বেচারা মারা না যায়!

কালকেতু। ভয় কি? আমায় তুই চিনিস্‌ নে! তুই চুপটী করে ঘাঁটি আগ্‌লে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি ওদের ব্যাপারখানা কি?

[প্রস্থান।

আহ্লাদ। তাই তো, গা যে ছম-ছম্‌ কর্‌ছে! নিবিড় বন, শেষে কি বাঘে খাবে? না—পালাই বাবা!

[প্রস্থানোদ্যত।

সুমদ ও প্রহরীর প্রবেশ

সুমদ। প্রহরী! ঐ সেই পাপিষ্ঠের অনুচর, বন্দী কর, আমি চল্‌লুম কালকেতুর সন্ধানে; সাবধান!

প্রহরী। [আহ্লাদকে বন্দী করিল।]

আহ্লাদ। দোহাই সেনাপতি মশায়—দোহাই আপনার, আমার কোন দোষ নেই, আমি সাদাসিধে সরল মানুষ, ঘোর প্যাঁচের কিছুই বুঝি না।

সুমদ। চুপ কর মূর্খ। নিয়ে যাও প্রহরী!

[প্রস্থান।

প্রহরী। এইবার এস বাবা পদ্মলোচন—(টানিতে লাগিল)

আহ্লাদ। গেছি—গেছি বাবা—একেবারে গেছি ! ছেড়ে দাও না বাবা ! এমন নিস্কর বাবা বলছি, ছেড়ে দাও না ! নাঃ, লোকে কথায় বলে, 'বড় লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রো না, মরবে !' হায়-হায়-হায়, বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে প্রাণটা আজ বেঘোরে গেল দেখ্‌ছি।

প্রহরী। চলো—চলো।

আহ্লাদ। কিছু উপরি পাওনা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও না বাবা !

প্রহরী। কি—আমি ঘুষ খাই ?

আহ্লাদ। তোমার চৌদ্দপুরুষ খায় বাবা, আর তুমি খাও না ? ঘুষ খায় না, এমন কর্ম্মচারী তো আমি সরকারী খাতায় দেখতে পাই না ধন !

প্রহরী। দেখতে পাওনি এইবার দেখ। (প্রহার)

আহ্লাদ। উহুঃ-হুঃ, গেছি বাবা—গেছি ! গিন্নি রে ! একবার ঝাঁটা নিয়ে ছুটে আয় ; উহুঃ-হুঃ !

প্রহরী। এইবার ঠাণ্ডা ঘরে বসে যত পার গিন্নিকে ডাকবে চলো। (প্রহার)

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে কালকেতু ও সুমদের প্রবেশ

সুমদ। কোথায় পালাবি দুষ্ট,
নাহি তোর পরিত্রাণ আর।

কালকেতু। স্বপ্নের প্রলাপ বার্ত্তা
শোনাতে আমারে

আসিয়াছ রাজভক্ত
বন্দী করিবারে ?
শোন সেনাপতি !
নহি আমি অসহায় শিশু ;
দেখাইয়া অসম্ভব কল্পনার ছবি,
পুরাইবে মনোসাধ তুমি হে সুমদ !
উচ্চপদ গৌরব লালসা
ধরিয়া হৃদয়ে
রাজার আত্মীয় জনে
চাহ শৃঙ্খলিতে ?
কিন্তু জেন স্থির
আশা তব কভু না পূরিবে।

সুমদ। পূরে কি না পূরে বুঝিবে এখনি।

কালকেতু। ভ্রম—মহা ভ্রম তব, তাই
হেরিয়া কল্পনাপটে বিজয় লক্ষ্মীরে,
করেছ প্রয়াস ক্ষুধার্ত্ত সিংহেরে
করিতে আঘাত। কিন্তু ওরে মূঢ়,
স্বপ্ন যদি সত্য হ'তো,
কল্পনা ধরিত যদি বাস্তবের রূপ,
থাকিত না বিশ্বে এত অভাবের জ্বালা ?

সুমদ। মহাপাপী তুমি ; তাই করিয়াছ
ধর্ম্মনাশ ব্রাহ্মণবালার,
আজি সম্রাট আদেশে
বন্দী করি লয়ে যাব তোমা।

কালকেতু। উত্তম ; দেখি কত শক্তি ধর তুমি
ওই বাহুযুগে। (যুদ্ধ)

দ্রুতবেগে জলধির প্রবেশ

জলধি। সাবধান রাজদ্রোহী! সুমদ! বন্দী কর।

কালকেতু। অপরাধ?

জলধি। সে উত্তর পাবে সম্রাটের কাছে, যাও—নিয়ে যাও—

[কালকেতুকে লইয়া সুমদের প্রস্থান।

জলধি। এইবার তোমার শান্তি-রাজ্যে আগুন জাল্‌বো নারায়ণ! নিরপরাধ দৈত্যজাতির বুকে ব'সে দাড়ী উপড়াবে, বুকের রক্ত চুষে খাবে, আর দীর্ঘকাল তারা নীরবে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে তোমার রাজভোগ জুগিয়ে যাবে? না—না, এইবার তারা জাগবে—কর্ম্মীর উদ্যম নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে তোমাদের অন্যায় পক্ষপাতীত্বের চরম প্রতিশোধ নিতে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্যপথ

গীতকণ্ঠে বিদেশী ও বিদেশিনীর প্রবেশ

গীত

বিদেশিনী। তুমি আমার বিদেশী হে প্রাণ।
রাজবাড়ীতে কাজে এসে লাগ্‌লো
দু'য়ের প্রেমের টান॥

বিদেশী। তুই আমার বিদেশিনী সই,
তাই বাড়ী ছেড়ে হেথায় এসে নিত্যি আমি রই,
ফাঁক চাপটে তুই রে আমায় করিস্‌ কত সুধা দান॥

বিদেশিনী। তোমার তরে মনটি করে আনচান,
বিদেশী। বাজারচুরির একটী সিকি করবো তোকে দান,
বিদেশিনী। খুব হয়েছে ভালবাসা তোর, যা-যা স'রে যা,
একটা সিকির ধার ধারি না নাইক ভাল গা,
বিদেশী। রাগ ক'রো না প্রাণসজনী তুই আমার মাথা খা,
এই ধরছি পায়ে ক' না কথা, এতই কি তোর মান॥

[উভয়ের প্রস্থান।

শিশুপুত্রক্রোড়ে চন্দ্রাবতীর প্রবেশ

চন্দ্রাবতী। ওগো! কে আছ, আমায় রক্ষা কর!

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। শুধু প্রতিধ্বনিই ফিরে আসবে নারী, কেউ আসবে না তোমার ডাকে। দাও, ওই শিশুপুত্রকে আমি হত্যা করবো। দাও—দাও।

চন্দ্রাবতী। দেব, তার আগে জান্‌তে চাই, কি অপরাধ করেছে এই অসহায় শিশু, যার জন্য আজ তাকে হত্যা করতে চাও?

ইন্দ্র। অপরাধ! এই শিশুই দেবতার ভাগ্যাকাশের কাল ধূমকেতু। ভুলেছ কি নারী যুগে যুগে বরদর্পিত দৈত্য-দানব স্বর্গ আক্রমণ করে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কেড়ে নিয়ে বাধ্য করেছিল বন্য পশুর জীবন যাপন করতে।

চন্দ্রাবতী। সেই প্রতিশোধ নিতেই কি এই নিষ্পাপ শিশু হত্যার প্রয়োজন হ'য়েছে?

ইন্দ্র। এতক্ষণে বুঝেছ, বিষবৃক্ষ অঙ্কুরে বিনাশ না কর্‌লে ভবিষ্যতে বিষক্রিয়ার ফল ভোগ করতে আবার হয়তো হারাতে হবে দেবগণকে অমরভূমি। দাও—দাও।

চন্দ্রাবতী। একটু দাঁড়াও, এ যে আমার সন্তান, আমি যে তার মা, বহু ব্যথা সহ্য ক'রে সহস্র নারী ছিঁড়ে একে নিয়ে এসেছি, একবার ভাল ক'রে এর মুখখানা আমায় দেখ্‌তে দাও। এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠ্‌বে, এযে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি!

ইন্দ্র। বৃথা কালক্ষেপে কি হবে নারী? শীঘ্র শিশুপুত্রকে রেখে চ'লে যাও, নতুবা বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হবো না।

চন্দ্রাবতী। আমি যে মা, মা কি কখন প্রলয়-প্লাবনের মাঝে তার বুকের মাণিকটাকে ফেলে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায় দেবেন্দ্র? মায়ের সঙ্গে পুত্রের যে কি সম্বন্ধ, ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে এস একবার তোমার অদিতি মাকে।

ইন্দ্র। তর্কের জন্য আসিনি নারী!

চন্দ্রাবতী। এসেছো মায়ের বুকে শেলাঘাত করতে? আমার চোখের জলে পাষাণ ফেটে যাচ্ছে, তবুও তোমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হ'চ্ছে না? যদি প্রতিশোধ চাও, অপেক্ষা কর, একে বড় হ'তে দাও,

B/B 4040

একটা শিশুকে হত্যা ক'রে দেবচরিত্রে কলঙ্ক কালিমা ঢেলে দিও না দেবেন্দ্র! তোমার এ অন্যায় কীর্ত্তি স্মরণ করে জগতের লোক তোমাদের পূজা করবে না—প্রণাম কর্‌বে না, ঘৃণায় লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে!

ইন্দ্র। ও বুঝেছি, স্বেচ্ছায় দেবে না পুত্রকে?

চন্দ্রাবতী। এ দেওয়া যে মায়ের পক্ষে অসম্ভব দেবেন্দ্র! এর সঙ্গে মা নামের পবিত্র ডাকটুকু'ও যে চিরদিনের জন্য মুছে যাবে।

ইন্দ্র। পরিণামে দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে হবে নারী।

চন্দ্রাবতী। আসুক দুর্ভাগ্য, জলুক্ ধ্বংসের চিতা, হোক্ প্রলয়, যাক বিশ্ব ছারখারে, তবু মা রাখবে পুত্রকে তার বুকের ভিতর সান্ত্বনার অভয় বাহুতে আঁকড়ে ধরে। পুত্র তো ধুলো মাটী নয় যে, ইচ্ছা কর্‌লেই তাকে ফেলে দেওয়া যায়? দেখ—দেখ নিষ্ঠুর, এই ক্ষুদ্র শিশু কেমন হাত পা নেড়ে খেলা কর্‌ছে, মিলমিল করে হাসছে, এই কচি মুখখানি দেখেও কি তোমার মায়া হয় না—দয়া হয় না। না—না, পায়ে ধরি দেবেন্দ্র, এ শিশু হত্যা হতে বিরত হও।

ইন্দ্র। শিশু হলেও শত্রু, তার বিনাশ সাধনই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। দাও—দাও ওই শিশুকে!

চন্দ্রাবতী। ওঃ, ওরে পুত্র, কেন তুই জন্মেছিলি, আর বুঝি তোকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না, ওরে কেউ কি নেই যে আমায় দেবতার নির্ম্মম অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একখানা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে? ওরে আমার ব্যাকুল প্রাণের শান্তি নিশ্বাস, ওরে আমার শুষ্ক বুকের আনন্দ-স্পন্দন, ওরে আমার সাত রাজার ধন, আর বুঝি তোকে বাঁচাতে পারলুম না। অস্ত্র—অস্ত্র—একখানা অস্ত্র পেলে এই স্বার্থান্ধ দেবতাদের দেখাতে পারি যে, আমি মা! কই, কেউ নেই—কেউ নেই!

সহসা জলধির প্রবেশ

জলধি। আছে মা—আছে, তোর সাহায্য করতে এই বিশ্ব সংসারে একজন আছে। (ইন্দ্রের প্রতি) হাঃ-হাঃ-হাঃ দেবেন্দ্র! দেবতা হয়ে আজ তুমি পশুর স্তরে নেমে গেছ। নিষ্কণ্টক হবার জন্যে আজ শিশু হত্যা করতেও কুণ্ঠিত নও। দুর্ব্বলা রমণীর উপর ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করছো তুমি? দেখ এই জগতে যত পুরাণে তোমাদের স্তুতিবাদ লেখা আছে, সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলগে। ভীরু কাপুরুষ, স্বার্থের জন্য অসহায় শিশুকে বধ করতে বুকটা কাঁপ্‌ছে না, অথচ তোমরা দেবতা—প্রণম্য—বরেণ্য!

ইন্দ্র। রসনা সংযত কর বারিধি! নতুবা—

জলধি। নতুবা?

ইন্দ্র। এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ড দেব তোমাকে।

জলধি। শিশুহত্যায় বিঘ্ন হ'লো ব'লে? দক্ষদুহিতা দিতি অদিতির গর্ভজাত এই দেবতা দৈত্য না? মহর্ষি কশ্যপের পুত্র তোমরা না? ভিন্ন মাতা হলেও পিতা তো উভয়দের এক? রক্তের তড়িৎ খেলে না, প্রাণ কাঁদে না, চোখে জলও ছোটে না? তুচ্ছ স্বার্থ সিদ্ধির কামনায় ভাইয়ের বুকে আঘাত করাই কি তোমাদের স্বভাবের রীতি? ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে না দিলে ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ ফুটে উঠবে কি করে? চমৎকার তোমাদের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ।

ইন্দ্র। দৈত্যেরা কি সে সম্বন্ধ রেখেছে জলধি? তারা কেবল চায় দেবতাদের নির্য্যাতন করতে।

জলধি। না—না, তারা তা চায় না, তারা চায় দেবতাদের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিকে দমন করতে। তোমাদের এই স্বার্থপরতার মূল উপড়ে

দিয়ে প্রকৃত দেবতার আদর্শে অনুপ্রাণীত করে দেবতাকে দেবতার মত দেখতে! চলেএস মা!

ইন্দ্র। যেতে পাবে না! (পথরোধ করিল)

জলধি। পাবো না? দেখ তবে রে কাপুরুষ, কেমন করে জলধি তার গতিপথ মুক্ত করে। (উভয়েই অস্ত্র উত্তোলন করিলেন)

অদূরে শম্ভুনাথসহ রঘুনাথের প্রবেশ

রঘুনাথ। দেখ্‌ছ—দেখ্‌ছ শম্ভু, কেমন একটা প্রতিহিংসার যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। আরও দেখ, ঐ যজ্ঞের হবি একটা ক্ষুদ্র শিশু! (অগ্রসর হইয়া) না—না, এ হয় না, এ স্থান সন্ন্যাসীর অধিকারে, এখানে বলিদানের বাদ্য বাজতে পারে না। নামাও অস্ত্র।

ইন্দ্র। সন্ন্যাসী! আমি দেবরাজ ইন্দ্র; বাচালতা ত্যাগ কর।

রঘুনাথ। প্রণিপাত! কিন্তু দেবতার মত এখানে আসা হয় নি তো দেবরাজ! আসা হয়েছে নরকের প্রতিমূর্ত্তিতে এই অরণ্যের পূত-মৃত্তিকাকে শিশু রক্তে কলঙ্কিত করতে। ঐ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম তোমাদের দেব-মহিমা, উচ্চআদর্শ, কিন্তু আর থাকতে পারলুম না, ছুটে এলুম তোমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে একটা প্রণাম করবো ব'লে।

ইন্দ্র। উপহাস? হ'লেও সন্ন্যাসী পরিত্রাণ পাবে না আজ দেবতার অস্ত্রের মুখে।

রঘুনাথ। আর তুমিও নিস্তার পাবে না ব্রাহ্মণের কাছে।

ইন্দ্র। সে ভয় বৃত্রজয়ী বাসব করে না।

রঘুনাথ। তোমাকে বৃত্রজয়ী করার মূলে তো সেই ব্রাহ্মণের এক-খানা হাড়, তার আত্মত্যাগের ফলেই পেয়েছ বিজয়ীর পূজা—মুক্ত হয়েছ দুর্ভাগ্যের কবল হতে, আর তুমি আজ সেই ব্রাহ্মণ মানো না? ছিঃ-ছিঃ, এতদূর অকৃতজ্ঞ এই দেবতা!

ইন্দ্র। সাবধান সন্ন্যাসী! সংযত ভাষায় কথা বল।

রঘুনাথ। তুমিও সংযত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকো ঠিক ঐ ভাবে কোন প্রতিবাদ না করে। এস দেবি! এস জলধি।

[ইন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিলেন; জলধি ও চন্দ্রাবতীকে লইয়া রঘুনাথের প্রস্থান।

ইন্দ্র। উঃ, অদ্ভুত ক্ষমতা ঐ তাপসের। মুহূর্ত্তে যেন আমার সমস্ত শক্তি অপহরণ করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল শত্রুকে। আচ্ছা, আবার দেখবো ব্রাহ্মণ তোমার শক্তির প্রভাব, কেমন করে রক্ষা কর ওই শত্রু শিশুকে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দৈত্য-রাজসভা

সিংহাসনে জলন্ধর আসীন; শুক্রাচার্য্য, সুমদ ও বন্দী কালকেতু দণ্ডায়মান

জলন্ধর। কালকেতু!

কালকেতু। দৈত্যপতি!

জলন্ধর। কালকেতু, কল্পনার পটে অঙ্কিত ক'রো না আশার সুমোহন ছবি। রাণীর জ্যেষ্ঠ সহোদর তুমি, আমার আশ্রিত, পরমাত্মীয়; কিন্তু মনে রেখো, সম্রাটের বিচার চায় না আত্মীয় বান্ধবের মুখ; রাজনীতি করে সূক্ষ্ম সুবিচারে অপরাধীর দণ্ডবিধান, রক্ষা করে শান্তি-শৃঙ্খলা। আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারবো না কালকেতু, এই ধর্ম্মের

সিংহাসনে উপবেশন ক'রে করবো নিক্তি ধরা বিচার—এই অপরাধের একমাত্র শাস্তি, প্রাণদণ্ড।

কালকেতু। উঃ!

জলন্ধর। চম্‌কে উঠলে অপরাধী! অপরাধ কর্‌বার আগে যদি একবারও পরিণাম চিন্তা করতে, তা হ'লে বোধ হয় এতটা উৎসাহ হ'তো না একজন ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্বনাশের জন্য। যারা মাতা-ভগ্নীর সম্বন্ধ ভুলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের উন্মাদনায় তোমার মত লালায়িত, ভবিষ্যতে তারাও তোমার এই দণ্ড দর্শনে আতঙ্কে শিউরে উঠবে। এইরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার সাহস কোনদিন কেউ কল্পনাতেও আনবে না।

কালকেতু। আমি অপরাধী, তার প্রমাণ?

জলন্ধর। প্রমাণ প্রজাগণের আবেদন; সকলেই সমস্বরে বল্‌ছে, তুমি অপরাধী। প্রতিদিন কতশত নারী অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে আর্ত্তনাদে তোমার বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র অভিযোগ নিয়ে আস্‌ছে, কত পতিহারা ফেলছে চোখের জল, পুত্রহারা জননী দিচ্ছে অভিশাপ, বল, আরো প্রমাণ চাও?

কালকেতু। সম্রাট!

জলন্ধর। শুন্‌তে চাই না কোন কথা। মিথ্যার আবরণে সত্যকে কখনও ঢাকা যায় না কালকেতু! কে আছ, বন্দী আহ্লাদকে নিয়ে এস।

বন্দী আহ্লাদকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ

আহ্লাদ। দোহাই—দোহাই হুজুর! আমি বাবার চতুর্থপক্ষের নিলমণি, কিছুই জানি নে।

সুমদ। স্তব্ধ হও বাচাল!

জলন্ধর। চন্দ্রচূড়-কন্যার প্রতি অত্যাচারের জন্য তোমাদের প্রাণ-দণ্ড দিলাম।

আহ্লাদ। আজ্ঞে আমি—

জলন্ধর। অত্যাচার করনি কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করেছিলে।

সহসা চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। দাঁড়াও সেনাপতি! সম্রাট! এ বিচার ঠিক ন্যায়সঙ্গত হয় নি। অতবড় একটা অপরাধের মাত্র এইটুকু দণ্ড?

জলন্ধর। আমার বিচারে উভয়কেই প্রাণদণ্ড দিয়েছি; এ অপেক্ষা যদি অন্য কোন ভীষণ দণ্ড আপনার কল্পনায় থাকে, তা হ'লে উভয়কে সেই দণ্ডে দণ্ডিত করুন।

চন্দ্রচূড়। তাই হোক, আমি নিজেই অপরাধীর বিচার করতে চাই।

জলন্ধর। অসঙ্গত নীতি-বিরুদ্ধ হ'লেও, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই সিংহাসন আমি ত্যাগ করলাম। উপবেশন করুন ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করুন পাপীদের।

(সিংহাসন ত্যাগ করিলেন)

চন্দ্রচূড়। উত্তম। আমিই অপরাধীদের যোগ্যদণ্ড দেব। (আসন গ্রহণ) কালকেতু! আহ্লাদ! আমি তোমাদের এমন দণ্ডে দণ্ডিত করতে চাই, যে দণ্ড দেখে জগতের পাপীগণ ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করবে, নিষ্ঠুর নরঘাতকও শিউরে উঠবে। তোমরা আমার মাকে তাড়িয়েছ, আমার বুকের পাঁজরগুলো গুঁড়ো করে দিয়েছ; তোমাদের দণ্ড—তোমাদের দণ্ড—হ্যাঁ, উভয়কেই নিক্ষেপ ক'রবো ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে, না—না মাটীতে প্রোথিত ক'রে, না—না তপ্ত তৈলকটাহে, তাই তো—হাঁ—হাঁ, তোমার দণ্ড এই— (উভয়কে মুক্তকরণ)

জলন্ধর। ব্রাহ্মণ !

চন্দ্রচূড়। অবাক-বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ সম্রাট? ব্রাহ্মণের চরিত্রনীতি জগতে একটা উজ্জ্বল আদর্শ; অগ্নিকাণ্ডে আমার সর্ব্বস্ব পুড়ে যাচ্ছে যাক্, শত শত কন্যা অত্যাচারীত হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াক, তবু প্রতিহিংসার বশে অন্যের ঘরে আগুন জ্বালা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়।

শুক্রাচার্য্য। সাধু—সাধু তুমি চন্দ্রচূড় !

চন্দ্রচূড়। কালকেতু ! আহ্লাদ ! নির্ভয় তোমরা ! শোন, ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলে পৃথিবীটাকে রোষানলে ভস্ম করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে বুকের ভালবাসা দু'হাতে নিংড়ে দিয়ে মরুভূমিতে সাগর তৈরী করতে পারে। এ জাতি জল্‌তে যতক্ষণ, নিভ্‌তেও ততক্ষণ। ক্ষমাই যে তাদের অঙ্গের ভূষণ। [প্রস্থান।

জলন্ধর। শোন কালকেতু ! আজ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি আর ব্রাহ্মণের করুণায় জীবন ফিরে পেলে সত্য, কিন্তু রাজনীতির মর্য্যাদা-রক্ষায় আমি তোমাদের উভয়কেই চির-নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলুম। যাও, এই মুহূর্ত্তে আমার রাজ্য সীমা ত্যাগ ক'রে—

কালকেতু। (স্বগতঃ) উঃ—এত অপমান ! (প্রকাশ্যে) আয় আহ্লাদ !

[আহ্লাদসহ প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যপতি, তোমার পক্ষপাত শূন্য বিচার দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছি, এত গুণের অধিকারী না হ'লে রাজা, রাজপূজা পাবে কেন? এইবার এস সুমদ, অমর বিজয়ের পরামর্শ করি চল।

[অগ্রে শুক্রাচার্য্য, পশ্চাতে সুমদের প্রস্থান।

জলন্ধর। অমর-বিজয়! একি অসম্ভব আশা,
একি তৃষা জাগিল অন্তরে!
এঁ্যা—ওকি? কেন এ
প্রকৃতিবক্ষে অশনি-ঝঙ্কার,
দাবানল চতুর্দ্দিকে উঠিল জ্বলিয়া?
মিথ্যা—মিথ্যা—স্বপ্ন স্বপ্ন শুধু—
কেবা গাহে গান? এ যে
বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীতলহরী।
কই—কোথা, কে—কে তুমি নারী?
(চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ)

গীতকণ্ঠে ফুলমালাহস্তে উজ্জ্বল মনোহারিণী
বেশে মায়ার প্রবেশ

মায়া। গীত

এস হে—এস হে—এস হে, পর হে—পর হে ফুলমালা।
অযতনে ছিল প'ড়ে, এনেছি তোমার তরে, ধর হে—ধর হে ঘুচুক্ জ্বালা।

জলন্ধর। কে তুমি—কে তুমি?
এস—এস, কাছে এস বালা!

গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ

বিবেক। গীত

যেও না—যেও না—ও পথে যেও না,
আছে সেথা বহু ব্যথা গরলঢালা।
এস মোর হাত ধ'রে,
শান্তির নদতীরে,
আছে মোর কাছে সেই পারের ভেলা॥

জলন্ধর। প্রহেলিকা—প্রহেলিকা! একদিকে সাদর অভ্যর্থনা, অন্যদিকে নিবারণ-সঙ্কেত! কোথা যাই? কোন্ পথে যাই? কারে ছাড়ি, কারে রাখি?

মায়া। পূর্ব্বগীতাংশ

এস মম সাথে এস, হৃদয় আসনে ব'সো,
আমি যে তোমার দাসী,
তোমারে যে ভালবাসি,
এস এস এস সখা এমন বেলা॥

জলন্ধর। তবে নিয়ে চল হাত ধ'রে মোর
কল্পনার স্বপ্নময় শান্তি-নিকেতনে।

[মায়াসহ প্রস্থান।

বিবেক। পূর্ব্বগীতাংশ

এখন সময় আছে এই বেলা ফিরে এস,
যা আছে তোমার, ওগো তাই নিয়ে ব'সো ব'সো,
মিছে কুহকে মজি, কেন মোরে ত্যজ আজি,
ওর সাথে গেলে তব যাবে না জ্বালা॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

বৃদ্ধবেশী কালকেতু ও বৃহৎ পুঁটুলীমস্তকে
মুণ্ডিতমস্তকে আহ্লাদের প্রবেশ

কালকেতু। তাই তো রে আহ্লাদ, তারা কোন্ দিকে গেল ?

আহ্লাদ। হুজুর ! বোধ হয় ঐ দিকে।

কালকেতু। দ্যাখ্, খুব চুপি চুপি কাজ সার্‌তে হবে, যেন কাকে শেয়ালে টের না পায়।

আহ্লাদ। সে কথা আর বল্‌তে, কিন্তু আপনাকে দেখে যে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছে হুজুর !

কালকেতু। কারণ ?

আহ্লাদ। কারণ আপনার ঐ একমুখ দাড়ী গোঁফ আর হাতের লাঠিগাছটা দেখে।

কালকেতু। তবু এখনো বুড়োর মত কথা বলিনি।

আহ্লাদ। একবার বলুন না হুজুর !

কালকেতু। (বৃদ্ধের স্বরে) তবে আর বেশী দেরী ক'রে কাজ নেই।

আহ্লাদ। (উচ্চহাস্যে) থামুন—থামুন, আমার নাড়ী ছিঁড়ে গেল !

কালকেতু। আমি সব পারি আহ্লাদ!

আহ্লাদ। তা পারেন বই কি; আপনি হ'চ্ছেন রাজার শালা! এই শালারা সব পারে হুজুর!

কালকেতু। এরূপভাবে আর থাকা যায় না আহ্লাদ! উঃ—কি ছিলুম, আর কি হলুম! ঐ বুড়ো বামুনটার হৃদ্‌পিণ্ডটা আমি চাই; ওই যত অনর্থের মূল! সেদিন রাজসভায় আমাদের মুক্তিদান করেছিল, কিন্তু সে মুক্তি অপেক্ষা মৃত্যুই ছিল ভাল। অপমানিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। দেরী করিস্‌নে আহ্লাদ।

গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ

বিবেক। গীত

তোদের মিছে হবে পূজার আয়োজন।
ডুবে ডুবে জল খেলেও পরে দেখ্‌তে পায় সেই একটি জন॥

আহ্লাদ। কোন শালা বলে আমরা ডুবে জল খাই?

বিবেক। পূর্ব্বগীতাংশ

তোদের সামনে আছে ঐ যে নদী,
আয় না ছুটে পার হবি যদি,
নইলে ডুব্‌বি শেষে অগাধ জলে, মুদবি শেষে দু'নয়ন॥

আহ্লাদ। যা—যা, বেটা বাচাল, আমাদের কথা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বিবেক। পূর্ব্বগীতাংশ

মনের ময়লা দূর ক'রে দে বিবেক বাতি দে না জ্বেলে,
বিপথ ছেড়ে আয় না ছুটে সুপথেতে আপনি চ'লে,
নইলে উল্টে যাবে সেথায় যাওয়া কাঁদবি তখন অনুক্ষণ॥

[প্রস্থান।

কালকেতু। হ্যাঁ রে আহ্লাদ! ব্যাটা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে নাকি? সব মাটী কর্‌লে দেখ্‌ছি।

আহ্লাদ। ব্যাটা হয়তো ভূত-প্রেত, নয়তো জ্যোতিষী, নইলে আমাদের মনের কথা জানলে কি ক'রে? যাক্‌—যাক্‌, ভাল ক'রে বুকে থুতু দিন, কাপড় উল্টে পরুন, দেখবেন কোন ব্যাটা আর এদিকে আস্‌বে না।

কালকেতু। তোর পুঁটুলিটাতে কি আছেরে আহ্লাদ?

আহ্লাদ। আজ্ঞে, ঘর-সংসার; তিল, কলা, তামা, তুলসী যা খুঁজ্‌বেন তাই পাবেন,—ভেল্কিবাজি। একটু দাঁড়ান না, একটা বাজি দেখিয়ে দিই। (চতুর্দ্দিকে ধূলিনিক্ষেপ।)

কালকেতু। ওকি! ওকি হ'চ্ছে রে আহ্লাদ?

আহ্লাদ। বন্ধনি—বন্ধনি; চারিদিক বেঁধে নিলুম। এইবার লাগ্‌ ভেল্কি লাগ্‌, সবার চোখে লাগ্‌, মুখে হাতে লাগ্‌, পায়ে লাগ্‌, মাথায় লাগ্‌, লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌ ভেল্কি লাগ্‌। হুজুর! এই পুঁটুলিটা ভাল ক'রে টিপে দেখুন, এর মধ্যে কিছু আছে কি না?

কালকেতু। (টিপিয়া) কই, কিছু আছে বলে তো মনে হ'চ্ছে না।

আহ্লাদ। ভেল্কিবাজি—ভেল্কিবাজি। তিনটে ফুঁ দিন। (কালকেতু ফুঁ দিল।) আয়—আয়—চলে আয়—সুড়্‌-সুড়্‌ ক'রে চ'লে আয়। (পুঁটুলির মধ্য হইতে মদের বোতল বাহির করিল)

কালকেতু। (উচ্চহাস্যে) হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওকি রে আহ্লাদ?

আহ্লাদ। দাঁড়ান হুজুর, বসে থান, রকম আছে। আয়—আয়—আবার আয়—আবার আয়। এই দেখুন একটা গেলাস। (গেলাস বাহির করিল)।

কালকেতু। বেশ ত' তোর বাজি আহ্লাদ! তা হ'লে—

আহ্লাদ। তা হ'লে খোঁয়াড়ি মেটানো যাক। হুজুরের একটু-আধটু সেবা অভ্যাস আছে কি না, তাই তরঙ্গিণীদেবীকে মামার বাড়ী থেকে নিয়ে এলুম, ধরুন—ধরুন। (কালকেতুকে মদ্য দিল।)

কালকেতু। (মদ্যপান করিতে করিতে) দেখ্ আহ্লাদ, এই দাড়ী গোঁফগুলো কেবলি মুখের মধ্যে ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে, ভারি মুস্কিলে পড়লুম দেখ্‌ছি।

আহ্লাদ। চুষুন—চুষুন, আমসত্ত্ব মনে ক'রে চুষ্‌তে চুষ্‌তে চলুন।

কালকেতু। এদিকে সন্ধ্যো হ'য়ে এল যে!

আহ্লাদ। সন্ধ্যোর আর কি, হ'লেই হ'লো, আমাদের মনের কথা তো আর বুঝছে না!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুতবেগে রঘুনাথ ও শম্ভুনাথের প্রবেশ

রঘুনাথ। তুমি ঠিক দেখেছো?

শম্ভুনাথ। আমি ঠিক দেখেছি, দু'জন লোক এইখানে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল।

রঘুনাথ। তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও; আমি একবার আশ-পাশগুলো দেখে আসি।

[প্রস্থান।

শম্ভুনাথ। (প্রবেশ পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া) সর্ব্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যো হয়!

দ্রুতবেগে বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী। কে—কে তুমি?

শম্ভুনাথ। আমি—আমি একজন মানুষ।

বনদেবী। ওগো, কে তুমি, তোমার পরিচয় দিয়ে আমার সন্দেহ দূর কর। সংশয়ের উত্তাল তরঙ্গে আমি পথহারা, আমায় রক্ষা কর। বল, তুমি কে?

শম্ভুনাথ। চুপ্—চুপ্! আমি কেউ নই, আমি সৃষ্টির জঞ্জাল। সর্দ্দার! সর্দ্দার!

[দ্রুত প্রস্থান।

বনদেবী। পালিয়ে গেল? পালিয়ে গেল? কিন্তু স্মৃতি যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তুমি—তুমি—তুমিই আমার মর্ত্ত্যের সাকার দেবতা, নারীর ইহকাল-পরকাল—তুমি।

বনদেবী। গীত

ফুল কেন ওগো ঝ'রে পড়ে দুঃখে ধরণীর বুকে কাঁদিয়া।
মরমের মাঝে কেন জাগে স্মৃতি, উঠে কেন বুক ফাটিয়া॥
আমি কোন স্বপনে ফুটেছিনু বনে কোন সুদূরের তানে,
মম যৌবন-নীর শুকায়ে গেল গো শুধু তোমারি বিরহ দানে,
আমি আর কতদিন এভাবে কাটাবো বক্ষে যাতনা সহিয়া॥

আহ্লাদ। (নেপথ্যে) ওরে বাবারে, গেছিরে বাবা—গেছি।

কালকেতু ও আহ্লাদের ঘাড় ধরিয়া
রঘুনাথের প্রবেশ

রঘুনাথ। শম্ভু—শম্ভু! একি! মা যে! এই ত্যাখ্ মা, কেমন একজোড়া শিকার ধ'রে এনেছি!

বনদেবী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাবা—বাবা!

রঘুনাথ। উতলা হ'স্‌নে বেটি! আমি সব জানি।

আহ্লাদ। উ-হু-হু, রক্তবমন হ'চ্ছে বাবা—রক্তবমন হ'চ্ছে! ছেড়ে দাও বাবা—ছেড়ে দাও।

রঘুনাথ। ছেড়ে দেবার জন্যই তো ধরেছি; হাজার হোক অতিথি তোমরা—আয় মা!

বনদেবী। চল বাবা, আজ করালী দেবীর কাছে জোড়া পশু বলি দিয়ে পতিতা তার সিদ্ধিলাভ করবে।

রঘুনাথ। জগতের চোখে ধূলো দিয়ে, আর কতদিন এমনি ভাবে মায়ের জাতের সর্ব্বনাশ করবি পাষণ্ড, ভেবেছিস্ তোদের বহুরূপীর সাজ দেখে কেউ চিন্‌তে পারবে না! কিন্তু পাপ আজ কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠেছে, আর নিস্তার নেই পাপী!

[উভয়কে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান
ও বনদেবী পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণাগার

শুক্রাচার্য্য ও জলন্ধর

শুক্রাচার্য্য। বৃথা কালক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন!
অযুত করীর বল ধরিয়া হৃদয়ে,
নীরবে বসিয়া কেন বিশুষ্ক বদনে?
নিমেষে সাজাইয়া তব বিপুল বাহিনী
কর স্বর্গ অবরোধ।
সুষমা-নিষিক্ত স্বর্গে
দৈত্য-রাজ্য করিয়া স্থাপন,
দেখাইতে হবে সেই অমরনিকরে
অসুর নহেক কভু নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ,
নহে হীন, নহেক নিকৃষ্ট
কোন অংশে দেবতা হইতে।
মদগর্ব্বী দেবরাজে
নিক্ষেপিয়া কারার ভিতর
চূর্ণিতে হইবে তার দর্পের গরিমা।

জলন্ধর। গুরুদেব!

শুক্রাচার্য্য। চাঞ্চল্য ত্যজি শুন হিতবাণী—
বীর শিষ্য তুমি মম,

তোমারে দেখিতে চাই বীরের মতন।
ঐ হের আসিছে সৌভাগ্যদেবী
নব অভিসারে বরিতে তোমারে।
ওঠো, জাগো,
দেখাও বীরত্ব তব
পূর্ব্ব-স্মৃতি করিয়া স্মরণ।

জলন্ধর। গুরুদেব! দেখেছি স্বপন এক
গভীর নিশায়,
শুনেছি আশার তান,
ধরেছি কর্ম্মের রজ্জু দৃঢ় মুষ্টিমাঝে,
কাঁপিব না—টলিব না,
সাধিব আপন কর্ম্ম সহাস্য বদনে।
কিন্তু দেব—

শুক্রাচার্য্য। কিন্তুর সমস্যা কেন হে রাজন্?

জলন্ধর। নির্দ্দোষ দেবতাদল
করে নাই অনিষ্ট আমার,
তবে কোন শাস্ত্র, কোন নীতি বলে
ক্ষুণ্ণ করি রাজার কর্ত্তব্য
তাদের বিরুদ্ধে—

সহসা জলধির প্রবেশ

জলধি। অনুধাবন করতে হবে। তারা অপরাধী নয়, এ কথা তোমায় কে বল্লে পুত্র? জান কি পুত্র, কত নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ওই দেবতার দল। ওদের অপরাধ—

বজ্রসহ চন্দ্রাবতীর প্রবেশ

চন্দ্রাবতী। ধারণার অতীত। তাদের অপরাধে আমার সিঁথির সিন্দুর মুছে গেছে—বুক ভেঙ্গেছে, তাদের অপরাধে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, বৃত্রাসুর মরেছে, তবু তাদের অপরাধ খুঁজে পাচ্ছো না সম্রাট! আর এই দেখ, দেবতার অপরাধের জন্য আজ আমরা মাতা-পুত্রে রাজ্যহারা—দীন ভিখারীর মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আরো—আরো শুনবে—

জলন্ধর। পিতা—পিতা! আমি যে কিছুতেই বুঝতে পারছি না আপনাদের কথার তাৎপর্য্য!

জলধি। বুঝতে পারছো না? তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রক্তাসুরের সহধর্ম্মিণী আর এই তারই পুত্র আজ তোমার দ্বারে অতিথি—প্রতিকার প্রার্থী!

জলন্ধর। এদের এ দুর্দ্দশা!—

জলধি। করেছে দেবতারা। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করেছে, সতী সাধ্বী তুলসীর সতীত্ব হরণ করেছে (সহসা উত্তেজিত ভাবে) আর—আর তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রক্তাসুরকেও বধ করেছে। গোপনে দেবতারা এই দৈত্যজাতির প্রতি যে অত্যাচার করেছে সে কথা স্মরণ হ'লে আজও আমার ধমনির রক্ত টগ-বগ করে ফুটে ওঠে—প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও।

জলন্ধর। পিতা! শুনতে চাই আমার জন্মতত্ত্ব—কোথায় আমার জন্ম?

জলধি। জন্ম তোমার সাগরসঙ্গমে—তমোরূপী শঙ্করের নেত্রবহ্নি হ'তে।

জলন্ধর। সত্যই যদি শিবনেত্র বহ্নি হ'তে আমার জন্ম হয়, তা হ'লে দেবতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কোন নীতি অনুযায়ী পিতা? তারা আত্মীয়-বান্ধব—একই রক্তের সম্বন্ধ, ভাই।

জলধি। চুপ—চুপ! রুদ্ধ কর কণ্ঠ! বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'লেও আমি পিতা। দেবতারা আত্মীয়-বান্ধব, তাই অস্ত্রধারণ করতে ভয় হ'চ্ছে? সাপ সাপের ফণা মুচ্‌ড়ে গিলে ফেলে, বাঘ বাঘের ছানার ঘাড় মুটকে রক্ত খায়। কেন? জাতীয় স্বভাব স্বধর্ম্ম। তারা যদি পারে তবে তুমিই বা কেন পারবে না দৈত্য বংশধর হয়ে জাতীয় গরিমায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে সেই দেবতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে?

জলন্ধর। কিন্তু সময় সাপেক্ষ।

জলধি। সময় এখনো সাপেক্ষ? সময় কি তোমার হাতধরা? একটা দিন চ'লে গেলে সে দিন আর ফিরে আসে না; সময়ের প্রতীক্ষা করে দোহাই দেয় তারা, যারা অলস-অকর্ম্মণ্য। অলস অকর্ম্মণ্যের মত তুমিও কি ব'সে থাকবে সেই সময়ের আশায়? নিজের চোখে দেখে দেবতার প্রতিহিংসার সাকার মূর্ত্তি, তবু নীরব? জ্ব'লে উঠতে হবে প্রচণ্ড অনলের মত লেলিহান রসনা বিস্তার করে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাল ধূমকেতুর মত দেবতার ভাগ্যাকাশে।

চন্দ্রাবতী। সম্রাট! সম্রাট! দেবতার নির্য্যাতনে অশ্রুর তুফানে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তোমার মা চলেছে কান্নার দেশে, পুত্র চলেছে দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে দুঃখের সাগরে ডুব দিতে, আর তুমি ব'সে থাক্‌বে উদারতার আবরণে আবৃত হ'য়ে? বাঃ! যদি প্রতিশোধ না নাও, তা হ'লে আমার তপ্ত নয়নাশ্রু ঢেলে দিয়ে তোমায় অভিশাপ দেবো। নাও, প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও দেবর!

শুক্রাচার্য্য। শুধু প্রতিশোধ নয়—চরম প্রতিশোধ, বুঝুক দেবতারা দৈত্যজাতি মুখ বুজে অত্যাচার সয় না, অত্যাচারের প্রতিকার করতেও জানে।

জলধি। সবাই চায় প্রতিশোধ। শোন পুত্র! কেন আজ প্রতিশোধ চায়; এই শিশু যখন মাত্র ছ'মাসের, তখন স্বর্গপতি দেবেন্দ্র নিষ্কণ্টক হবার জন্য একে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল গভীর অরণ্যে একাকী অসহায় অবস্থায়! সে এই বৈধব্য-যন্ত্রণা-পীড়িত মায়ের মুখের পানে চায়নি, রক্তের সম্বন্ধ স্মরণ করেনি, হাস্‌তে হাস্‌তে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তার মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেনি, দৈত্যকুল-পুরোহিত রঘুনাথ আচার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতায় পরাজিত হ'য়ে পালিয়েছিল ওই পাপী দেবরাজ। কি, এখনও দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে না? ঐ দেখ—ঐ দেখ পুত্র, তোমার ভ্রাতারা শুষ্ককণ্ঠে একবিন্দু জল চাচ্ছে, দাও—দাও, জল দাও!

জলন্ধর। ঐ—ঐ না আসছে ছিন্নশির ভিন্নগ্রীবা রক্তাক্তকলেবর জ্যেষ্ঠ আমার—কনিষ্ঠ আমার; ঐ—ঐ—উঃ! কি বিদ্রূপ কটাক্ষ। রক্তের বৈতরণী ছুটে যাচ্ছে! উঃ কি বিকট হাস্যে আমার দিকে ছুটে আসছে! পালাই—পালাই! কোথা যাই—কোথা যাই? (সহসা শান্ত হইয়া) এঁ্যা—ওকি! হাস্য-মধুর শান্ত-শীল সৌম উদারমূর্ত্তি, কে তুমি? পিতা! পিতা!

জলধি। জলন্ধর! জলন্ধর! কাপুরুষ! আয়, তোকেই অগ্রে হত্যা করি আয়। (ছুরিকা উত্তোলন

শুক্রাচার্য্য। আয় ওই সঙ্গে আমারও অভিশাপে তুমি ধ্বংস হও জাতীদ্রোহী কাপুরুষ! (অভিশাপ দানে উদ্যত)

গীতকণ্ঠে ধুরন্ধরের প্রবেশ

ধুরন্ধর। গীত

ক্ষমাহি পরমো ধর্ম্ম বাঁধা বিশ্ব বীণা-যন্ত্রে।
ক্ষমায় ভূষিত জীব ক্ষমা-তন্ত্রে-মন্ত্রে॥
ব্রাহ্মণ তুমি বন্দিত তুমি সকল জাতির বিশ্বে,
মহিমা তোমার অপার জলধি, স্থান তব সবার শীর্ষে,
ঐ শোন দূরে বাজে নব সুরে, তোমারি মহিমা মুরজ মন্ত্রে॥

জলন্ধর। পিতা—পিতা! আমি যুদ্ধ করবো, দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে দৈত্যজাতির গৌরব গরিমা প্রতিষ্ঠা করবো। সুমদ—সুমদ! সাজাও বিরাট বাহিনী। বাজাও দামামা—যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই!

[প্রস্থান।

জলধি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার দেখবো চক্রী, তোমার চক্র কত ভয়ঙ্কর! শঙ্খ—শঙ্খ! ঐ তার প্রেতাত্মা আকাশে বাতাসে মাটিতে, দাঁড়াও—দাঁড়াও পুত্র! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। এইবার দেখবো কুচক্রী দেব সমাজ কেমন করে রক্ষা করে দেবতার আভিজাত্যের গৌরব—অমরার বিলাস বৈভব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ—দেবসভা

সিংহাসনে ইন্দ্র আসীন, দেবগণ দণ্ডায়মান ;
অপ্সরাগণ গাহিতেছিল

অপ্সরাগণ । গীত

মোরা সরম জড়িত প্রাণে।
হৃদয়ের আশা মিটাতে এসেছি তোমারি বাঁশরী তানে ॥
অঞ্চলে বুক আবরিয়া,
চঞ্চল পদ বহিয়া,
অঞ্জলি ভরি এনেছি সোহাগ নিঠুর মদন বাণে ॥
ঐ কুহু কুহু ডাকে কোকিল,
অধরে হাসিটি চমকিল,
হাসিল দামিনী নীল আকাশে পবনে আঁচল টানে ॥

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র । চিন্তার তমসাজালে হইয়া জড়িত,
বাত্যাহত তরঙ্গের মত
সীমাহীন অনন্ত সাগরে
আশা মম হ'তেছে বিলীন।
ক্ষীণ—ক্ষীণ সুরে
হৃদয় বীণায় কেবা যেন
তুলিতেছে নিরাশার তান ?

শিহরিত প্রাণ মোর,
নাহি জানি কিবা হেতু হেন ভাবান্তর।
কে—কে তুমি নারী?
বাষ্পাকুল নেত্রে আসিয়াছ
মম পাশে ভবিষ্যের
জানাতে বারতা?
কহ নারী! কি সংবাদ
আনিয়াছ আজি?
ওকি! ওকি! শঙ্কর—শঙ্কর!
দর্প মম করিলে বিচূর্ণ,
তবে কেন ধ্বংস মূর্ত্তি পুনঃ?

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। অভিবাদন হে সুরপতি!
ইন্দ্র। কহ, কেবা তুমি?
সুমদ। দূত আমি,
আসিয়াছি দৈত্যপুরী হ'তে।
ইন্দ্র। দৈত্যপুরী হ'তে?
কহ, কি সংবাদ।
আছে কি উদ্দেশ্য কিছু!
সুমদ। আছে দেবাধিপ।
পাঠালেন দৈত্যপতি আপনার কাছে
জানাইতে মনোভাব তাঁর।
ইন্দ্র। কিবা মনোভাব তাঁর?

সুমদ। কহিলেন তিনি—
যেন অবিলম্বে স্বর্গ ত্যজি সুরপতি
বনবাস করেন আশ্রয় ;
অন্যথায় বিপুলবাহিনীসহ
আক্রমিব স্বর্গরাজ্য পক্ষকাল মাঝে,
কাড়ি লব বাহুবলে স্বর্গাসন তব।

ইন্দ্র। জানিতে কি পারি দূত
দেবতার কিবা অপরাধ ?

সুমদ। অপরাধ অতীব ভীষণ,
সুকোমল শিশু প্রাণ
করিতে সংহার অভিলাষী তাঁর দল।
হেন নীচ অন্তর যাদের,
ক্ষুদ্র স্বার্থ তরে ভুলি ধর্ম্মাধর্ম্ম
করে যারা নীতি-বিগর্হিত কাজ,
হেন দেবতার
যোগ্য নহে অমরার ভূমি।
তাই দেবতার কল্পনা-পটেতে
এই নীচতার নিতে প্রতিশোধ
আঁকিবে ভীষণ চিত্র দানব প্রধান।
সদুত্তর দেহ মতিমান !
কোন্ দোষে দোষী সেই শিশু ?
যার তরে মাতৃবক্ষ হতে
ছিনাইয়া লয়ে করিতে সংহার
তুলেছিলে শাণিত কৃপাণ ?

এই বুঝি দেবতার রীতি,
এই গুণে বুঝি
জগত বরেণ্য পূজিত সবার ?

ইন্দ্র। স্তব্ধ হও দূত !
পুনঃ যদি ঔদ্ধত্যের বাণী
শুনি তব মুখে, প্রদানিব শাস্তি ভয়ঙ্কর।
শিশু হোক, বৃদ্ধ হোক,
তবু সে দানব।
বিষাঙ্কুরে করিতে বিনাশ,
কার নাহি অভিলাষ ?
দেব দ্বেষী দুরন্ত দানবে
বধ করা শাস্ত্রের আদেশ,
সমূলে বিনাশ তার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুমদ। কর্ত্তব্য ? এই কি দেবতার কর্ত্তব্য ? যে দেবতার করুণা প্রত্যাশী কত শত যোগী যোগাসন গ্রহণ করে বসে আছে যুগ-যুগান্তরের গ্রীষ্ম বর্ষা সমভাবে মাথা পেতে নিয়ে, এই দানব জাতী যে দেবতার বরে লাভ করে বিজয় আশীর্ব্বাদ হ'য়েছে অজয়—অমর, সেই দেবতা হ'য়ে নিরীহ শিশু হত্যা দেবতার কর্ত্তব্য এ কথা বলতে লজ্জা হ'চ্ছে না ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এই যদি দেবতার আদর্শ হয়, তবে তাদের ছায়া স্পর্শও মহাপাপ।

ইন্দ্র। দাঁড়াও ; তুমি বন্দী, আর এক পাও অগ্রসর হয়ো না, মরবে।

সুমদ। দূতকে বন্দী করবেন ? এই কি রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, না দেবনীতি ? দূতের প্রতি অত্যাচার কোন্ শাস্ত্রে আছে দেবরাজ ?

ইন্দ্র। রসনা সংযত কর দূত! জান, তুমি এখন আমার আয়ত্বের মধ্যে।

সুমদ। সেটা আগে থেকে জেনেই এখানে এসেছি! যে দেবরাজ অসহায় মায়ের কোল থেকে শিশুপুত্রটীকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হ'য়েছিল, সে দেবরাজের কাছে দূতের মর্যাদা যে পাব না তা আমাদের আগে থেকেই জানা আছে।

ইন্দ্র। সাবধান দূত!

সুমদ। অহঙ্কারী দেবরাজ! আপনার মত নীচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন দেবতার রক্তচক্ষুকে দানব সেনাপতি সুমদ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।

ইন্দ্র। দেখ তবে অবাধ্য দানব। (অস্ত্র নিষ্কাষণ)

সুমদ। পরীক্ষা হোক তবে কত শক্তি ধর তুমি। মনে ভেবেছো, দানব দূতকে বন্দী করতে দামামা বাজবে না, অস্ত্র গর্জ্জে উঠবে না, নীরবে তাকে হত্যা করবে। তা নয় দেবরাজ, তা নয়, আজ এইখানে মাত্র একটা দানব দূত হ'তেই নির্ণয় হয়ে যাবে দেব দানবের ভাগ্যফল।

ইন্দ্র। মর তবে দানব। (অস্ত্রাঘাত)

সুমদ। চমৎকার দেবতা—চমৎকার তোমাদের রাজনীতি! রাজ-মর্য্যাদা ভুলে, অবধ্য দূত একথা বিস্মরণ হয়ে, যে দূত হত্যায় অস্ত্র ব্যবহার করে, রাজা হ'লেও সে নীতিজ্ঞানহীন পশু; পশু হত্যায় কোন নিন্দা নেই, কোন অপরাধ নেই। (যুদ্ধ)

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—
এই শক্তি নিয়ে এসেছিস তুই
বজ্রধর ইন্দ্র সনে করিতে সমর?
হস্তমুষ্টি কেন হতেছে শিথিল,
রণ—রণ—কর রণ—

সুমদ। যতক্ষণ রবে প্রাণ করিব সংগ্রাম।

(যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা সুমদের

অস্ত্র চূর্ণ হইল।)

একি! একি ভাগ্য বিপর্য্যয়!

ইন্দ্র। মরণ শিয়রে আসি দেয় করতালি,

ডাক তব দৈত্যরাজে,

আসিয়া করুক রক্ষা বাসবের করে।

(সুমদের দেহে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল

সে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতেছিল।)

সুমদ। অস্ত্রহীনে অস্ত্রাঘাত কোন নীতি ইহা?

ইন্দ্র। দানব দলন নীতি!

সুমদ। না—না দেবরাজ, হিংসার বশে রাজনীতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করো না। একখানা অস্ত্র দাও—আমায় পশুর মত হত্যা করো না—জানি তোমরা অমর—জয় তোমাদের অবশ্যম্ভাবী, তবু মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরের মত মরণে সুযোগ দাও, শুধু একখানা অস্ত্র—দয়া কর দেবরাজ, দয়া কর।

ইন্দ্র। দয়া, শত্রুর প্রতি দয়া! কেন, নিজের দুর্ভাগ্যকে বরণ করার জন্য? শত্রু—শত্রু! তার প্রতি দয়া নাই—মায়া নাই, তাকে ছলে বলে কৌশলে হত্যা করা অমরের ন্যায় নীতি, প্রয়োজন হলে শত শত দেবতার অস্ত্র একযোগে তোমার উপর ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হবো না।

বৃহস্পতির প্রবেশ

বৃহস্পতি। না, তা হয় না বাসব, একক নিরস্ত্রের প্রতি এই পশুর মত ব্যবহার দেবতার উচিত নয়। নির্ভয় তুমি বীর! দেবগুরু বর্ত্তমানে

সুমদ। দেবতা? সত্যই তুমি দেবতা—তোমার স্থান এই মাটির পৃথিবীতে নয়—স্থান তোমার ঐ মহিমামণ্ডিত স্বর্গে। তুমি দেবতা অসুর জাতির শত্রু হ'লেও আমার এই উন্নতশির ভক্তিভরে শ্রদ্ধা ভারাবনত হ'য়ে থাকবে তোমার চরণতলে। ধন্য হোক, সার্থক হোক আমার জীবন। (প্রণাম)

বৃহস্পতি। দেশভক্ত বীর—আদর্শ কর্ম্মী, আশীর্ব্বাদ করি, জয়ী হও বৎস! দেবেন্দ্র! নিরস্ত্র দূতের প্রতি অস্ত্রাঘাত এ কোন্ নীতি?

ইন্দ্র। শত্রু সংহার কোন নীতির মুখাপেক্ষী নয় গুরুদেব!

বৃহস্পতি। ভুল কাশ্যপেয়, এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শত্রু বিনাশে অধর্ম্মকে আশ্রয় করা দেবতার শোভা পায় না; তাহ'লে দেবতা দানবে প্রভেদ থাকবে না? কোন গুণে বিশ্ববাসী দেবে দেবতাকে মহত্ত্বের আসন। যাও দূত, মুক্ত তুমি, নির্ভয়ে চ'লে যাও। হ্যাঁ—তোমার সম্রাটকে গিয়ে বলো যে দেবতারা এখনো মরেনি; স্বর্গরাজ্য জয় করার সঙ্কল্প আর আকাশ কুসুমের মালা গেঁথে গলায় পরা এ দুই সমান।

সুমদ। উত্তম, তবে প্রস্তুত থাকুন দেবরাজ, পক্ষকালের মধ্যেই সুরু হবে দানবের অমরাবতী অভিযান।　　　　　　　[প্রস্থান।

বৃহস্পতি। অসুরের শত অত্যাচারে স্বর্গ অতিষ্ট হলেও, দূত অভদ্র হলেও, তার প্রাণ সংহার করা দেবতার গৌরবের নয়। মনে রেখো দেবরাজ তোমরা দেবতা, তোমাদের সব কিছু কার্য্যই হবে বিশ্বের অনুকরনীয়।

ইন্দ্র। তবে তাই হোক, বেজে উঠুক রণভেরী ভীম ভৈরব নিনাদে। কে কোথায় আছ দেবতা দর্পিত দানবের দম্ভ অহঙ্কার চূর্ণ করতে জেগে ওঠো মেতে ওঠো রণোন্মাদনায়।

বৃহস্পতি। এই তো বীরের কর্ত্তব্য, করে ধর ভীম বজ্র—চমকে উঠুক ধমনীর উষ্ণ রক্ত, মত্তমাতঙ্গের মত ছুটে চলো সমরাঙ্গণে শত্রুর নিধনে।

ইন্দ্র। কিন্তু বিরিঞ্চির বরপুত্র জলন্ধর অজেয়—অবধ্য; তাকে বধ করা ইন্দ্রেরও সাধ্যাতীত। জানি না, সৃষ্টির আবার কোন নূতন লীলা প্রচারের জন্য, জন্ম হয়েছে জলন্ধরের শিব নেত্রানলে।

বৃহস্পতি। সুরেন্দ্র! সংসারে নূতন কিছুই উদ্ভব হয় না। যা আছে, যা ছিল, কাল পরিবর্ত্তনে তাই কখনো নিম্নগামী, আবার কখনো বা ঊর্দ্ধগামী। জন্মভূমি মায়ের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য অসুরের কবল থেকে তার মান-মর্য্যাদা রক্ষা করা।

ইন্দ্র। তবে তাই হোক গুরুদেব, আপনার উৎসাহ উদ্দীপনায় আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে বাসব দানব সমরে।

বৃহস্পতি। দেরী নয়—দেরী নয়—সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করতে, জাতির গৌরব রক্ষায় জাগিয়ে তোল বাসব দেবতাদের ঐক্য মনোভাব—স্বর্গ মাতার চরণে প্রণাম করে অগ্রসর হও—দানব নিধনের সঙ্কল্প নিয়ে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। কে কোথায় আছ মায়ের একনিষ্ঠ সাধক—ওঠো—জাগো দানব আসছে তোমাদের সুখ সূর্য্যকে কাল রাহুর মত গ্রাস করতে—বিশ্বনাশি শক্তি নিয়ে অগ্রসর হও তাদের দুর্ব্বার শক্তিকে প্রতিহত করতে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

দূরে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া জলন্ধর উদ্‌ভ্রান্তভাবে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতেছিল। গীতকণ্ঠে মায়ার আবির্ভাব

মায়া। গীত

এস ধীরে এস ধীরে এস ধীরে।
ঊর্মি খচিত মম যৌবন নীরে॥
তোমার লাগিয়া বঁধু এসেছি ছুটিয়া,
অজানা আকুল টানে অনলে দহিয়া,
অবশ কম্পিত আমার এ তনুখানি।
দেখ না দেখ হে বারেক ফিরে॥

[অন্তর্দ্ধান।

জলন্ধর। কোথা গেল—কোথা গেল নারী?
ভেসে আসে দূর হ'তে শুধু
সঙ্গীতের মৃদুল মূর্চ্ছনা।
এস প্রিয়, কাছে এস মোর,
নিয়ে চল মোরে,
স্বপ্নময় বসন্তের নন্দন কাননে।
কই? কোথা তুমি?

প্রেমময়ি! থেকো নাক সরে—

এস কাছে—

মদিরা হস্তে গীতকণ্ঠে মায়ার আবির্ভাব

মায়া। পূর্ব্বগীতাংশ

পিয় পিয় পিয় বঁধু অমৃত সুন্দর।

শীতল হউক তব তিয়াসী অন্তর॥

(মদিরা প্রদান)

জলন্ধর। লো সুন্দরী কিবা দিলে মোরে?

দাও সত্য পরিচয়—

কেবা তুমি, নিত্য আসি সম্মুখে আমার

দেখাও ভবিষ্যের সুমোহন ছবি?

মায়া। আমি মায়া, বাসা মোর

সবার অন্তরে।

মোর দেওয়া মদিরা পান করি,

তৃষা তব কর নিবারণ।

জলন্ধর। তৃষা মোর হবে নিবারণ!

দাও—দাও ত্বরা।

(মায়ার হস্ত হইতে সুরা পাত্র লইয়া পান করিতে

উদ্যত হইলেন, সহসা ভীত হইয়া)

এঁ্যা! ওকি! জটাজুট-বিলম্বিত

ফণি শোভে তায়। বিঘূর্ণিত—

আরক্ত নয়ন যুগ,

বিভূতি-ভূষিত অঙ্গে অক্ষমালা দোলে,

করে ধরি সংহারিণী শূল
অট্টহাসি হাসে শুধু হাঃ-হাঃ-হাঃ।
একি—একি! এ যে প্রলয় গর্জ্জন,
গেল—গেল সৃষ্টি রসাতলে,
দূর হ'—দূর হ' মায়াবিনী!
(মদিরা নিক্ষেপ, মায়ার অন্তর্দ্ধান)

জলন্ধর। উঃ—একি দৃশ্য দেখালে শঙ্কর!
একদিকে মরণের অশ্রান্ত ঝঙ্কার,
অন্যদিকে পেচকের বীভৎস চীৎকার,
রক্ত রাঙা আকাশের কোলে
ডুবে যায় দিনান্তের ক্লান্ত রবি ওই!
অলক্ষ্যে থাকিয়া মোর,
নিয়তি সুন্দরী—বাজায় দুন্দুভি তার;
অবসান—অবসান—
জীবনের লীলাখেলা অবসান মোর।

বৃন্দাবতীর প্রবেশ

বৃন্দাবতী। সম্রাট্!
জলন্ধর। কে—প্রিয়তমে?
কেন আসিয়াছ?
হেরিয়া শ্মশান-দৃশ্য পিশাচের মেলা,
শিহরি উঠিবে আজি অন্তর তোমার!
যাও—যাও, চলে যাও!
কর্ম্মময় এ সংসার,

বেগবান ছয় অশ্ব যুক্ত কর্ম্ম রথ মোর
ঘর্ ঘর্ রবে—
ছুটিয়া চলেছে আজি সাধনার পথে।
কীর্ত্তি স্তম্ভ করিয়া স্থাপন,
অমর হইয়া রবো জগতের বুকে।

বৃন্দাবতী। থামাও—থামাও রথ;
দেবসনে দ্বন্দ্বে কভু নাহি প্রয়োজন।
কোনদিন কোনকালে,
লভেনি বিজয় এই দৈত্যজাতি
যুগে-যুগে দেবসনে হইল সংগ্রাম
শেষে প্রাণ দিল দেবের সমরে।

জলন্ধর। তবু তারা হয়েছে অমর,
পাষাণ ফলকে লেখা আছে নাম—
আজও জগতে বাজিছে তাদের
কীর্ত্তির বিষাণ!

বৃন্দাবতী। স্বামি—স্বামি!

জলন্ধর। শুনিবনা—রাখিবনা কোন অনুরোধ—
অশ্রুপাতে গলিবে না পাষাণের বুক,
বধির শ্রবণ—
পশিবে না সেথা কাকুতি-মিনতি।
হবে রণ—কাঁপিবে অম্বর
রক্ত নদী খর স্রোতে
ব'য়ে যাবে ধরণীর বুকে।
সেই কালে তুলে দিয়ে ত্রিদিবের

সম্রাটত্ব কালের কবলে,
হবো লীন অনন্তের নীরে।

বৃন্দাবতী। সত্যই কি মরণেরে বরিয়াছ তুমি?

জলন্ধর। মরণ! না—না নহেক মরণ—
মরণ-সাগর মথি উঠিবে যে সুধা
পান করি তাহা হব অজেয়-অমর!
শান্তি লোকে বাঁধিব আবাস
নাহি সেথা, ভায়ে-ভায়ে
কাটাকাটি, হানাহানি—নাহি হিংসা দ্বেষ,
অত্যাচার, ব্যভিচার অথবা পীড়ন;
আছে প্রেম—আছে প্রীতি,
আছে শান্তি অমৃত মধুর।
যাও—যাও, চলে যাও।
যে পথে ছুটেছি আমি
যাব সেই পথে,
দিও নাক বাধা—হবে না সুফল।

বৃন্দাবতী। পায়ে ধরি স্বামী, রাখ মিনতি আমার—

জলন্ধর। ভুলে কি গিয়াছ প্রিয়ে কর্ত্তব্য তোমার
সহধর্ম্মিনী যে তুমি—
সুখে দুঃখে সদা হাস্যময়ি রূপে
কার্য্যে মোর করিবে সাহায্য।
কেবা আমি—কেবা তুমি
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়
কর্ম্মের সম্বন্ধ লয়ে—

যুগে-যুগে করি যাতায়াত
মেলা মেশা পতি-পত্নী পুত্র-কন্যা
সম্বন্ধ লইয়া। কর্ম্ম মাত্র সার
কর্ম্মে জন্ম, কর্ম্মে মৃত্যু—
কর্ম্মে জীব অমরত্ব পায়।
পত্নী তুমি মহাকাব্যে ব্রতী স্বামী তব
পতির মঙ্গল তরে
কর গিয়া ইষ্ট আরাধনা।
অন্যথায় বুঝিব নিশ্চয়
নহ পত্নী তুমি মোর—

বৃন্দাবতী। থাক—থাক স্বামী! বলিতে হবে না আর
আর না কাঁদিব—না দানিব বাধা;
চলিলাম ইষ্টপদে নিবেদিতে
মনোবাঞ্ছা মোর।

[প্রস্থান।

জলন্ধর। চলে গেল রাজ্ঞি—
দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে
কাঁদিতে—কাঁদিতে—
কিন্তু কি করিব আমি
কর্ম্মফল নিয়ন্তা আমার।

জলধির স্কন্ধে ভর দিয়া রক্তাক্ত দেহে
সুমদের প্রবেশ

সুমদ। সম্রাট—

জলধি। জলন্ধর! জলন্ধর! দেখ, দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ, এই দূতের প্রতি কি নির্ম্মম ব্যবহার কি অত্যাচার!

জলন্ধর। একি! একি সুমদ আহত! ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে; পিতা—পিতা কে সে অত্যাচারী? যে এর এমন অবস্থা করলে!

জলধি। দেবতা! বিশ্বের মানব সমাজ যাঁদের করুণা লাভের আশায় ষোড়শোপচারে দেয় পূজা—যারা নিজেদের ত্রিলোক বরেণ্য বলে করে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী—সেই তাদের রাজা বাসবের এই মহত্বের নিদর্শন।

জলন্ধর। একি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ? দূতের প্রতি একি নির্ম্মম ব্যবহার।

সুমদ। নির্ম্মমতার শেষ অধ্যায়টুকু শুনুন মহারাজ। দেবরাজকে আমি স্বর্গভূমি ত্যাগের প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমায় আক্রমণ করলেন—

জলধি। তারপর?

সুমদ। সহসা আমার অস্ত্র ভগ্ন হ'লো, অস্ত্র হীন অসহায় আমি—একখানা অস্ত্রের জন্য কত কাকুতি মিনতি করলুম, অস্ত্র দিল না, পুনঃ পুনঃ আমায় অস্ত্রাঘাত করতে লাগলো। এমন কি প্রয়োজন হ'লে দেবতার সম্মিলিত শক্তি নিয়ে আমায় পশুর মত হত্যা করতে কুণ্ঠিত নয়, সে কথাটাও দেবরাজ বল্‌তে দ্বিধা বোধ করলে না।

জলধি। তারপর—তারপর কি করে ফিরে এলে সুমদ সেই দুর্ব্বৃত্ত বাসবের কবল থেকে?

সুমদ। ক্ষত বিক্ষত দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে যখন মৃত্যুর আগমন প্রতিক্ষায়, মাটীতে পড়ে আর্ত্তনাদ করছিলাম, ঠিক সেই সময় সেই

আর্ত্তনাদের মাঝে আবির্ভূত হলেন সান্ত্বনার অভয় বাহু প্রসারিত করে দেবগুরু বৃহস্পতি রক্ষা করলেন আমার বিপন্ন জীবন।

জলধি। উঃ, কি স্বার্থপর সেই স্বর্গাধিপতি বাসব।

জলন্ধর। আর সেই দেব গুরু বৃহস্পতি?

জলধি। স্তব্ধ হও জলন্ধর! দেবতার চরিত্র বিচার করা সামান্য অসুরের পক্ষে শোভা পায় না। বাঘ মৃগ শাবক ভক্ষনের জন্যই শিকার করে, তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাকে ত্যাগ করে না। ধর শঙ্করের আশীর্ব্বাদী শূল, ছুটে চল প্রলয় ঝঞ্ঝার মত—চূর্ণ কর দেবতাদের সুখ-সৌধ—উড়িয়ে দাও অমর তোরণ শীর্ষে দানবের বিজয় পতাকা।

[প্রস্থান।

সুমদ। আমারও ওই কথা দানব সম্রাট। চাই প্রতিশোধ—চাই প্রতিশোধ, জানুক দেবতারা নির্য্যাতীত দানবের জিঘাংসা, কি ভীষণ—কি ভয়ঙ্কর।

[প্রস্থান।

জলন্ধর। ঊর্দ্ধে শুনি বজ্রের নিনাদ,
নিম্নে কাঁপে বিশাল ধরণী,
দক্ষিণে ফণিনি ছাড়ে সুতীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস,
বামপার্শ্বে নিয়তির ভীষণা মূরতি,
শঙ্কর—শঙ্কর পিতা!
সহস্র প্রণাম পদে;
চলিয়াছে পুত্র তব
দেখাইতে কর্ম্মের মহিমা।
এঁ্যা! বারণ করিছ মোরে
দেখাইছ পরিণাম?

না—না নাহি আবশ্যক,
কর্ম্মী আমি ক'রে যাই
কর্ম্মের অর্চ্চনা।
হাঃ—হাঃ—হাঃ --
ঐ—ঐ পুনঃ আসে সেই নারী
না—না, সে তো নয়।
কে তুমি—কে তুমি ?

গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ

মায়া।   গীত

আমি—আমি ওগো আমি।
আমি উষর মরুর বুকে শ্যাম উর্ব্বর ভূমি।
এস এস ধীর মন্থরে
নিরাশা জলধি অন্তরে,
নাহিক সেথায় দুঃখ বেদনা, হাসিবে দিবস যামি।

[মায়াসহ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তঃপুর

ভয়াল বসিয়াছিল ও সখীগণ গাহিতেছিল

সখীগণ। গীত

মোরা সব অচীন দেশের টাট্‌কা ফোটা প্রেমের ফুল।
রসে ভরা হিয়াখানি যৌবনে টুল টুল॥
আঁখিতে বিজলী খেলে,
মরা গাঙ্গে জোয়ার চলে,
দখ্‌নে বাতাস ছিট্‌কে এসে দেয়লো করে মসগুল॥

[প্রস্থান।

দ্রুত ধুরন্ধরের প্রবেশ

ধুরন্ধর। দাদা—দাদা, তুমি এখানে? আর আমি চারিদিক খুঁজে খুঁজে হাল্লা! সবাই সাজছে যুদ্ধের সাজে, আর তুমি এখানে চুপটি করে বসে আছ।

ভয়াল। ব'সে থাকবো কেন ভাই? আমিও যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। যুদ্ধই যে আমাদের জন্মগত কর্ম্ম, আমরা কি যুদ্ধে ভয় পাই ধুরন্ধর? আচ্ছা ভাই, সেই গানখানা একবার গাও তো—

ধুরন্ধর। কোন গানখানা দাদা?

ভয়াল। তোমার সেই এস শান্ত সুবিশাল—

ধুরন্ধর। না, সুবিমল।

ধুরন্ধর।   গীত

এস শান্ত সুবিমল সুনীল আশ হ'তে সুন্দর উজ্জ্বল জোছনা।
এস মুক্ত দীপ মম শূন্য হৃদয়ে, এস পুণ্য প্রবাহিনী প্রেরণা।
এস লহরে লহরে অম্বর মাঝারে স্বচ্ছ আলোক মহিমা,
এস ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত মূর্চ্ছনা পূরিত অমরার অমৃত করুণা।

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ

চন্দ্রাবতী। ও গান তোমায় কে শেখালে ধুরন্ধর? আর একদিনও ও গান গেয়ো না। দেবতা কি আছে? দেবতা নেই।

ভয়াল। কে ব'ল্লে ছোটমা, দেবতা নেই? দেবতা আছে—থাকবে; কত তার প্রমাণ চাও? অসুর দুদিনের জন্য বুদ-বুদের মত এখানে এসেছে, আবার চলে যাবে। অন্ধকার বিশ্বকে ছেয়ে ফেলে সত্য, কিন্তু তার স্থায়ীত্ব কতটুকু?

চন্দ্রাবতী। তাহ'লে মান-মর্য্যাদা ত্যাগ ক'রে রক্তের সম্বন্ধ ভুলে দেবতার পদতলে প'ড়ে থাকতে চাও কুমার? কিসের ভয় তোমার? মৃত্যু, সে তো জীবের হাত ধরা, যে মুহূর্ত্তে ডাক দেবে, সেই মুহূর্ত্তেই যেতে হবে। তবু মৃত্যু ভয়ে নিশ্চেষ্ট জীবন নিয়ে পুরুষকার ত্যাগ ক'রে সৌভাগ্য পদদলিত ক'রে ভীরু কাপুরুষের মত ব'সে থাকতে চাও যুবরাজ?

ভয়াল। না— না তুমি আমায় ভুল বুঝেছ ছোটমা, এই দেখ সেজে এসেছি রণ সাজে বংশগত দাবী নিয়ে যাবো রণক্ষেত্রে। তা ব'লে দেবতা নেই, তার নাম মাহাত্ম্য নেই, তার ধ্যানের সার্থকতা নেই— এ বিশ্বাস আমি কিছুতেই করবো না ছোটমা, মনে পড়ে তোমার সেই মৎস-কূর্ম্মরূপধারী নারায়ণের অভিনব লীলা? মনে পড়ে পরমভক্ত প্রহ্লাদের উপর তাঁর সজীব মূর্ত্তির প্রকাশ।

বৃন্দাবতীর প্রবেশ

বৃন্দাবতী। অঝোর ঝরে ঝ'রে পড়ুক পুত্র ঐ অমরার অভয় সিক্ত করের মধুর আশীর্ব্বাদ তোমার শিরে। এমন প্রাণ এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যেন চিরদিন ধ্রুবতারার মত ফুটে থাকে তোমার মানস আকাশে।

চন্দ্রাবতী। ও, অহঙ্কার আমাদের দু'জনকে দু'মুঠো খেতে দিচ্ছ বলে? আমি তো এমন ছিলুম না দিদি। স্বামীর আমার রাজ্য ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল—আজ আমি সব হারিয়েছি; ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দীন-দুঃখীর মত পুত্রের হাত ধরে তোমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রতিহিংসায় প্রতিশোধের আশায় আজ আমি বিবেক হারা—বুদ্ধিহারা। (সহসা চঞ্চল ভাবে) ওই—ওই আমার স্বামী—ঐ তার প্রেতাত্মা একবিন্দু জলের জন্য ছটফট্ করছে। বলছে—ওগো, যেখানে যত দৈত্য আছ; উঠ—জাগ—দেবতাকে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত কর।

বৃন্দাবতী। দেবতাদের অপরাধ?

চন্দ্রাবতী। অপরাধ যে কি, তুমি তা জান না দিদি? তাদের অপরাধ বর্ণনা করলে এক যুগেও শেষ হবে না। দেব—দানবের সম্মিলিত চেষ্টায় হলো সমুদ্রমন্থন, উঠলো অমৃত, ছলে হ'লো সুরা বণ্টন —অসুরদের বঞ্চিত ক'রে নিজেরাই পান ক'রে হলো অমর, আর—

জলধির প্রবেশ

জলধি। পাঁজরগুলো আমার ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আর কি করেছে, শুনবে রাজেন্দ্রাণী? আমার বুকের ভিতর আগুন জ্বেলে দিয়েছে! দিনরাত ধু-ধু জ্বলছে, ভুলে যাও তাদের নাম—ভুলে যাও তাদের মহিমা; তারা স্বার্থপর—বিশ্বাসঘাতক—নির্দ্দয়! অস্ত্র ধরতে

পারবি তো ভয়াল ? পূর্ব্বপুরুষের রক্তে গড়া দেহখানা জাতির গৌরব রক্ষায় দান করতে পারবি তো ?

ভয়াল ও ধুরন্ধর। পারবো—পারবো।

জলধি। উত্তম চলে আয় তবে দেবতার গর্ব্ব খর্ব্ব করতে, অমরত্বের অবসান ঘটিয়ে ওদের হাত থেকে সুধা পাত্র ছিনিয়ে নিতে, আর রাজেন্দ্রাণী মনে রাখবে অসুর—অসুর, দেবতার চিরশত্রু।

[ভয়ালসহ প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। স্মরণ ক'রে দৈত্যজাতির ইতিহাস, হৃদয়ের সমস্ত আশীর্ব্বাদ টুকু ঢেলে দাও ঐ বীর পুত্রের শিরে।

[প্রস্থান।

বৃন্দাবতী। ভয়াল ! ভয়াল ! চ'খের সম্মুখ দিয়ে যেন একটা প্রবল ঝড় ব'য়ে গেল। নারায়ণ ! হায়—জানি না, কি কুক্ষণে ঐ কালসাপিনী দৈত্যপুরীতে এসেছিল !

বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। কাল ফণা বিস্তারিয়া তার
আসিয়াছে দংশন করিতে মোদের।
ধ্বংসগর্ভে হবে লীন দুরন্ত দানব,
লেখা আছে ভাগ্যপটে তাহা।
দেবতার সনে রণে মোহান্ধ অসুর
কোন কালে হয়নি বিজয়ী।
অলীক আশার আশে
হেরিয়া সে মায়া মরীচিকা
যতবার গিয়াছে ছুটিয়া ;

ততবার বেড়েছে পিয়াসা
পায় নাই একবিন্দু জল।

বৃন্দাবতী। জেনে শুনে কেন তবে—
উত্তেজিত করিল তনয়ে।
নিশ্চিত মরণ মুখে—
ডালি দিতে দানব জাতীরে
কি কারণ উৎসাহ তার ?

বজ্র। স্বামীশোকে জননী আমার
জ্ঞানহারা উন্মাদিনী আজি।
কি করিবে দেবী,
ঢালো অশ্রুজল
নিয়তির লেখা কভু উপেক্ষার নয়।
দানবের আর্ত্তনাদে ভরিবে গগন,
তবু দেবতার হবে না পতন ;
প্রাক্তনের ফল, অবশ্য ফলিবে মাতা।
সুর জয়ী হবে,
পরাজিত হইবে অসুর।

বৃন্দাবতী। বজ্র! বজ্র!

বজ্র। পিতৃশোকে জ্বলে বক্ষ
নিরন্তর মাতা, কিন্তু হায়
পরক্ষণে করিয়া স্মরণ,
অপার মহিমা তার,
দ্রবীভূত হ'য়ে যায়
যাতনা আমার।

অসীম আনন্দ-নীরে
নিভে যায় প্রতিহিংসানল।
দু'দিনের তরে আসি সংসার-মরুতে,
না করিয়া সত্যের সন্ধান
অলীক চিন্তার স্রোতে ভেসে যায় মন।
নারায়ণ! নারায়ণ!
রণক্ষেত্রে অর্দ্ধ-সুপ্ত নয়নের মাঝে—
পাই যেন দেখিতে তোমার
মোহন-মূরতি।

ভয়ালের পুনঃ প্রবেশ

ভয়াল। দাদা! শীগ্‌গির চ'লে এস, আর অপেক্ষার সময় নেই।

বৃন্দাবতী। ভয়াল—ভয়াল! এসেছিস্ তুই। আয়—আয়! ওরে যাসনি—যাসনি তোরা এ কাল সমরে। চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলের বিভিষিকা বড় বড় সৌধ চূড়া খ'সে পড়ছে, আকাশ জুড়ে চলছে শকুনি গৃধিনীর মেলা—থাক তুই আমার স্নেহের অঞ্চলতলে লুকিয়ে, অনন্ত অনন্তকাল কেউ সন্ধান পাবে না—কেউ আসবে না তোর খোঁজে।

ভয়াল। মাতা, বীর প্রসবিনী তুমি
হেন দুর্ব্বলতা সাজে না তোমার!
জাগাও উৎসাহ—
কর্ম্মেতে প্রেরণা দাও তনয়ে তোমার,
মৃত্যু হয় হোক মোর
রণক্ষেত্র মাঝে
ক্ষোভ নাহি তায়;

৫

বাজিবে দুন্দভি স্বর্গে,
বর্ষিবে কুসুমরাশি অমর নিকর।
পুত্রের গৌরবে,
বীর মাতা ভাবি আপনায়
গর্ব্বোস্ফিত হবে তব বুক—
করিবে সকলে পূজা বীরমাতা বলি।
হাসিমুখে দাওগো বিদায় মাতা
যাইতে সমরে।

ধুরন্ধর। মা! মা! তুমি কাঁদছো কেন? দাদাদের যুদ্ধে যাবার অনুমতি দাও। ভয় কি মা! আমরা যে দৈত্য বংশধর।

ভয়াল। ধুরন্ধর—ধুরন্ধর যথার্থই তুই ভাই জন্মেছিস, প্রার্থনা কর ভাই, তোর সেই বাঞ্ছিত দেবতার কাছে—অসুরের জয়মাল্য বিজয় আশীর্ব্বাদ।

ধুরন্ধর। গীত

দাও আশীষ ঢালিয়া মঙ্গলকারী।
রক্ষা কর গো হে মম দেবতা সেজে গো বিপদহারী॥
এস নবীন-নীরদ বরণ তুলে দাও শিরে চরণ।
ভক্ত কাঁদে গো দাও না মুছায়ে নয়ন বারি॥
শুনেছি পুরাণে তব নাম গানে, অবহেলে তরে প্রবল তুফানে।
ঝঞ্ঝা প্রলয়ে কাঁপে না পরাণ তুমি হে বিপদকাণ্ডারী॥

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

জলধি। (নেপথ্য হইতে) কই কোথা রে ভয়াল!
কোথা বজ্র!
আয়—ছুটে আয়, কাল বয়ে যায়।

বজ্র।　　বিদায় দাওগো মাতা,
কাল বয়ে যায়,
নাহি অবসর আর।
ওই বাজে রণবাদ্য—
ওই ওঠে সৈন্য কোলাহল,
বিলম্বেতে হবে মহা সর্ব্বনাশ।

বৃন্দাবতী।　　রে পুত্র আনন্দ দুলাল,
নন্দনের ফুল্ল পারিজাত
থাক মোর স্নেহবক্ষে সান্ত্বনা-নির্ঝর;
না—না, বিদায়ের কথা
না আনিস মুখে—
থাকিতে জীবন,
পারিবনা দানিতে বিদায়।

বজ্র।　　বীর মাতা তুমি,
বীর পুত্রে এ হেন সময়ে
নিবারণ করা না হয় উচিৎ।
স্নেহছায়া তলে লভিতে বিশ্রাম—
দৈত্যপুত্র লভেনি জনম।
আশীর্ব্বাদে তব
অবশ্য হইবে জয়।
ঘন বাজে রণডঙ্কা—
আশীর্ব্বাদ কর মাতা তনয়ে তোমার,
দাও পদধূলি—
যাবো আমি রণক্ষেত্র মাঝে!

বৃন্দাবতী। পুত্র! মায়াবী দেবতা
জানে বহু মায়া।
দম্ভোলি নিক্ষেপি সেই দেব পুরন্দর
বীর শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরে করিল সংহার।
ভীষণ—অতীব ভীষণ সেই
সহস্রলোচন—ক্ষুধার্ত্ত সিংহের
শিরে করিলে আঘাত,
প্রতিঘাত দানিবে নিশ্চয়!
তাই—তাই রে সন্তান,
কাঁদে সদা জননীর প্রাণ।

ভয়াল। চিন্তা ত্যজ মাতা,
বিখ্যাত দানবকুল এ তিন ভুবনে।
সুরজয়ী পিতা মোর—
তুমি যে সঙ্গিনী তাঁর,
রণসাজে সাজায়ে তনয়ে
হাসি মুখে পাঠাও সমরে
লভিতে বিজয়ী বীরের গৌরব!
(নেপথ্যে পুনঃ তূর্যানাদ)
ওই শুন নগর তোরণে,
যেতে রণে—বাজিছে সঘনে
বিজয়-বিষাণ।
ওই—ওই শোন দানব সেনানা
বীরনাদে ছাড়িছে হুঙ্কার!
দাও মাতা, সন্তানে বিদায়—

বৃন্দাবতী। একান্তই যাবি রণে—
তবে যাত্রাকালে শিরে ধর দোঁহে
জননীর পূত আশীর্ব্বাদ!
অমর বিজয় করে
পুনঃ ফিরে এস—
মায়ের স্নেহের অঙ্কে। (আশীর্ব্বাদ)

[প্রস্থান।

বজ্র। আর নাহি ভয়—
লভিয়াছি মায়ের আশীষ
বীর আখ্যা নিশ্চয় লভিব মোরা।

[প্রস্থান।

ভয়াল। দানবের বিজয় পতাকা
ঘোষিবে জয়ের বার্ত্তা
অমর তোরণ হ'তে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ

চন্দ্রাবতী। যাও পুত্র—ছুটে যাও বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড় অরাতির বুকে—প্রচণ্ড হুঙ্কারে কাঁপিয়ে তোল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল, বানে বানে ছেয়ে ফেল আকাশ, গর্জ্জে ওঠো জলোচ্ছ্বাসের মত, অন্ধ বিশ্বাসী দেবতাদের বুঝিয়ে দাও যে, স্বর্গ ভোগের অধিকার শুধু দেবতারই নয়—দানবেরও আছে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্বর্গদ্বার

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। উত্তাল তরঙ্গ সম প্রচণ্ড বিক্রমে
ছুটে আসে দৈত্য সেনাগণ।
হুঙ্কারে—হুঙ্কারে ছাড়ে সিংহনাদ,
দেবগণ! প্রাণ-পণে রক্ষা কর
স্বর্গের দুয়ার,
কোন মতে নাহি পারে যেন
প্রবেশিতে উদ্ধত দানব।

বৃহস্পতির প্রবেশ

বৃহস্পতি। কে কোথায় আছ অসুরারী নেচে ওঠ—নেচে ওঠ মত্ত মাতঙ্গের মত। বৃত্রাসুর জয়ী বাসব, বজ্রহস্তে দাঁড়াও এসে দানবের সম্মুখে। মহাকালের মত মৃত্যুর উৎসবে মেতে উঠে—মৃত্যুর বিভীষিকা বর্ষণ কর দানবের উপর—রচনা কর অসুরের স্বর্গ বিজয়ের সমাধি ক্ষেত্র।

জলন্ধরের প্রবেশ

জলন্ধর। আর আমিও এসেছি দেবেন্দ্র, তোমাদের অন্যায় অবিচারের প্রতিরোধ করতে, চিরদিন স্বার্থের আধার আঁকড়ে ধ'রে জগতে শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করবে তোমরা; আর এই দৈত্যজাতি নীরবে তোমাদের অত্যাচার সহ্য করবে—কেমন? তা হবে না দেবেন্দ্র, এসেছি আজ এই

চির-পবিত্র স্বর্গরাজ্যের বুক থেকে, পক্ষপাতিত্ব আর স্বার্থপরতার মূল উপড়ে ফেলে দিয়ে—নিঃস্বার্থপরতার স্বর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে—অমর সিংহাসন অধিকার করতে।

ইন্দ্র। মুছে ফেল জলন্ধর অলীক কল্পনা ছবি, মনে রেখো পাপাচারী অসুর সংহারের জন্যই নিয়তির লিপি পৃষ্ঠে এই দেবতাদেরই সৃষ্টি।

জলন্ধর। ভুল ধারণা দেবেন্দ্র! পাপাচারী অসুর? হাঃ-হাঃ-হাঃ—অসুর যদি পাপাচারী হয়, তাহ'লে সেই ভগবানের অংশ অবতারের কারণ?

ইন্দ্র। তুমি তার বিচারক নয়।

জলন্ধর। তবে কে সে বিচারক? স্বার্থের জন্য যারা একই পিতা—কশ্যপের ঔরসজাত সন্তান যুগল দেবতা-দানব—সেই মহান ভ্রাতৃত্বের ছবি মুছে ফেলে, ভাই ভাইকে হত্যা করতে হাত যাদের কাঁপে না, সেই তারা হবে বিচারক? না—না, আমি চাই সেই প্রাচীন নীতির মূল উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করতে পক্ষপাত শূন্য নূতন নীতি। আমি চাই এই দেবভূমির উপর পুণ্যময় দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখতে, আর সেই উন্মাদনার বশেই করেছি আমরা স্বর্গ অভিযান। যদি মঙ্গল চাও, অবিলম্বে স্বর্গ ত্যাগ কর; নতুবা—

ইন্দ্র। নতুবা—

জলন্ধর। নতুবা এই শান্তির রাজ্যে এমন একটা হাহাকার তুলে দেবো, যাতে জগতের সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে দাঁড়ালেও কোন প্রতিকার হবে না। তোমরা দেবতা, শুধু নামের মাহাত্ম্য প্রচার করে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলেই চলবে না—দেবতার মত অন্তর চাই—কর্ম্ম চাই—চরিত্র চাই।

ইন্দ্র। নীচ মুখে উচ্চভাব
শোভা নাহি পায়—
শোন রে দানব!
নরকে ফোটে না কভু
নন্দনের ফুল্ল পারিজাত।
শতবার করিলে বিধৌত
অঙ্গারের মলিনত্ব হয় নাক' দূর!

জলন্ধর। বৃথা বাক্য আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন
কর রণ— ফলাফল হউক নির্ণয়
অস্ত্রমুখে আজ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। দুর্ম্মতি বাসব চক্রব্যূহ রচি
আক্রমণ করিল রাজায়,
প্রাণপণে একেশ্বর
করে রণ দানব ভূপাল।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে
দর দর ধারে।
ওকি দেখি পুনঃ ওই দিকে—
দেব অস্ত্রাঘাতে,
কত শত দানব শায়িত রণাঙ্গণে
নাহিক ইয়ত্তা তার।
যাই দেখি কি করিতে পারি।

কে আছ কোথা দানব-বীর

চল—ছুটে চল—

বিপন্ন রাজায় করিতে উদ্ধার।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র ও জলন্ধরের যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ

ইন্দ্র। দানব ভূপাল,

চাহ যদি আপন মঙ্গল

দন্তে তৃণ ধরি,

মাগি পরাজয়—

এই দণ্ডে ফিরে যাও আপন রাজত্বে।

জলন্ধর। সে নীতি শেখেনি দানব,

তুচ্ছ প্রাণ ভয়ে ক'রেনাক

রণে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন ;

ক্ষমা ভিক্ষা কারে বলে

জানে না জীবনে এই দৈত্য জাতি!

যুগে যুগে পেয়েছ প্রমাণ তার।

ইন্দ্র। ভাল—ভাল, দেখা যাবে

কতক্ষণ রহ স্থির রণে।

(অস্ত্রাঘাত, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর)

জলন্ধর। অসহ্য—অসহ্য বাণের তীক্ষ্ণতা,

পারি না সহিতে আর—

ক্রমে ক্রমে হস্ত মুষ্টি হ'তেছে শিথিল,

ধীরে ধীরে নিভে আসে

নয়নের আলো।

বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার
আঁধার—আঁধার সব।
চারিদিক হ'তে
নেমে আসে ঘোর অন্ধকার
গ্রাসিতে আমায়—
এখনি নিভিয়া যাবে
জীবনের দীপ। (অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল)

ইন্দ্র। এইবার দৈত্যপতি,
ইষ্ট নাম করহ স্মরণ।

জলন্ধরের শির লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র তুলিবা মাত্র

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। তুমিও স্মরণ কর মৃত্যুপতি যমে।
(ইন্দ্রের অস্ত্রে আঘাত)
ভেবেছিলে মনে, একাকী পাইয়া
বধিবে সম্রাটে?
মন্দ ভাগ্য তব,
তাই বিধি হলো বাদী,
পুরিল না আশা।

ইন্দ্র। ভাল হলো প্রভু ভৃত্য
দোঁহাকারে একযোগে
পাঠাইব শমন ভবন।

[সুমদের সঙ্গে যুদ্ধ, ইত্যবসরে জলন্ধরের
অবসন্নভাবে প্রস্থান।

সুমদ। (অবসন্নভাবে)

ধাতা বুঝি সত্যই বিরূপ।
মৃত্যু দেখি ললাট লিখন!
দেবরণে নাহি অব্যাহতি।

(তুমুল যুদ্ধ)

ইন্দ্র। উল্লাসে নাচিছে মরণ শিয়রে তব
এখুনি পড়িবে ঢলে প্রাণহীন কায়া।

সুমদ। কোথা গুরু, কোথা ইষ্টদেব,
এস ত্বরা— রক্ষ আজি কাল রণে
দানব জীবন।

ইন্দ্র। ডাক—ডাক, যত পার
আর্ত্তকণ্ঠে, ডাক বার-বার
দানব বলিতে কেহ নাই আর।
কেহ না আসিবে হেথা
রক্ষিতে তোমায়।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

জলন্ধর। (নেপথ্যে) গুরুদেব—গুরুদেব!
বিপন্ন দানব ডাকিছে কাতরে
বাঁচাও—বাঁচাও গুরু শিষ্যের জীবন।

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

শুক্রাচার্য্য। কে—কে ডাকিল মোরে
কার সাধ্য শুক্রাচার্য্য বর্ত্তমানে
দানব জীবন করিবে বিনাশ।

দেখ—দেখ, অমর নিকর
তোমাদের অস্ত্রাঘাতে
যারা—হারায়েছে প্রাণ,
সঞ্জিবনী মন্ত্রের প্রভাবে
পুনর্ব্বার মৃত দেহে
দানিব জীবন।

[প্রস্থান।

দানবগণ। (নেপথ্যে জয় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের জয়।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ওই পুনঃ দৈত্যগণ ছাড়ে জয় নাদ ;
মৃত প্রাণে হ'লো—জীবন সঞ্চার।
কি করি উপায়—
দারুণ সঙ্কট নাহি পরিত্রাণ।
ওই পুনঃ ধেয়ে যায়
দ্রোণ গিরি পথে—
কি করিব কার কাছে যাব—
কে দিবে সন্ধান—
কোন অস্ত্রে ধ্বংস হবে
দানব নিকর।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

দ্রোণগিরি

জলন্ধরসহ শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

জলন্ধর। কই—কোথা গুরু,
মৃত সঞ্জিবনী ?
তন্ন-তন্ন করি খুঁজিলাম সমগ্র শিখর
কিন্তু তবু মৃত সঞ্জিবনী তরু
না হোল সন্ধান ;
বুঝি কোন্ মায়াজালে
মায়াবী দেবতা
ঔষধি-তরুরে হায় রেখেছে লুকায়ে।

শুক্রাচার্য্য। রাখেও যদ্যপি তবু ক্ষতি নাহি তায়—
অযুত করীর বল ধরিয়া হৃদয়ে
উপাড়িয়া এই দ্রোণগিরি,
অট্টহাস্যে শূন্যে তুলি তারে
নিয়ে চল আপন রাজত্বে।
কি করিবে অমর নিকর ?
দেখুক চাহিয়া শুধু—অসুর বিক্রম !

জলন্ধর। জয় গুরু শুক্রাচার্য্যের জয় !

[উভয়ের প্রস্থান।

জলধির প্রবেশ

জলধি। যাও—যাও পুত্র,
ছুটে যাও ধূমকেতু সম,
দেবতার সৌভাগ্য আকাশ
করে দাও চূর্ণ ও বিচূর্ণ।
দেব-মায়া করি দূর
দ্রোণ গিরি কর অধিকার।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র সহ বৃহস্পতির প্রবেশ

বৃহস্পতি। আর ভূমিও বাসব!
সম্মিলিত দেব শক্তি লয়ে
দ্রোণ গিরি রক্ষা তরে
ছুটে যাও ইরম্মদ বেগে;
শতবজ্র একসাথে করিয়া প্রহার—
দানবের নাম চিরতরে মুছে দাও
বিশ্ব বক্ষ হ'তে।
ওই—ওই শোন কাঁদে স্বর্গ মাতা,
মা—মা, দুঃখিনী জননী!
কেঁদে নাহি হবে কোন ফল—
শক্তি হীন আজি অমর মণ্ডলী।
পারিস যদ্যপি মাতা,
নিজ শক্তি বলে
রক্ষা কর আপন সম্ভ্রম। [প্রস্থান।

ইন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করে যাও গুরু,
পারি যেন রক্ষিবারে মায়ের সম্ভ্রম।

স্বর্গলক্ষ্মী। (নেপথ্যে) ওরে কে কোথা আছিস সন্তান
ছুটে আয়—রক্ষা কর মায়েরে তোদের।

ইন্দ্র। ওই কাঁদে স্বর্গ লক্ষ্মী!
ভেসে আসে পবন হিল্লোলে
ক্রন্দনের রোল।
নাহি ভয় জননী তোমার,
তব পবিত্রতা রক্ষা তরে
ততক্ষণ করিব সংগ্রাম—
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।

(গমনোদ্যত—সহসা দ্রোণ গিরির আর্ত্তনাদ
শুনিয়া দাঁড়াইল)

দ্রোণ। (নেপথ্যে) রক্ষা কর—রক্ষা কর দেবগণ!
রক্ষা কর মোরে,
জীবন সঙ্কট বিপদ হইতে।

ইন্দ্র। ওই—ওই পুনঃ দ্রোণ গিরি
আর্ত্তকণ্ঠে করিছে চিৎকার
একদিকে স্বর্গলক্ষ্মী—
অন্য দিকে দ্রোণগিরি,
কারে রাখি কোন দিকে যাই—
কেমনেতে রক্ষা করি
উভয়ের বিপন্ন জীবন!

না—না, কালব্যাজে নাহি প্রয়োজন
শেষ চেষ্টা করি একবার। (গমনোদ্যত)

জলন্ধরের প্রবেশ

জলন্ধর। (বাধাদান) বৃথা চেষ্টা দেবেন্দ্র বাসব !
যেই মহাশক্তিশালী
গিরির সাহায্যে,
দানব বাহিনী মাঝে
ক্ষণ আগে করেছিলে
মৃত্যু বরিষণ—
এবে সেই শক্তিমান
দ্রোণ গিরি আয়ত্বে মোদের।
যাও—অবিলম্বে ত্যাগ কর,
স্বর্গভূমি—অমর আসন।
দীন ভিখারীর মত নগ্নপদে
পথে পথে করগে ভ্রমণ।
অনুভব কর নিজে—
পরমুখাপেক্ষী মানবের
নিদারুণ ব্যথা।

ইন্দ্র। বিনাশ্রমে লভিবে অমৃত,
অলীক কামনা। দেবের দেবত্ব,
অমরার বিলাস বৈভব
স্বর্গরাজ্যে দেবের প্রভুত্ব
চিরকাল রহিবে দেবের।

জলধির প্রবেশ

জলধি। সেই আশার আলোক শিখা,
এখুনি নিভিয়া যাবে
দানব ফুৎকারে।
পুত্র—পুত্র, বিলম্ব কি হেতু,
বন্দি কর দর্পীত বাসবে।

ইন্দ্র। আগে দেব রণে হও জয়ী,
তার পর 'বন্দি কথা
উচ্চারিও মুখে।
দাম্ভিক দানব, কর রণ—কর রণ।

জলন্ধর। রণ দিতে সতত প্রস্তুত মোরা,
সদা সচেতন।

(জলন্ধর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ, কিছুক্ষণ পর ইন্দ্রের
হাত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল)

ইন্দ্র। ভগ্ন অস্ত্র—শূন্য তূণ—
ছিন্ন ধনু রজ্জু,
বুঝিলাম, বিধাতা বিমুখ আজি
দেবতার প্রতি।

জলন্ধর। ইন্দ্র ! কোথা গেল এবে
অভিজাত্য গর্ব্ব,
কোথা গেল—বীরত্ব গরিমা !
এবে বন্দি তুমি মোর।

ইন্দ্র। অস্ত্র হীন জনে বন্দী করা
নহেক বীরের নীতি।
সত্য যদি হও বীর,
দেহ মোরে অস্ত্র একখান।

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। ভুলে কি গিয়াছো বাসব অস্ত্রহীনে
অস্ত্রাঘাত নীতি—
একখানি অস্ত্র—দাও নাই তুমি,
অস্ত্রহীন অসহায় পেয়ে মোরে,
আঘাতে—আঘাতে
করেছিলে জর্জ্জরিত!
কোথা ছিল সেই দিন
এই নীতি জ্ঞান।

জলন্ধর। কথা নয়—কথা নয়, বন্দী কর ত্বরা।
(সুমদ ইন্দ্রকে বন্দি করিল)
দেখিলে অমর মরের প্রতাপ,
দানবে বঞ্চিয়া,
ছলনায় সুধা করি পান,
ভেবেছিলে মনে
চিরস্থায়ী রবে তব অমর আসন!
কোথা সে গর্ব্বিত বচন, যাও—
অমরার সুখ স্বপ্ন এবে
দেখ গিয়া দানব কারায়।

[প্রস্থান।

সুমদ। চিন্তায় নাহিক ফল
এস দেবরাজ,
আতিথ্য করিতে গ্রহণ।

[ইন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান।

জলধি। হাঃ—হাঃ—হাঃ, শঙ্খ—শঙ্খ! পুনর্জীবন লাভ কর পুত্র। চেয়ে দেখ, বাহু বলে কেড়ে নিয়েছে দানব স্বর্গ সিংহাসন, লুপ্ত করেছে স্বর্গরাজ্যে অমরের আধিপত্য। এইবার দেখবো তোমায় কুচক্রী নারায়ণ, তুমিই করছো তুলসীর সতীত্ব হরণ—শঙ্খের নিধন। এইবার নেব প্রতিশোধ—চরম প্রতিশোধ—সুরু হবে দানবের বৈকুণ্ঠ অভিযান, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আশ্রম

রঘুনাথ ও বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী। তুমি ওদের ছেড়ে দিয়ে ভাল করলে না বাবা। ঐ দুর্বৃত্ত কালকেতু করেছে আমায় ঘর ছাড়া, সমাজ ছাড়া—আমার বাবাকেও—

রঘুনাথ। আর বলতে হবে না মা, আমি সব বুঝতে পেরেছি। পারতুম ওদের উপযুক্ত দণ্ড দিতে, পারতুম কু-প্রবৃত্তির অবসান ক'রে দিতে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয় মা প্রতিহিংসার বশে অপরাধীর জীবন নেওয়া। শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও—অপরাধীকে ক্ষমা করাই যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

বনদেবী। যদি আবার সেই পাপিষ্ঠ এখানে আসে।

রঘুনাথ। শুধু একটা কালকেতুকেই কেন, সহস্র কালকেতুর সাধ্য হবে না যে আমার এই অভয় আশ্রম থেকে তোমায় নিয়ে যায়।

বনদেবী। বাবা! তোমায় দেখলে আমার যেন একটা পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে। মনে হয়, ছেলে বেলায় যেন তোমায় দেখেছি আমাদের বাড়ীতে।

রঘুনাথ। তুই ঠিক বলেছিস মা। চন্দ্রচূড়—ভাই আমার উঃ। স্নেহের স্বভাব সব সময়ই নীচের দিকেই নেমে আসে, ভক্তির উপরে উঠবার শক্তি না থাকলেও স্নেহ তার রীতি পরিবর্ত্তন করে না।

বনদেবী। চুপ করলে যে? কি ভাবছো? আচ্ছা বাবা তুমি আমায় গোটা কতক ধর্ম্ম কথা শোনাবে, আমার শুনতে বড্ড ভাল লাগে।

রঘুনাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাসালি মা, আমি শোনাব তোকে ধর্ম্ম-কথা; দস্যুবৃত্তি যার পেশা সে শোনাবে তোকে ধর্ম্মকথা? ওরে আমি যে দস্যু।

বনদেবী। তুমি যদি দস্যু তাহ'লে দেবতা কে? দয়ার সাগর করুনার অবতার তুমি। বিশ্বাস ছিল, দস্যুরা কঠোর-নির্ম্মম-পাষাণ; তারা ধর্ম্মনীতির ধার ধারে না। কিন্তু সে বিশ্বাস আমার দূর হ'য়ে গেছে। দস্যুর উদারতা আর মহত্বের মাঝেও হয় দেবতার অধিষ্ঠান!

রঘুনাথ। ভুল বুঝেছিস মা, ভুল বুঝেছিস। প্রাণে আমার দয়া-মায়ার লেশ মাত্রও নেই, ধর্ম্মনীতি নেই—কোন কিছুরই বালাই নেই। কত ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছি, হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ করেছি, হাসতে হাসতে লাঠি চালিয়ে—জ্যান্ত মানুষের মাথার খুলিগুলো উড়িয়ে দিয়েছি, কোনদিনের জন্য এ প্রাণ এমনি ধারা কেঁদে ওঠেনি, চোখে এক ফোঁটা জল আসেনি। কিন্তু কি জানি কেন তুই আসা থেকে প্রাণটা আমার এমনি মুসরে পড়লো, কেন এ রকমটা হ'লো বলতে পারিস মা?

বনদেবী। ওসব তোমার মিথ্যা কথা বাবা। দস্যুবৃত্তি অনেকেই করে, কিন্তু তোমার দস্যুতার ধারাটাতো অন্য রকমের। এতদিন তো দস্যুতা করছো, কই নিজের বলতে কিছু রেখেছ কি? একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর—বর্ষার জলটুকুও আটকায় না; একখানা কাপড় তাও ছেঁড়া, দস্যুতা করে ধনীর ধন লুণ্ঠন করে এনে কত শত অনাথা

অসহায়ের জীবন রক্ষা করছো নিজের বলতে একটী কানাকড়িও রাখনি।

রঘুনাথ। রেখে লাভ কি মা? আমার মা-বোন একমুঠো ভাতের জন্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরবে—চোখের জলে পৃথিবীটা ভাসিয়ে দেবে—আর আমি আমার এই নরদেহটা টাকার স্তূপে লুকিয়ে রেখে ধনীর পরিচয় নিয়ে বসে থাকবো? গরীবের কান্নায় প্রাণ যাদের কাঁদে না, যারা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে না দরিদ্র নারায়ণের সেবায়, তারা মানুষ নয় মা—মানুষ নয়, মানুষের চামড়ায় গড়া পশু!

বনদেবী। কিন্তু তোমার অভাব।

রঘুনাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ পাগলি কোথাকার—কিসের অভাব? বনের ফল, ঝরণার জল, তবু খাবার অভাব? শয্যার অভাব? শস্য শ্যামলা বসুন্ধরার সবুজ বিছানা পাতা গাছের ছাল লজ্জা নিবারণ করতে আছে, অভাব যদি থাকে, আছে মনের। মনটা খাঁটি রাখলে অভাবের কোন ছোঁয়া লাগবে না। একমুঠোয় যদি দিন কেটে যায় কাজ কি সেই রাজভোগে? মাটীতে শুয়ে যদি ঘুমোয় কোন ব্যাঘাত না ঘটে কাজ কি আমার সেই দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায়?

বনদেবী। ঐ তো বাবা, তোমার মুখে বেশ ধর্ম্ম কথা বেরুচ্ছে, আবার বলছ কিনা ধর্ম্মের ধার ধারিনে। জীবনটাই যার ধর্ম্মে গড়া—তার কাছে ধর্ম্মতন্ত্রের অভাব কোথায় বাবা?

রঘুনাথ। ওরে বোকা মেয়ে ও গুলো ধর্ম্মের কথা নয়—ও গুলো মর্ম্মের কথা। যতই পুঁথি ওল্টাও, পুরাণ খোল না কেন, তাতে ধর্ম্ম পালন করা হয় না; আসল—ধর্ম্ম হ'চ্ছে জীবে দয়া।

বনদেবী। বাবা! বাবা! তুমি আবার বল, আমি প্রাণ ভরে শুনি—তোমার ধর্ম্ম জীবনের ইতিহাস।

শম্ভুনাথের প্রবেশ

শম্ভুনাথ। সর্দ্দার! সর্দ্দার আজ সারা বনটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম, একটাও শিকার মিললো না। এতদিন আমরা না চাইতেই কত অর্থ পেয়েছি, কিন্তু এই মেয়েটা আসা পর্য্যন্ত—

রঘুনাথ। চুপ, ফের ঐ কথা উচ্চারণ করলে আমি তোর জিবটাই উপড়ে নেব। মা আমার আঁচল ভরা আশীর্ব্বাদ নিয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, দেখতে পাচ্ছিস্ না? ঐ যা; কথায় কথায় বেলা হ'য়ে গেল! এখন কি করি, এখুনি যে আমার ভাইয়েরা এসে হাত পেতে দাঁড়াবে—কি দেবো তাদের হাতে? একটা কানা কড়ি বলতেও যে নেই।

শম্ভুনাথ। তাইতো সর্দ্দার, আজ বড় ভাবিয়ে তুললে।

রঘুনাথ। দেখ শম্ভু, যেমন ক'রে হোক ঐ ভাবনা বেটীকে বধ করতে পারিস?

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

বালকগণ। গীত

ভিক্ষা দাও ওগো ভিক্ষা দাতা।
বড় আশা করে এসেছি দুয়ারে,
শুনিয়া তোমার করুণা কথা॥
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে খেতে দাও খেতে দাও,
দীনের পুরাতে আশা কোলে তুলে নাও,
অম্বর ভেদিয়া উঠুক বাজিয়া, তোমার মহিমা গাথা॥

রঘুনাথ। তোমারা আমার ছোট ভাই, এসেছো আজ বড় ভায়ের কাছে—ক্ষুধার অন্ন চাইতে, কিন্তু ভাই যে আজ তোমাদের নিঃস্ব কপর্দ্দক হীন।

বালকগণ। আমরা আজ তিন দিন উপবাসী।

রঘুনাথ। উঃ কি করি, খানিকটা বুকের রক্ত নিংড়ে দিলে যদি তোমাদের ক্ষুধার উপশম হয় আমি দিচ্ছি, তোরা পান কর। শম্ভু—শম্ভু! আমায় অস্ত্র দাও, একখানা অস্ত্র, আমি আত্মহত্যা করবো। না—না আগুণ জ্বালো, আমি মরবো পুড়ে মরবো।

বনদেবী। (স্বর্ণালঙ্কার খুলিতেছিল)

রঘুনাথ। ওকি মা, ও তুই কি করছিস?

বনদেবী। বাপের মুখ উজ্জ্বল করছি। ধর ভাই তোমাদের গরীব বোনের—এই যৎ সামান্য দান, এতেই চালিয়ে নাও এর বেশী আর কিছুই দিতে পারবে না। (অলঙ্কার প্রদান)

বালকগণ। (অলঙ্কার গ্রহণান্তে) জয় জয়কার হোক—মা তোমার জয় জয়কার হোক।

[প্রস্থান।

রঘুনাথ। সাবাস— সাবাস বেটী! অবাক হয়ে দেখছো কি শম্ভু? ওযে আমার মা! মা নইলে ছেলের ব্যথা অন্যের বোঝবার ক্ষমতা কোথায়?

বনদেবী। চুপ কর বাবা! ঐ সোনার গহনা গুলো এতদিন আমার গায়ে সাপের খোলসের মত জড়িয়েছিল, আজ খুলে দিয়ে বাঁচলুম। পতিহারার আবার গহনা কেন বাবা? নারীর সৌন্দর্য্য তো আর ঐ গহনায় ফুটে ওঠে না।

ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বিষ্ণুর প্রবেশ

বিষ্ণু। কই সর্দ্দার, অর্থ কই।

রঘুনাথ। আসুন—আসুন।

বিষ্ণু। আমার খাতকের ঋণের অর্থের ভার নিয়েছিলে দাও শীঘ্র অর্থ দাও।

রঘুনাথ। ও মনে পড়েছে, সেদিন তার দেনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলাম। কিন্তু আজ যে আমার হাতে কিছুই নাই ব্রাহ্মণ !

বিষ্ণু। শুনবো না—কোন কথা শুনবো না, আজই অর্থ আমার চাই ! সুদে আসলে পাঁচশো। যদি না দিতে পারবে, তবে দায়ী হয়েছিলে কেন বাপু ?

রঘুনাথ। হয়েছিলুম সেই গরীব বেচারার সজল চোখের কাতর মিনতিতে। বাস্তু ভিটে টুকু হারিয়ে ছেলে পরিবার নিয়ে গাছের তলায় দাঁড়াবে, তাদের দুরবস্থার কথা ভেবে শিউরে উঠলাম, থাকতে পারলুম না, ভার নিয়েছিলুম প্রাণের দায়ে।

বিষ্ণু। বেশ করেছিলে তখন দাতাগিরি ফলিয়েছিলে, এখন আমার উপায় কর—পাওনা টাকা কটা চুকিয়ে দিয়ে।

রঘুনাথ। দেনার দায়ে যদি আজ প্রাণ চান, দিতে আপত্তি করবো না কিন্তু একটী কাণা কড়িও আজ আমার হাতে নেই।

বিষ্ণু। প্রাণ তোমায় দিতে হবে না—অতটা নিষ্ঠুর আমি নই। আচ্ছা, অর্থের বিনিময়ে যা চাইবো দিতে পার্‌বে ?

রঘুনাথ। নিশ্চয়ই পার্‌বো।

বিষ্ণু। সত্য ?

রঘুনাথ। সত্য—সত্য—সত্য।

বিষ্ণু। তবে তোমার হৃদপিণ্ড স্বহস্তে উপড়ে দাও।

বনদেবী ও শম্ভু। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—(পদতলে পতন)

রঘুনাথ। অধৈর্য্য হয়ো না শম্ভু ! অধীর হোসনে মা ! আজ আমার মহাপরীক্ষার দিন। এই ব্রাহ্মণই একদিন বুকের হাড় উপড়ে দিয়েছিল, আর আমি আমার হৃদপিণ্ড উপড়ে দিতে পারবো না ? অস্ত্র দাও শম্ভু ! শুভমুহূর্ত্ত চলে গেলে আর আসবে না—অস্ত্র দাও।

শম্ভু। সর্দ্দার!

বনদেবী। বাবা!

রঘুনাথ। ঋণ পরিশোধ! সত্যের ধ্বজা লক্ষ্য ক'রে উজ্জ্বলময় আলোক পথে চলেছি আমি। আজ আমার বড় আনন্দের দিন, অস্ত্র দাও ত্যাগ কর মা!!, মুছে ফেল চোখের জল। সময় চলে যায়, অস্ত্র দাও।

(শম্ভু ধীরে ধীরে একখানি শাণিত ছুরিকা রঘুনাথের হস্তে দিতে গেল পারিল না হাত কাঁপিতে লাগিল তখন ব্রাহ্মণ শম্ভুর হস্ত হইতে ছুরি লইয়া রঘুনাথের হাতে দিবা মাত্র সে আপন বক্ষে ছুরি বসাইয়া দিল)

রঘুনাথ। ঋণ শোধ—ঋণ শোধ আজ আমার ঋণ পরিশোধ। (মৃত্যু)

বনদেবী। বাবা—বাবা—(মূর্চ্ছা)

শম্ভু। সর্দ্দার—সর্দ্দার—(মূর্চ্ছা)

বিষ্ণু। অদ্ভুত! অদ্ভুত তোমার পরার্থে আত্মদান, অদ্ভুত তোমার সত্য পালন, হে উদার হে গরীয়ান হে মহামানব! ঐ শোন তোমার আত্মত্যাগের বিজয় বীণা সপ্ত সুরে বেজে উঠেছে। স্বর্গ হতে দেব-দেবীগণ পুষ্প বরিষণে মঙ্গল কামনা করছে! পূর্ণ আজ তোমার সাধনা —সার্থক তোমার জীবন! পরীক্ষায় তুমি উত্তির্ণ হ'লেও মুক্তি তোমার আজ নয়—এখনো তোমায় জগতের অনেক কিছু কাজ সম্পন্ন করতে হবে—অসমাপ্ত কার্য্য পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার মুক্তি নাই। ওঠ প্রিয় ভক্ত রঘুনাথ মহত্বের জন্য আমি তোমায় দিব্যদৃষ্টি দিচ্ছি, চেয়ে দেখ আমি কে?

[রঘুনাথকে স্পর্শ করতঃ অন্তর্দ্ধান।

রঘুনাথ। (জ্ঞানলাভ করতঃ)
একি! কোথা আমি!
এ তো নহে বন—এযে গোলক ভুবন—
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম ধারী
সজল জলদ তনু বিশ্ববিমোহন;
গোলক বিহারী অবতীর্ণ আজি।
সার্থক জনম মোর সার্থক জীবন!
ওরে কে আছিস কোথা,
আয় ছুটে আয়—
দেখে যারে সবে,
গোলক এসেছে নেমে মাটীর ধরায়।

বনদেবী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) বাবা—বাবা!

শম্ভু। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) সর্দ্দার—সর্দ্দার! তুমি বেঁচে আছ?

রঘুনাথ। উঠেছিস্ উঠেছিস্ তোরা!
ওরে ব্রাহ্মণের বেশে
এসেছিল দরিদ্রের সখা
দীনের বান্ধব নিজে নারায়ণ!
ছলে দিয়ে দেখা লুকায়েছে পুনঃ
আবার আসিবে মোর
ভক্ত প্রাণধন!
চল মাগো চল, চল শম্ভু,
সাজাইগে চল সবে মিলে
তুলসীর মঞ্চ ফুল্ল কুসুমের দলে।

[রঘুনাথ ও পশ্চাতে শম্ভুর প্রস্থান।

বনদেবী। ধন্য বাবা, ধন্য তোমার সাধনা। যারা সত্যিকারের পরস্তাপহারী খুনে ডাকাত—সমাজ কলঙ্ক, তারাই বলে তোমার মত সমাজ সেবক, উদার মানবকে খুনে ডাকাত—সমাজ কলঙ্ক। সত্যি-কারের খুনে তারা—যারা তিল তিল করে ধোঁকা দিয়ে গরীবের বুকের রক্ত শোষন করছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারাগার

বন্দী অবস্থায় ইন্দ্র ও বৃহস্পতি

ইন্দ্র। উঃ—কি অন্ধকার! চতুর্দ্দিকে শুধু নৈরাশ্যের ছবি। জানিনা আরো কত দিন এই ভাবে দুরদৃষ্টের অর্চ্চনায় দিন যাপন করবো। কতদিনে এই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় কারাগৃহ হতে মুক্তি পাবো। দানবের অত্যাচারে কতদিনে বসবে বোধন—আসবে মুক্তির লগ্ন।

বৃহস্পতি। কালের কুটিল গতি জানিও বাসব!
অনন্ত দুঃখের শেষে
সুখের উন্মেষ প্রকৃতির চিরন্তন নীতি।
মনে পড়ে কি বাসব
নির্য্যাতীত প্রহ্লাদের কথা?

ইন্দ্র। পড়ে গুরু, হিরণ্যকশিপু যবে
ভক্ত পুত্রে তার দিল নানা সাজা,

ফেলে দিল হস্তী পদতলে।
বালকের সেই কাতর ক্রন্দনে
অবতীর্ণ হ'লো নারায়ণ—
নরসিংহরূপে।
তীক্ষ্ণ দন্তে হিরণ্যকশিপুর
বক্ষ করি ভেদ—
ভক্ত বাঞ্ছা করিল পূরণ।

বৃহস্পতি। এও যেন সেইরূপ।
পূর্ণ হ,লে কাল—
দৈবের দুর্গতি হইবে মোচন।
অমার আঁধার
ধরণীরে করে গ্রাস
কিন্তু স্থিতিকাল কতটুকু তার।
চন্দ্রের উদয় সাথে
দূরে যায় অমার আঁধার
হয় ধরা পুলকে মগন।
দুঃখ নিশি শেষে আবার হাসিবে,
সুখের প্রভাত।

বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। সেই প্রভাতের বন্দনায় আমি এসেছি দেব গুরু—আপনাদের বন্ধন মুক্ত করে দিতে।

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। কার আদেশে?

বজ্র। বিবেকের আদেশে। জগতে প্রত্যেক মানুষের যা করণীয় পালনীয়, আমি তাই পালন করতে এসেছি দানব সেনাপতি।

সুমদ। কিন্তু আমার কথা—

বজ্র। তার আগে আমি শুনতে চাই, দেবতারা কি অপরাধে অপরাধী?

সুমদ। প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম।

বজ্র। ওঃ, পদমর্য্যাদার অহঙ্কারে প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি পার না? নুনের দামে বিবেকেও হারিয়েছ সুমদ, দেবতার চোখের জলে অন্ধকার কারাগারটা ভেসে যাচ্ছে, সহস্র অভিশাপ আমাদের মাথায় এসে পড়ছে, আর তুমি এসেছো আমায় বাধা দিয়ে, প্রভু ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে? যাও।

সুমদ। অতটা উচ্চ নীতি নিয়ে আদেশ বাহকের দল জন্মগ্রহণ করেনি কুমার! প্রভুর আদেশ ভৃত্যের নিকট বিচার বহির্ভূত। অন্যায় —অসঙ্গত—নীতি বিরুদ্ধে হলেও ভৃত্যকে তা পালন করতে হবে অবিচলিত চিত্তে। কিন্তু কর্ত্তব্য পালন ভৃত্য জীবনে করনীয় কার্য্য; সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হবো আমি আপনাকে বন্দী করতে।

বজ্র। সাবধান। স্মরণ থাকে যেন, আমিও তোমার প্রভু! চলে যাও এই মুহূর্ত্তে—নতুবা—

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ

চন্দ্রাবতী। নতুবা কি করবি বজ্র? সেনাপতির প্রাণ বিনাশ করবি না জীবন্ত দগ্ধ করবি? কুলাঙ্গার! এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি? দেবতারা যে তোর কি সর্ব্বনাশ করেছে, তাও ভুলে গেলি? যদি আগে জানতুম সিংহের ঔরসে সিংহিনীর গর্ভে শৃগাল জন্মগ্রহণ করবে, তা হ'লে

সেই মুহূর্তেই ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হত্যা করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করতুম।

বজ্র। মা! মা!

চন্দ্রাবতী। চুপ্—চুপ্, কে তোর মা—রাক্ষসী—দানবী—পিশাচী আমি। প্রতিহিংসার পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিশ্ব ধ্বংস করতে ছুটে এসেছি। স'রে যা—স'রে যা কুলাঙ্গার। সরে যা আমার সামনে থেকে। কি গেলি না? কি দেখছিস্ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা, ওরে এই জন্যই কি তোকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি। ওরে অবোধ সন্তান বেশ ভাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

জলধির প্রবেশ

জলধি। চেয়ে দেখ ভাই, বেশ ভাল করে একবার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখ! রুক্ষ কেশ, দীন বেশ। শুষ্ক মুখ; চোখে অবিশ্রান্ত বর্ষার ধারা। মায়ের আমার এ বেশ কে করেছে জানিস? এই দেবতারা; তোর পিতাকে বধ করেছে, একটা সতীর সতীত্ব হরণ করেছে। এদের ইতিহাস অপূর্ব্ব; শুনলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে সাবধান ভাই ওই দেবতাদের মুক্ত করে দিস্‌নে।

ভয়ালের প্রবেশ

ভয়াল। মুক্ত করে দাও দাদা দেবরাজকে।

বৃন্দাবতীর প্রবেশ

বৃন্দাবতী। মুক্ত করে দাও পুত্র দেবগুরুকে।

জলন্ধরের প্রবেশ

জলন্ধর। না—না আমার আদেশ দেবতারা চিরদিনই বন্দী থাকবে লৌহ কারার অভ্যন্তরে।

ভয়াল। পিতা—পিতা। দেবতাদের মুক্তি দাও।

জলন্ধর। পুত্র সে বিচার আমার—তোমার নয়। তুমি পুত্র, পিতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তোমার নীতি বিরুদ্ধ। আজ যদি দেবতাদের মুক্ত করে দিই, তা হ'লে পূর্ব্ব পুরুষের রোষ কষায়িত নেত্র বহ্নিতে জলন্ধর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কেউ তার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনবে না।

বৃহস্পতি। চমৎকার এই কারাগার! একদিকে আবেদনের সহস্র স্বর, অন্যদিকে উপেক্ষার বিদ্রূপ, একদিকে ভাগীরথীর পূত ধারা, অন্যদিকে দুর্গন্ধময় জলাশয়।

জলধি। জলন্ধর! প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এইবার দেখা যাবে নারায়ণ, কোন মূর্ত্তিতে আবার অবতীর্ণ হও! [প্রস্থান।

বজ্র। জ্যেষ্ঠতাত! মুক্তি দিন দেবতাদের।

জলন্ধর। দেব—দেব, মহামুক্তি দেব দেবতাদের হা-হাঃ-হাঃ—দেবেন্দ্র!

ইন্দ্র। সম্রাট্!

জলন্ধর। তুমি আমার বন্দী, একথা স্মরণ আছে?

ইন্দ্র। আছে।

জলন্ধর। উত্তম! বল কি চাও?

ইন্দ্র। সম্রাট!

জলন্ধর। আশ্চর্য্য হচ্ছো সুরপতি। বল—বল সত্বর বল কি চাও—মুক্তি?

ইন্দ্র। মুক্তি চাই না, করুণা চাই না, ভালবাসা চাই না; চাই বীরের মত সখ্যতা-প্রীতি আলিঙ্গন, সেই সমরক্ষেত্রে পরস্পরের তরবারির মুখে বারত্বপূর্ণ সম্ভাষণ।

জলন্ধর। ওঃ, এখনো অহঙ্কার! ভয়াল! বজ্র! সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে নির্মম ভাবে হত্যা কর এই দর্পিত দেবতাকে।

ভয়াল। পিতা!

বজ্র। জ্যেষ্ঠতাত!

জলন্ধর। ওঃ বুঝেছি, আদেশ উপেক্ষা করতে চাও? দূর হও কাপুরুষদ্বয়! সুমদ! (ইঙ্গিত)

বজ্র। জ্যেষ্ঠতাত!

ভয়াল। পিতা!

বৃন্দাবতী। সঙ্কোচ কেন পুত্র, ত্যাগের চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর কিছু নেই। জীবন দিয়েও দেবতাদের প্রাণ রক্ষা কর। তোমাদের ত্যাগে মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা হোক বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বুকে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। বজ্র—বজ্র! কুপুত্র আয় আগে তোকেই হত্যা করে চলার পথ নিষ্কণ্টক করি! (ছুরিকা লইয়া বজ্রকে মারিতে উদ্যত—কি ভাবিয়া) না, আজ থাক, তোদের দুজনকেই এক সঙ্গে হত্যা করবো।

[প্রস্থান।

জলন্ধর। আত্ম বিচ্ছেদের প্রলয় ধূমে ছেয়ে ফেলুক দৈত্যপুরী, অস্ত্রে অস্ত্রে পরস্পরের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে দৈত্য শোণিতে বিশ্ব রঞ্জিত হোক! পুত্র হলেও দৈত্যকুলের কাল ধূমকেতু তোরা—আজ আমি তোদের ক্ষমা করবো না। আয়—আয় রাজদ্রোহী কুলাঙ্গার! আজ তোদের দুজনকেই হত্যা করবো। (বজ্র ও ভয়ালকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

ইন্দ্র। সাবধান! [শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া জলন্ধরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিল) আমরা বন্দী হলেও—মৃত নই—আমাদেরও প্রাণ আছে। অনুষ্ঠিত হ'তে দেবো না, আমাদের সম্মুখে অত্যাচার—অকালে বৃন্তচ্যুত

হতে দেব না—এই সদ্যফোটা সোনার কমল দুটীকে। এই আমি বুক পেতে দিলুম, দিন দৈত্যরাজ বসিয়ে দিন ওই অস্ত্র আমার বুকে।

বৃহস্পতি। আমিও বলছি সম্রাট বধ করুন আমাদের।

(বৃহস্পতি ও ইন্দ্র নতজানু হইয়া বসিল)

জলন্ধর। বাঃ—বাঃ চমৎকার! চমৎকার! ওরে কে কোথায় আছিস দানব ছুটে আয়, দেখবি আয়—দানব পদতলে বসে ভিক্ষা চাইছে—দেবগুরু বৃহস্পতি আর আভিজাত্যগর্ব্বী বাসব, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রাজমুকুট হস্তে ধুরন্ধরের প্রবেশ

ধুরন্ধর। আরও চমৎকার হোক পিতা তোমার এই রাজমুকুট বাসবের শিরে স্থান পেয়ে প্রভাত সূর্য্যের মত। মুক্ত করে দাও দেবতাদের, বুঝিয়ে দাও জগতকে, অপরাধীকে ক্ষমা করতে শুধু দেবতাই নয়, দানবও জানে।

[প্রস্থান।

জলন্ধর। তবে তাই হোক পুত্র, তাই হোক। সহস্র নির্ম্মমতার মাঝখানেই ফুটে উঠুক আজ কোমলতার ধ্রুবতারা! সৌভ্রাত্রের সুমোহন বাঁশীর সুরে—অন্ধকারময় এই কারাগার পরিণত হোক অমরের নন্দন কাননে, (ইন্দ্রের মস্তকে মুকুট পরাইয়া) আর ধর এই তরবারি, অসুর বিনাশের উন্মাদনায় জ্বলে ওঠ, দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে—শত বজ্রের শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড় দানবের ভাগ্যাকাশে। মুক্ত—মুক্ত তোমরা দেবগণ।

জলধির প্রবেশ

জলধি। জলন্ধর!

জলন্ধর। পিতা—আমি অক্ষম পরাজিত। পারবো না আমি ভাই হয়ে ভ্রাতৃ হত্যার খড়্গ তুলে ধরতে।

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

শুক্রাচার্য্য। ভাই হলেও পক্ষপাতের অন্যায় বিচারে আজ তারা বহু ব্যবধানের পথে। এক পুত্র পায় জগতের পূজা— যজ্ঞ ভাগ—শ্রেষ্ঠাসন —আর এক পুত্র পড়ে আছে আবর্জ্জনার মত জগতের অতি নিম্নস্তরে। কেন? কিসের জন্য! এর জন্য দায়ী কে--

জলন্ধর। কর্ম্মফল।

শুক্রাচার্য্য। বলতে চাও তুমি, দানবজাতি চিরদিন কর্ম্মফলের জন্যই বহন করবে হীনতার গ্লানি! যাক্, বৃথা তর্ক প্রয়োজন মনে করি না। জান দানবেন্দ্র, আমি তোমার কে?

জলন্ধর। গুরু।

শুক্রাচার্য্য। তোমার কর্ত্তব্য?

জলন্ধর। গুরুর আদেশ পালন করা।

শুক্রাচার্য্য। ন্যায় অন্যায়—

জলন্ধর। বিচার সাপেক্ষ।

শুক্রাচার্য্য। গুরুর আদেশ পালন বিচার সাপেক্ষ? তুমি বোধ হয় জান না রাজা যে, আমার আদেশের অন্তরালেই রয়েছে দানব জাতির চির উন্নতি। এই দানব জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবো আমি জগতের শ্রেষ্ঠাসনে। শাস্ত্রগর্ব্বি অবিচারী বৃহস্পতির পক্ষপাত পূর্ণ শাস্ত্রখানা কুটী কুটী করে, আগুনে পুড়িয়ে দেব আর—তোমাকে বসাবো ওই স্বর্গাসনে।

জলন্ধর। তুচ্ছ সিংহাসনের লালসায় ভ্রাতৃবিরোধের আগুন জ্বেলে লোকক্ষয় করে জ্ঞাতিমেধ মহাযজ্ঞে ইন্ধন দেব না গুরু।

[প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। গুরুদ্রোহী কুলাঙ্গার!

জলধি। অবাধ্য পুত্র। (গমনোদ্যত)

ইন্দ্র। (জলধির প্রতি) দাঁড়াও ধর এই রাজমুকুট আর এই তরবারি। অযাচিত ভাবে দানব অনুগ্রহের দান গ্রহণের প্রত্যাশী দেবতারা নয়। মনে রেখো দেবতা—দেবতা।

[মুকুট ও তরবারি প্রত্যার্পণ করিয়া

[বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

জলধি। আর আমরাও দেখাব তোমাদের দানব—দানব। দম্ভের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে বাধ্য করবো তোমাদের এই দানব পদ লেহন করতে।

[প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। না—না, ওদের যেতে দিও না; বন্দী কর দেবতাদের বন্দী কর—দেবগুরু বৃহস্পতিকে শৃঙ্খলিত করে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ কর। কোন দিনই ওরা দানবকে ভাই ব'লে টেনে নেবে না বুকের কাছে—দেবে না দানবের মহত্ত্বের দান—প্রতিদানে সুযোগ বুঝে ছুটে আসবে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে—লোপ করে দিতে দানবের অস্তিত্ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দাকিনী তীর

গীতকণ্ঠে দেববালকগণের প্রবেশ

দেববালকগণ। গীত

জয় জয় জননী জনম ভূমি শস্য শ্যামলা রুচি অঙ্গ।
শুভ্র ধবল মণ্ডিত বুক শোভিত করযুগ মহা শঙ্খ॥
চন্দ্র সূর্য্য হসিত ভাল স্নেহ সুধা বিগলিত,
ধৌত চরনতল মন্দা অবিরত,
কীর্ত্তি ভূষিত শির ললিত চারু ভ্রুভঙ্গ॥
নন্দন উপবন সুন্দর নিকেতন,
বন্দিত ত্রিভুবন মহিমা অতুলন,
জয় মা জননী করুণা রূপিনী নমামি অসংখ্য॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুটীর পার্শ্ব

শম্ভু ও রঘুনাথের প্রবেশ

রঘুনাথ। তুমি কেন এতদিন আত্মগোপন ক'রে, এই বনে এসে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ, সেটা আজ বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি; আর এও বুঝেছি যে, বনদেবীই তোমার পরিণীতা ভার্য্যা। বল সত্য কি না?

শম্ভু। সর্দ্দার—

রঘুনাথ। বুঝেছি বৎস! পিতামাতার ব্যবহারে সংসার ত্যাগ করে অভিমানে চলে এসেছ, তুমি। যাক্ যা—ঘটবার ঘটেছে, এখন পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলে গিয়ে, ওই পতি পরিত্যক্তা হতভাগিনীকে আদর করে কাছে টেনে নাও। সারা জীবনই সে দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছে—আজ তাকে একটু সান্ত্বনা দাও—আশ্বাস দাও।

শম্ভু। কিন্তু সর্দ্দার—

রঘুনাথ। এতে কিন্তু নেই শম্ভু! আমি তোমার গুরু, আমার আদেশ; যদি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে, তা হলে বিনা আপত্তিতে মেনে নাও গুরু আজ্ঞা, আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি বনদেবী আদর্শ সতী! বল আমার আদেশ পালন করবে?

শম্ভু। আপনার আদেশ সাদরে মাথায় তুলে নিলাম গুরু।

রঘুনাথ। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও। বনদেবী, এদিকে একবার আয় তো মা!

ফুলের সাজি হস্তে বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী। আমায় ডাকছেন বাবা?

রঘুনাথ। হ্যাঁ; মা আমার দিন রাত্তির ফুল তোলা আর ঠাকুর পূজো নিয়েই ব্যস্ত।

বনদেবী। তবুতো ঠাকুরের চেতনা এলোনা বাবা! পাথরের ঠাকুর পাথরই রয়ে গেল।

রঘুনাথ। হবে রে বেটী, এইবার হবে! তোর এতদিনের কান্নায় পাষাণ দেবতা জেগেছে! যাক, একটা কথা বলি শোন।

বনদেবী। (অগ্রসর হইয়া) কি কথা বাবা!

রঘুনাথ। দেখ, অনেক দিনের পর একটা পাকা চোরকে ধরে ফেলেছি।

বনদেবী। চোর তোমার কি চুরি করেছিল বাবা?

রঘুনাথ। আমার নয় রে বেটী—আমার নয়—আমার মায়ের; খুব পাকা চোর কি না। মাত্র একটা রাতে একখানা কাপড়ে চোখ বেঁধে মায়ের আমার সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে বেমালুম উধাও হয়ে গেল; আমার মা সেই চোরের জন্য চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর পথে পথে অনাথিনী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বনদেবী। সে তো বড় ভয়ানক চোর বাবা।

রঘুনাথ। সেই ভয়ানক চোরকেই আজ ধরে ফেলেছি। দেখবি মা দেখবি?

বনদেবী। দেখবো—কই সে চোর বাবা?

রঘুনাথ। (শম্ভুর হাত ধরিয়া) এই যে; ধর—ধর ভাল ক'রে ধর, যেন পালিয়ে না যায়—খুব শক্ত করে বেঁধে রাখবি, বুঝেছিস।

বনদেবী। বাবা! (মুখ নত করিল)

রঘুনাথ। যাকে এতদিন খুঁজছিস, যে দেবতার পূজার জন্য চোখের জলে পাষাণ গলিয়ে দিচ্ছিস. সে দেবতা আজ তোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, পূজা কর, তাকে বরণ করে ঘরে তোল।

[উভয়ের হস্ত মিলাইয়া দিয়া প্রস্থান।

বনদেবী। স্বামী! স্বামী! (শম্ভুর পদতলে পতন)

শম্ভু। বনদেবী! (বক্ষে ধারণোদ্যত)

রঘুনাথ। (নেপথ্যে) শম্ভু! শম্ভু! শিগ্‌গির এস, শত্রু—শত্রু।

শম্ভু। যাই—সর্দ্দার যাই। [দ্রুতবেগে প্রস্থান।

বনদেবী। বাবা—বাবা। (প্রস্থানোদ্যত)

আহ্লাদসহ কালকেতুর প্রবেশ

কালকেতু। (বাধা দিয়া) যাবে কোথা বালা!

বহু ভাগ্যে পেয়েছি তোমায়

নিরালা বিজন পথে!

দিব না যাইতে—ক্ষণেক দাঁড়াও;

কহিব নিভৃতে নিরালা প্রাণের কথা,

দীর্ঘদিন ধরি—

রাখিয়াছি যাহা করিয়া সঞ্চয়।

আহ্লাদ। (বোতল হইতে মদ ঢালিয়া) এই নিন চট্ ক'রে টেনে নিন এটা, কারণ না হ'লে কার্য্য অসম্ভব।

কালকেতু। (পানান্তে) লো ভামিনী!

অহঃরহঃ জ্বলিতেছে হৃদয় আমার,

বুকে এস মোর জীবন তোষিনী

শান্ত হোক অশান্ত পরাণ!

আহ্লাদ। চমৎকার—চমৎকার! কাব্যরসের একেবারে ছড়াছড়ি, হায়—হায় দেশের কবিগুলো এইবার ডুবলো দেখছি।

কালকেতু। নিদয়ে সদয়া হয়ে চাহ
মোর পানে, অভাবে তোমার
শূন্য প্রাণে উঠে হাহাকার।

আহ্লাদ। না; দেশের কবি গুলোকে এবার ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়ে দিলেন হুজুর। আর একপাত্র টেনে নিন। (পাত্র দান)

কালকেতু। (পানান্তে) লো সুন্দরী!
পুরাও আমার আশা—

বনদেবী। রে নারকী! আশা তব
কভু পূরিবে না,
বৃন্তচ্যুত নন্দনের ফুল পারিজাত
হয় না পতিত কভু
পুরীষ কুণ্ডেতে!
ভেবো না দুর্বলা নারী
সহায় বিহীনা। একদিন—
এ নারীর কর-ধৃত শাণিত কৃপাণে
অমিত বীরত্ব রাশি হয়েছে লুণ্ঠিত।
জননীর স্নেহ-সিক্ত বক্ষখানি তব,
নিরাশার আলিঙ্গনে
কেন বা হারাবে?
থাকে যদি প্রাণের মমতা,
ফিরে যাও মাতৃ-জ্ঞানে নমি পদে
আপন গন্তব্য পথে।

কালকেতু। শূন্য প্রাণে কোথা যাব প্রিয়ে,
প্রাণের মমতা ত্যজিয়াছি বহু আগে।
মরণে নাহিক ডর,
অমৃত লভিতে যদি মৃত্যু হয় মোর
হোক—তাও তো সুখের!
অলক্ষ্যে থাকিয়া তুমি প্রেমময়ি—
বরষিবে প্রেমের অমিয়!
এস—এস সুহাসিনী
বুকে এস মোর—

(ধরিতে উদ্যত)

গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ

বিবেক। গীত

তুই এখন সামলে চল, আর বলবো কত তোকে।
মাঝ্‌ ডহুর চুবন খাবি পড়বি ঘুরণপাকে॥

কালকেতু। তাতে তোর কি? সুধাপাত্র যখন হাতের কাছে পেয়েছি, তখন কিছুতেই ত্যাগ করবো না।

বিবেক। পূর্ব্বগীতাংশ

কাল সাপিনী পোষ মানে না ছোবল মারা স্বভাব তার,
কেন নিজের দোষে মরবি শেষে ফেলবি কেন নয়ন ধার,
এখন সময় আছে এই বেলা তুই পালিয়ে আয় না ফাঁকে॥

[প্রস্থান।

কালকেতু। দূর হ' উন্মাদ!
এস—এস প্রিয়া! নাহি আর

প্রয়োজন মিলন-বিচ্ছেদে !
বহুদিন বসে আছি তব প্রতীক্ষায়
বরাননে ! বরষিয়া প্রেমবারি
ফোটাও প্রেমের ফুল মরুভূমি মাঝে।

বনদেবী। সাবধান পাপী !
হেন হীন বাণী করিও না
উচ্চারণ আর—
দূরে থেকে হের শুধু ফণিনীর মনি !
লভিতে তাহারে কভু
বাড়াওনা হাত।
এত হীন, এত তুচ্ছ
নহে নারীর নারীত্ব।
রমণীর রূপে সত্যই যত্তপি
উন্মাদ হইয়া থাক,
তবে যাও, তাহাদের কাছে—
রূপের পশরা বেচি
করে যারা উদর পূরণ—
যাও সেই বারনারী পাশে
নিভাও প্রাণের জ্বালা।

কালকেতু। স্তব্ধ হও মুখরা বালিকা !
ধর্ম্ম নীতি শুনিবারে আসিনি হেথায়
এসেছি বাসনা মোর করিতে পূরণ।
এস—এস কাছে এস মোর—

(ধরিতে উদ্যত, বনদেবী সরিয়া গেল)

আহ্লাদ। দোহাই মা কালী! রক্ষে করিস মা—রক্ষে করিস! দেখিস মা, বংশদণ্ড হস্তে গেরুয়াধারী ব্যাটারা যেন ছুটে না আসে।

কালকেতু। এস—এস সুলোচনে!

(পুনঃ ধরিতে উদ্যত)

বনদেবী। ওগো—কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর—

(ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি)

লাঠি হস্তে শম্ভু ও রঘুনাথের প্রবেশ

রঘুনাথ। ভয় নেই—ভয় নেই মা, এই আমরা এসে পড়েছি। দূর হও কামান্ধ পিশাচ।

কালকেতু। তোরাও দূর হ'য়ে যা ভণ্ড সন্ন্যাসী।

রঘুনাথ। দুদিন আগে এই ভণ্ড সন্ন্যাসীরই করুণায় তোমাদের জীবন রক্ষা হয়েছিল; সে কথাটা আজ ভুলে গেছ বোধ হয়। শোন কালকেতু, যদি নিজের মঙ্গল চাও তো এখুনি এস্থান পরিত্যাগ কর।

কালকেতু। বাঘ কখনো শৃগালের আস্ফালনে তার শিকার ত্যাগ করে না।

আহ্লাদ। (স্বগতঃ) সারলেরে বাবা। ভালয়—ভালয় এইবার পলায়ণং কুরু।

শম্ভু। (লাফাইয়া আহ্লাদের গলা টিপিয়া ধরিল) কোথায় যাবি তুই পাপীর সহচর, আজ তোদের দুজনকেই পাঠিয়ে দেব যমের বাড়ী। (ঘাড়ে সজোরে চাপ দিল)

আহ্লাদ। উহু-হু—গেছিরে বাবা, গেছি। ওয়াক্—ওয়াক্ রক্ত উঠছে বাবা, দেহের সব রক্তটুকু মুখ দিয়ে—ওয়াক্—ওয়াক্। হুজুর আমায় বাঁচান আপনার আহ্লাদকে পেহ্লাদ করে ছাড়লে।

কালকেতু। আরে রে ভণ্ড সন্ন্যাসী! (শম্ভুকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবামাত্র রঘুনাথ তাহাকে বাধা দিল)

রঘুনাথ। খবরদার। দেখছিস এই বাঁশের লাঠি, এর এক একটা বাড়িতে ফটাফট উড়িয়ে দেব তোদের মাথার খুলি।

বনদেবী। না বাবা, এদের মেরো না। পশু দুটোকে বন্দি করে নিয়ে এসো আমি করালী মায়ের চরণে বলি দেব। [প্রস্থান।

রঘুনাথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই হবে মা!

কালকেতু। দাঁড়াও, আগে তোমাদের যমের বাড়ী পাঠাই, তারপর বুঝবো ওই শয়তানিকে।

(রঘুনাথকে আক্রমণ ও যুদ্ধ, কালকেতুর হাতের অস্ত্র
পড়িবামাত্র রঘুনাথ লাফাইয়া তার ঘাড় ধরিল)

রঘুনাথ। চল এইবার পাপী, মায়ের আদেশে আজ তোদের দুটোকেই বলি দেব।

আহ্লাদ। (কাঁদিয়া) তোমার পায়ে পড়ি সন্ন্যাসী বাবা, আমায় এ যাত্রার মত বাঁচাও—এই নাকে কানে খৎ দিচ্ছি, কোন শালা আর এদিকে আসে।

কালকেতু। সন্ন্যাসী ঠাকুর! আমার ভুল ভেঙে গেছে, বুঝতে পেরেছি আমার অন্যায়, আর কখনো এ পথে হাঁটবো না। এবারের মত আমায় ক্ষমা কর।

রঘুনাথ। সাপের হাসি বেদেয় চেনেরে পাপী! তুই মুখে ক্ষমা চাইলেও মনের ভেতরটা তোর শয়তানির মৎলবে ভরা। না—না, তোদের ক্ষমা নেই, তোদের ক্ষমা করা মানে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া—ভগবানের কাছে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করা। ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই। চল! [আহ্লাদ ও কালকেতুর ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বধ্যভূমি

শৃঙ্খলিত বৃহস্পতিকে লইয়া শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

শুক্রাচার্য্য। দেবগুরু! এই শেষবার
ইষ্টদেবে তব করহ স্মরণ।
কারাগারে মায়াজাল
করিয়া বিস্তার—
ভুলাইয়া শিষ্যেরে আমার
করেছিলে মুক্তির প্রয়াস।
কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মোর,
সূচীভেদ্য অন্ধকার চলে বিদারিয়া—
হ'লো তব মুক্তির পথের
ঘোর অন্তরায়;
আনিল টানিয়া তোমা বধ্যভূমি মাঝে।

বৃহস্পতি। দৈত্যগুরু! যা করিবে কর তাই;
বিদ্রূপ কটাক্ষ সহে নাক আর?
ভাগ্যহীন মোরা,
নীরবে সহিতে হবে শত অত্যাচার।

শুক্রাচার্য্য। দণ্ড মম অতীব ভীষণ।
নহে ইহা দেব কারাগার,
নাহি হেথা কোন অন্তরায়
অবাধে আপন পণ করিব পূরণ।

হের এই খড়্গ সুভীষণ,
নিমিষে অমর রক্তে হইবে রঞ্জিত।

বৃহস্পতি। সুখ দুঃখ লয়ে,
গড়া এই ভব সংসার।
হাসে কাঁদে কভু জীব,
কভু ভাসে নয়ন-সলিলে।
নিয়তি অধীন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর,
দানব, কিন্নর,
ত্রিভুবনে যেথানেতে আছে যত জীব
ওঠে নামে কালের আবর্ত্তে।
কিন্তু দৈত্যগুরু! সমভাবে
নাহি থাকে জীবের সৌভাগ্য—
থাকে নাক চিরদিন একের প্রভাব।

শুক্রাচার্য্য। চাহি না শুনিতে কোন কথা
ব'সো স্থির হ'য়ে হেঁটমুণ্ডে
মুছে দিই ধরা হ'তে বৃহস্পতি নাম,
সুরের রাজত্ব হোক্ অসুর অধীন।

বৃহস্পতি। শির পাতি দিলাম সানন্দে
আশা তব করহ পূরণ।

(হেঁটমুণ্ডে নতজানু হইয়া বসিল)

শুক্রাচার্য্য। জয় মা তারা—জয় মা তারা— (কাটিতে উদ্যত

সহসা বজ্র আসিয়া বাধা দিল

বজ্র। (খড়্গ ধরিয়া) একি গুরু, একি রীতি তব?
কোন্ ধর্ম্মনীতি দিয়াছে আদেশ তোমা,

হেন কার্য্য করিতে সাধন ?
এই কি আদর্শ চরিত্র ব্রাহ্মণের ?
জানিনা কি মহত্ত্বে ব্রাহ্মণের নাম
ফুটিল ধরার বক্ষে কোক-নদ সম ?
কোন গুণে জগতের সহস্র সহস্র শির—
নত হয় ব্রাহ্মণের পদে ?
হে ব্রাহ্মণ ! গুরু তুমি—পূজ্য তুমি,
করুণার অবতার—
ক্ষমাদানে মুক্ত করি সুর শ্রেষ্ঠে,
দেখাও জগতে গুরু দ্বিজের মহত্ত্ব।

শুক্রাচার্য্য। একি হে কুমার !
কার্য্যে মোর কেন দাও বাধা ?
রাখিও স্মরণ—
শুক্রাচার্য্য রোষানল হ'লে প্রজ্জ্বলিত,
ভস্মীভূত হইবে সংসার—
মুছে যাবে বিশ্ব হ'তে দানবের নাম।

বজ্র। শুনিয়াছি গুণিজন মুখে
প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, গুণ
নাহি থাকে যদি ব্রহ্মণের হৃদে,
তাহ'লে সে ব্রাহ্মণের পদতলে
ব্রাহ্মণ বলিয়া, কেবা নোয়াইবে শির ?

শুক্রাচার্য্য। সে চিন্তা তোমার নয় !
নীরবে চলিয়া যাও,
ভাবি নিজ পরিণাম।

বজ্র।　　　পরিণাম ভয়ে নাহি ভীত আমি দেব।
　　　　　নিজ প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন
　　　　　রাখিব দেবের মান।

শুক্রাচার্য্য। কুমার, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কার্য্যের অন্তরায় হ'চ্ছো কোন্ সাহসে ?

বজ্র। যে সাহসে জগতের লোক পরার্থে আত্মোৎসর্গ করে, সেই সাহসে।

শুক্রাচার্য্য। বটে গুরুদ্বেষী পাপাচারী, আয়—আগে তোকেই সংহার করি! (খড়্গ উত্তোলন)

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ

চন্দ্রাবতী। দাও—দাও ব্রাহ্মণ! ঐ শাণিত খড়্গে বজ্রের মাথাটা মাটীতে লুটিয়ে দাও, তা না হ'লে এ আগুন নিভবে না, জ্বালা জুড়োবে না; দৈত্যকুলের কীর্ত্তি-গরিমা সব ছারখার হ'য়ে যাবে। বজ্র! এই কি মাতৃ ঋণ পরিশোধ? এই কি বিনিময়?

বজ্র। এ বিনিময় নয় মা, বিতরণ। তুমি আমায় শৈশবের খেলা ঘর থেকে যে অমৃত দান ক'রে এসেছ, আজ আমি সেই অমৃত দু'হাতে বিলিয়ে দিতে এসেছি—শুধু আমার মাতৃ মহিমা ফুটিয়ে তুলবো ব'লে।

চন্দ্রাবতী। উঃ, বড় ভুল করেছি বজ্র! আগে জানলে সেই সূতিকাগারেই তোর মুখে নুন দিয়ে চির বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করতুম। জানতুম, আমার পুত্র নেই—আমি নিঃসন্তান।

বজ্র। এই কি মায়ের মত কথা হ'লো মা? তুমি কি তোমার পুত্রকে শিখিয়েছ যে, জগতে ধর্ম্ম বলতে কিছুই নেই, আছে শুধু প্রতিহিংসা?

চন্দ্রাবতী। হ্যাঁ—তাই; পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবো আমি। একি সর্ব্বাঙ্গ আমার কেঁপে উঠলো কেন? না—না, কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না এই প্রতিহিংসানল। মা হ'লেও জাতীর গৌরব রক্ষায় পুত্র হত্যা করতেও আমি কুণ্ঠিত হ'বো না।

বজ্র। আর আমিও বেঁচে থাকতে দেবরক্তে রঞ্জিত হ'তে দেবো না দৈত্যপুরী! আসুক প্রলয়—আসুক অভিশাপ—আসুক জলোচ্ছ্বাস—টল্‌বো না—কাঁপ্‌বো না—কর্ত্তব্যচ্যুত হবো না।

ভয়ালের প্রবেশ

ভয়াল। আমিও মানবো না দাদা, পিতার আদেশ! নির্ব্বাসন, অথবা প্রাণদণ্ড মাথায় তুলে নেবো, তবু—তবু দাদা! মহত্ত্বের উপর দিয়ে এমনি ধারা অবিচারের রেখাপাত করতে পারবো না।

ছুরিকাহস্তে জলধির প্রবেশ

জলধি। আয়—তবে তোদেরই বুকে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসিয়ে দিয়ে আগে গৃহশত্রুর মূলচ্ছেদ করি।

(ছুরিকা মারিতে উদ্যত)

বজ্র। (বাধা দিয়া) না—না দাদু, ঐ ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দাও, সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা হ'য়ে যাক্।

জলধি। তবে আয়—আগে তোরই বুকে বসিয়ে দিই। (বজ্রকে ছুরি কাঘাতে উদ্যত)

বৃহস্পতি। না—না, ও ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দাও জলধি! আমি কিছুতেই নষ্ট হ'তে দেব না, আমার চোখের সামনে এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য! আহা! কি সুন্দর—কি মনোরম এই ভ্রাতৃত্বের মধুময় দৃশ্য

মন্দাকিনী ছাপিয়ে উঠছে, অনন্ত স্নেহে আকাশ ছেয়ে ফেলছে! দাও—দাও জলধি, ওই ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দাও—(উপবেশন)

দ্রুতবেগে জলন্ধরের প্রবেশ

জলন্ধর। না—না পিতা, ঐ শাণিত ছুরিকা আমার বুকে বসিয়ে দাও! এই খানেই নিভে যাক—গৃহ বিবাদের আগুন।

জলধি। কি—বার বার পিতৃকার্য্যে বাধা? তোমার পুত্র মরবে বলে—প্রাণের টানে ছুটে এসেছ! কিন্তু আমারও পুত্র মরেছে, আমি কাঁদবো না—চোখের জল ফেলবো না—প্রতিশোধ নেবো—শুধু প্রতি-শোধ। গুরুদেব, স্কন্ধচ্যুত করুন বৃহস্পতির শির।

জলন্ধর। স্মরণ থাকে যেন, এই দৈত্য রাজ্যের রাজা আমি। আপনারা পূজনীয় বরণীয় হ'লেও রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাকেই দিতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা। সহ্য করবো না, আমি কিছুতেই আপনাদের অন্যায় অত্যাচার; এই রাজদ্রোহিতা মূলক অপরাধের জন্য দেব আপনাদের ভীষণ দণ্ড। বজ্র! ভয়াল! বন্দী কর।

(ইঙ্গিত করিবামাত্র বজ্র ও ভয়াল, জলধি এবং শুক্রাচার্য্যকে বন্দী করিল)

জলধি। জলন্ধর! আমি পিতা।

শুক্রাচার্য্য। আমি তোমার দীক্ষা গুরু।

জলন্ধর। পিতা, গুরু, পুত্র, কন্যা রাজনীতির ক্ষেত্রে সবই সমান। আসুন দেবগুরু!

বৃহস্পতি। পিতাই গুরু, তাকে মুক্ত করে দাও দৈত্যপতি! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার মত মন্ত্র খুঁজে পাচ্ছিনে সম্রাট! চারিদিকে দেখছি শুধু অন্ধকার; দেবতার গর্ব্ব অহঙ্কার কোন অতল তলে তলিয়ে

যাচ্ছে, আমি অবাক হ'য়ে ভাবছি এই যদি দানব চরিত্র হয়, তাহলে দেব চরিত্রের আদর্শ কোথায় কত উর্দ্ধে! দাও দানব সম্রাট, মুক্ত ক'রে দাও তোমার পিতাকে।

জলন্ধর। মুক্ত ক'রে দাও বজ্র! (বজ্রের তথাকরণ) মনে রাখবেন, সাম্রাজ্যটা স্বেচ্ছাচারের ক্রীড়া ভূমি নয়—রাজনীতি ছেলের হাতের খেলনা নয়।

[শুক্রাচার্য্য ও জলধি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জলধি। উঃ—আমার কণ্ঠ রুদ্ধ। আমি ভাবতে পারছি না এমন জাতিদ্রোহী কুলাঙ্গার কেন জন্মাল দৈত্যবংশে!

শুক্রাচার্য্য। আমিও ভাবছি যে, এ দানবের উত্থান না পতন!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দেব-মন্দির

পূজার দ্রব্যাদি সুসজ্জিত ; নারায়ণ শিলার সম্মুখে
করযোড়ে বৃন্দাবতী নারায়ণের ধ্যানে
বিভোরা, ধুরন্ধর গাহিতেছিল

ধুরন্ধর। গীত

এস বাঞ্ছিত, এস সঞ্চিত, এস পুণ্য-পীযুষকান্তি।
এস মহিমাময়, মঙ্গলময়, তাপিত হৃদয় শান্তি॥
এস তরুণ তপন সম বরণ,
এস নিন্দিত কোটী রক্তাভ চরণ,
এস রণু ঝুনু নূপুর মধুর নিক্কনে, তাপ-তাপ সন্তাপহন্তি॥
এস কনক কুণ্ডল কেয়ূর কিরীটি শোভিত নিখিল বিশ্বপতি,
এস আঁধার তিমিরহারী দূর কর হৃদয়-অজ্ঞান ভ্রান্তি॥

জলন্ধরের প্রবেশ

জলন্ধর। কার অর্চ্চনা করছো বৃন্দা?

বৃন্দাবতী। সর্ব্ব শক্তিমান ভগবানের।

জলন্ধর। ভগবান! নারীর আবার ভগবান কে? নারীর ভগবান একমাত্র স্বামী। যে রমণী স্বামীর আরাধনা ত্যাগ ক'রে ভগবানের আরাধনা করে, সে নারী চরিত্র নির্ম্মল নয়—কলুষিত! ভগবান কে? তোমার ভগবান আমি।

বৃন্দাবতী। অন্ধ অজ্ঞান তুমি সম্রাট! নারীর দেবতা স্বামী, কিন্তু সেই স্বামীর দেবতা কি ভগবান নয়? তবে কেন ডাক্‌বো না সম্রাট সেই ভগবানকে?

জলন্ধর। আমার রাজত্বে ও সব চলবে না। নিষেধ ক'রে দিচ্ছি, আবার যদি কখনও কোন দিন, তোমাকে বিষ্ণুপূজা করতে দেখি, সহধর্ম্মিণী হ'লেও পাবে না অব্যাহতি।

বৃন্দাবতী। শক্তি যাঁর অসীম—কার্য্য যাঁর অলৌকিক—নামে যাঁর স্বর্গ, সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বের নিয়ন্তা নারায়ণের আরাধনা করতে পারব না স্বামী?

জলন্ধর। নারায়ণ সর্ব্ব শক্তিমান! কে বললে তোমায় এ কথা! সত্য যদি সর্ব্ব শক্তিমান হ'তো ভগবান—ঘৃণ্য শূকর দেহ ধারণ ক'রে সংহার করতো না হিরণ্যাক্ষ্যকে। সে যদি হ'তো অসীম ক্ষমতার অধি-কারী—আত্মবন্দী থাকতো না বলির কারাগারে; কার্য্য যদি হ'তো তার অলৌকিক—অনুষ্ঠান হ'তো না তার জড় মূর্ত্তির।

বৃন্দাবতী। মরণ শিয়রে যার দেয় করতালি,
বৈদ্য আসি কি করিবে ঔষধ প্রদানি?
নিয়তির বেজেছে বিষাণ,
তাই তব মুখে শুনি হেন বাণী।
নশ্বর এ জীবনের সদ্‌গতি কারণ,
পূজি নারায়ণ;
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তিনি নিখিল রঞ্জন,
বিশ্বব্যাপী অনন্ত অসীম—
তাঁহারে না পূজি
অসার সাধনা নিয়ে কাটাইবে কাল?

জলন্ধর। কোন কথা শুনিব না আমি
মানিব না কোন যুক্তি তব,
শুধু আদেশ আমার—
নারায়ণে পাবে না পূজিতে।

বৃন্দাবতী। ভ্রান্ত—ভ্রান্ত তুমি দৈত্যেশ্বর!
সাগর সঙ্গমে যবে
ছুটে যায় নদী পুলক-তরঙ্গে,
কে তারে রোধিতে পারে?
বাধা, বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাঘাত করি অতিক্রম,
কলনাদে স্রোতস্বিনী অম্বুধির
বক্ষ মাঝে যেই মত পড়ে ঢলি—
সেইমত অধিনীর হৃদয়-তটিনী,
অনন্ত উচ্ছ্বাসে—
প্রলয়-পয়োধি নীরে গিয়াছে মিশিয়া;
ফিরিবে না আর—
নিয়ত বিভোরা রবে
সুধা-আস্বাদনে।

জলন্ধর। কি—উপেক্ষা?
পত্নী হ'য়ে পতি বাক্য কর অবহেলা?
হীনচেতা নারায়ণে—
ভগবান—ভগবান বলি,
মিথ্যার কুহকে তুই ডুবিলি পাপিনী!
ভগবান—ভগবান, কোথা ভগবান—
নাই ভগবান—নাই নারায়ণ।

বৃন্দাবতী। নারায়ণ নাই ?

জলন্ধর। না—না—নাই।

বৃন্দাবতী। ভগবান নাই ?

জলন্ধর। না—না, ভগবান নাই।
নাই কোন অস্তিত্ব তাহার।

বৃন্দাবতী। এ ভ্রান্ত বিশ্বাস করহ বর্জ্জন।
কে বলিল তোমা নাই ভগবান,
নাহিক অস্তিত্ব তাঁর ?
বিশাল হ'তেও অতীব বিশাল—
অণু-পরমাণুরূপে বিরাজিত তিনি!
জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে,
অন্তরীক্ষে—নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে—
প্রকৃতির বিস্তৃত ললাটে
পূর্ণ মূর্ত্তি বিরাজিত তাঁর।

জলন্ধর। কই—কোথা পূর্ণ মূর্ত্তি ?
কোথা ভগবান ?
সত্য যদি প্রকৃতির সর্ব্ব স্থানে
থাকে ভগবান, দেখাইয়া দাও ত্বরা;
জাগে প্রাণে অনন্ত পিপাসা—
হেরিতে তাহার মূর্ত্তি!
না পারো যদ্যপি দেখাইতে তারে
জেনো রাণী—
ঘাতকের শাণিত কৃপাণে
ভূ-লুণ্ঠিত হবে তব শির।

ধুরন্ধর। গীত

এস গোপীবল্লভ, দেব দুর্ল্লভ
এস হরি বনমালী বঙ্কিম ঠামে।
এস প্রেমময়, এস দয়াময়
এস তুমি বন্দিত বন্দনা গানে।
এস লক্ষ্মী বিমোহন, নিত্য-নিরঞ্জন,
গোলক—উজলকারী।
এস ভক্ত প্রাণধন, গরুড়বাহন
এস শত্রু বিমর্দ্দন হরি।
এস বিপদ নাশন, বিপদ তারণ
বিপদ ভঞ্জন নামে॥

বৃন্দাবতী। ওগো নারায়ণ! বিপদ-ভঞ্জন—
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে!
দেখাও দেখাও প্রভু স্বরূপ তোমার;
অজ্ঞান-তমসা নাশি
দেখাও স্বামীরে মম সত্যের আলোক।
দেখ দেখ, স্বামী! ঊর্দ্ধে, নিম্নে—
দক্ষিণে অথবা বামে—
সর্ব্বস্থানে ওই দেখ—
বিরাজেন ভগবান।

জলন্ধর। কই—কোথা ভগবান?

বিরাট মূর্ত্তির আবির্ভাব

এঁ্যা—এঁ্যা—একি দেখি,
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল করি অধিকার—
খিল—খিল হাসিছে ভীষণ।

পদভরে থর-থর কম্পিত মেদিনী—
রক্তজবা ঘূর্ণিত লোচন
করে লক্-লক্ ভীষণ রসনা,
পারি না তিষ্টিতে আর,
উঃ—প্রাণ যায়
বিকট ব্যাদন গ্রাসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
কহ রাণী, কেবা ওই বিরাট পুরুষ?

[বিরাট মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

বৃন্দাবতী। ওই সেই ভগবান।

জলন্ধর। ওই সেই ভগবান?

সহসা ধ্বংস মূর্ত্তির আবির্ভাব

এঁ্যা—এঁ্যা, একি, একি দেখি—
ভীম মূর্ত্তি—অতীব ভীষণ,
কেশে ধরি কার'
ভয়ঙ্কর যম দণ্ডে করিছে প্রহার—
ওহোঃ হো—ত্রাহি—ত্রাহি উঠিছে রব,
গেল—গেল সৃষ্টি,
ধ্বংস—ধ্বংস—
চতুর্দ্দিকে হেরি ধ্বংস মূর্ত্তি!
কক্ষচ্যুত গ্রহ উপগ্রহ,
উল্কাবৃষ্টি—ভূমিকম্প—বজ্রাঘাতে—
বুঝি সব যায়। বল—বল রাণী,
কেবা ওই ধ্বংস মূর্ত্তিধারী?

[ধ্বংসমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

বৃন্দাবতী। ওই সেই ভগবান।

জলন্ধর। ওই ভগবান ?

সহসা বিষ্ণু মূর্ত্তির আবির্ভাব

এঁ্যা—কোথা সে মূর্ত্তি ?
একি—একি মূর্ত্তি পুনঃ সম্মুখে নেহারি ?
আহা, মরি মরি কিবা রূপের মাধুরী,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চতুর্ভূজে—
নবীন নীরদ শ্যাম,
ভুবন মোহন তনু—
শান্ত স্নিগ্ধ মধুর মূরতি !
কহ রাণী, কেবা ওই পুরুষ-রতন ?

[বিষ্ণু মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

বৃন্দাবতী। ওই সেই ভগবান।

জলন্ধর। এত মূর্ত্তিধারী ভগবান ?
মিথ্যা—মিথ্যা, মায়া—প্রহেলিকা।
এঁ্যা, একি—নেহারি ?

সহসা মাতৃমূর্ত্তির আবির্ভাব

সান্ত্বনা-অঞ্চলে ঢাকি—
নিরাশ্রয় বুভুক্ষু সন্তানে
অবিরল ঢেলে দেয় অমৃতের ধারা।
সুন্দর ! সুন্দর ! রাণী—রাণী,
কেবা ওই মাতৃমূর্ত্তি কহত আমায় ?

[অন্তর্দ্ধান।

বৃন্দাবতী। ওই সেই ভগবান!

জলন্ধর। তবে চাই ওই ভগবানে!
ধরিয়া পুরুষকার হবো অগ্রসর,
দর্পে গর্ব্বে উঠিব নাচিয়া,
কীর্ত্তির অক্ষয় বট করিয়া প্রতিষ্ঠা—
অমর হইয়া রবো এই বিশ্ব মাঝে।
সুমদ—সুমদ! সাজাও বাহিনী—
বাজাও দামামা—
যাব আমি ভগবান সনে
করিতে সংগ্রাম। (কিছুদূর গিয়া পুনঃ ফিরিয়া)
হাঁ—হাঁ, ভাল কথা হয়েছে স্মরণ,
কহ রাণী! (শালগ্রাম শিলাকে দেখাইয়া)
এই জড় মূর্ত্তি অন্তস্থলে
বিরাজে কি সেই ভগবান?

বৃন্দাবতী। জড় বা অজড় অচেতন সচেতন
নাহি ভেদাভেদ—
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে বিরাজিত তিনি।

জলধির প্রবেশ

জলধি। ভগবান—ভগবান, হাঃ-হাঃ হাঃ!
পদাঘাতে পদাঘাতে চূর্ণ করি
ওই জড় মূর্ত্তি—
ফেলে দেব সাগরের জলে।
সত্য যদি থাকে ভগবান

আসিয়া করুক বধ

সম্মুখ সমরে মোরে। (শালগ্রামে পদাঘাত)

বৃন্দাবতী। পিতা—পিতা! একি অবৈধ অত্যাচার?

জলধি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অবৈধ অত্যাচার? তবে করি পুনঃ পদাঘাত।
(পুনঃ পুনঃ পদাঘাত) হাঃ-হাঃ-হাঃ—

(নেপথ্যে ভীষণ আর্ত্তনাদ। আগুন—আগুন
জ্বলে গেল—পুড়ে গেল।)

দ্রুত ভয়ালের প্রবেশ

ভয়াল। গেল—সব পুড়ে গেল। পিতা—পিতা! রক্ষা কর—রক্ষা কর! সব গেল—সব পুড়ে হ'লো ছারখার।

দ্রুত সুমদের প্রবেশ

সুমদ। গেল—দৈত্যপুরী ধ্বংস হ'য়ে গেল! বড় বড় সৌধ-চূড়া খ'সে খ'সে পড়ছে, পাতাল ভেদী অনল উচ্ছ্বাসে সব ধ্বংস হ'য়ে গেল। রক্ষা কর—রক্ষা কর।

দ্রুত বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। রক্ষা কর—রক্ষা কর! ঘন ঘন অশনি সম্পাৎ, ওই—ওই অসংখ্য অশরীরীর অট্ট অট্ট হাস, মহামারি হাহাকারের তাণ্ডব-নর্ত্তন! যায়—যায় দৈত্যপুরীর ধ্বংস হ'য়ে যায়।

প্রজ্জলিত সুদর্শন চক্র হস্তে ধ্বংশমূর্ত্তি
নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। কই কোথা সেই পাপাচারী
দুর্দ্ধর্ষ দানব?

দেব শিরে করি পদাঘাত—

আপন মরণ এনেছ ডাকিয়া ;

সমুচিত প্রতিফল দানিব আজিকে।

ধ্বংস—ধ্বংস, দানবের বংশ আজ—

স্ববংশে হউক ধ্বংস।

জলন্ধর। একি—একি ভীষণ মূরতি

ঘর—ঘর ঘোরে সুদর্শন—

উগারে অনল রাশি

পলকে প্রলয় হয় বা এখুনি,

কোথা পিতা ! কোথা দেব মহাকাল !

বিপন্ন সন্তানে রক্ষা কর আসি।

জলন্ধর ব্যতিত সকলে। জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল, রক্ষা কর—রক্ষা কর দৈত্যপতি।

(সুমদ, বজ্র ও জলধি মূর্চ্ছিত)

জলন্ধর। পিতা—পিতা ! কোথা তুমি মহাদেব,

এস ত্বরা রক্ষিতে নন্দনে।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মাভৈঃ—মাভৈঃ পুত্র !

এসেছে জনক তোর :

রক্ষিতে বিপন্ন দানব জীবন।

জলন্ধর। এইবার—এইবার—

দেখাও ক্ষমতা এবে মায়াধর নারায়ণ !

পিতা পুত্রে এক যোগে করিব সমর।

শঙ্কর। যেই হও তুমি ধ্বংস মূর্ত্তি
সন্তান ঘাতক,
আজি নাহি পরিত্রাণ।
ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—

(জলন্ধর ও শঙ্কর একযোগে নারায়ণকে আক্রমণ করিল
কিছুপর জলন্ধর সংজ্ঞা হারাইল)

নারায়ণ। বুঝিলাম আজি নাহি অব্যাহতি
পুত্র স্নেহে আত্মভোলা—
উন্মত্ত শঙ্কর করে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে নারায়ণের অন্তর্দ্ধান।

শঙ্কর। চক্রী—চক্রী! বৃথা হলো রণ তব!
জলন্ধরে বিনাশিতে
নাহিক শকতি কারো।
ওঠ প্রিয় পুত্র!
ওঠ দৈত্যবীরগণ!

(সকলের অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র চেতনা ফিরিয়া আসিল
ও শঙ্করের পদতলে নতজানু হইয়া বসিল)

আর নাহি ভয়—
বিপদের বিভীষিকা দূরে গেছে সরে—
থেমে গেছে মৃত্যুর তাণ্ডব।

সকলে। (নতজানু হইয়া)
মহাদেব মহাত্রাণঃ মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
মহাভীতি হরং দেব শঙ্করায়ঃ নমো নমঃ॥

[শঙ্করের অন্তর্দ্ধান ও সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুর দ্বার

বৃন্দাবতীর প্রবেশ

বৃন্দাবতী। দানব মহিষী হলেও নারী আমি আমার অন্তরের কোমলতা কিছুতেই ত্যাগ করবো না। সহস্র উৎপীড়নের চাবুক আমার পিঠের উপর দিয়ে চললেও—আমি বেঁচে থাকতে তুলে নিতে দেব না আমার স্বামীকে—নারী নির্য্যাতকের কলঙ্ক পশরা।

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। মা! আপনি (অভিবাদনান্তে) ইন্দ্রাণী কোথায়?

বৃন্দাবতী। তার আগে বল, কেন, কিজন্য এখানে এসেছো ইন্দ্রাণীর খোঁজে?

সুমদ। শুনে সহ্য করতে পারবেন তো মা?

বৃন্দাবতী। ভুলে যাচ্ছ কেন সুমদ যে, সহ্যতায় বুক বাঁধার শক্তি না থাকলে, দৈত্যের সহধর্ম্মিণী হওয়া যায় না। বল—

সুমদ। ইন্দ্রাণীকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, স্বেচ্ছায় না গেলে বল প্রকাশেও বাধ্য হব। এই আদেশ—

বৃন্দাবতী। কে আদেশ দিয়েছেন?

সুমদ। সম্রাট!

বৃন্দাবতী। এই আদেশ দিয়েছেন সম্রাট! একথা উচ্চারণ করতে তোমার জিভ্‌খানা খ'সে পড়লো না? তুমি না পুত্র, তোমার ঘরে না মা বোন আছে। আজ সেই জননী শক্তিকে কোন কর্ত্তব্য বিচারে তুলে দিতে চাও দস্যুর হাতে!

সুমদ। দাসত্বে যাদের জীবন বিক্রিত, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচারের ক্ষমতা তো তাদের নেই মা! অন্যায়—অসঙ্গত নীতি বিরুদ্ধ হলেও—কর্ত্তব্য বোধে পালন করতে হবে প্রভুর আদেশ।

বৃন্দাবতী। আমিও তোমার প্রভুপত্নী, আমার আদেশ—মাতৃ অপমানের সঙ্কল্প ভুলে, নিঃশব্দে ফিরে যাও এখান থেকে—ঠিক মায়ের ছেলের মত।

সুমদ। তারপর?

বৃন্দাবতী। সে চিন্তা করবো আমি। প্রয়োজন হয় তো বলো যে, রাণী বৃন্দাবতী আজ নিজেই ইন্দ্রাণীর রক্ষী—প্রহরী! যাও।

সুমদ। আদিষ্ট কার্য্য অসম্পন্ন রেখে আমি কিছুতেই ফিরবো না—ফিরতে পারি না।

বৃন্দাবতী। পরিণাম ভেবেছো?

সুমদ। ভৃত্য জীবন, পরিণাম চিন্তা করার সুযোগ পায় না। ছাড়ুন দেবী, পথ ছাড়ুন আমি ইন্দ্রাণীর কাছে যাব।

বৃন্দাবতী। যেতে পাবে না। স্মরণ রেখো, অন্তঃপুর দ্বার রক্ষী স্বয়ং মহারাণী।

সুমদ। হ'লেও, রাজ আদেশ—আমায় পালন করতেই হবে, প্রয়োজন হ'লে—

বৃন্দাবতী। প্রয়োজন হ'লে—বল প্রকাশে বাধ্য হবে, কেমন?

সুমদ। সেটা বুঝতেই পারছেন, দ্বার ছাড়ুন—(অগ্রসর)

বৃন্দাবতী। (ছুরিকা বাহির করিয়া) সাবধান সুমদ, আর এক পা অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে, এই শানিত ছুরিকা তোমার বুকে আমুল বসিয়ে দেব।

সুমদ। (নতজানু হইয়া) তাই দাও মা—তাই দাও, তোমার ওই ছুরি আমার বুকে আমুল বসিয়ে দাও—আমার দাসত্ব জীবন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক মুক্তির আলোককোচ্ছটায়।

জলধি। (নেপথ্যে) বিলম্ব কিসের সেনাপতি! নিয়ে এসো ইন্দ্রাণীকে!

সুমদ। ওই শোন, গুরু গম্ভীর আদেশ। পথ দাও—পুর প্রবেশে আমায় বাধা দিও না মা!

বৃন্দাবতী। মনে রেখো সুমদ, এই নারী নির্য্যাতনের ফলেই টলে উঠবে ভগবানের আসন।

সুমদ। ভগবান—নেই ভগবান—কোথায় ভগবান! থাকলে নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন দানব প্রাসাদে—সতীর রক্ষায়। ভগবানের অস্তিত্ব থাকলে কি দানব বন্দিনী রাখতে পারতো, শচী দেবীকে! ভগবান নেই।

বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। আছে—আছে; ভগবান আছে—চিরদিনই থাকবেন। সেনাপতি! শচী মাতার অঙ্গ স্পর্শ করার আগে ভূতল চুম্বন করবে তোমার শির। যদি—নিজের মঙ্গল চাও এখুনি এস্থান ত্যাগ কর।

সুমদ। তা করছি, কিন্তু এর জন্য আপনাদের জবাব দিহি করতে হবে—সম্রাটের কাছে।

[প্রস্থান।

বজ্র। একবার নয় শতবার করবো। ভয় কি মা, সন্তান বেঁচে থাকতে তোমার ভাবনার কিছু নাই। প্রয়োজন হলে সতীর সম্মান রক্ষায়, হাসি মুখে মৃত্যুর কোলে বিসর্জ্জন দেবো আমার জীবন। তবু হ'তে দেব না, এই নারী নির্য্যাতন দানব প্রাসাদে।

[প্রস্থান।

বৃন্দাবতী। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, সার্থক হোক তোমার বাসনা—পূর্ণ হোক তোমার সাধনা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

জলন্ধর ও শুক্রাচার্য্য

জলন্ধর। দেবতাদের যখন মুক্তি দিয়েছি, তখন ইন্দ্রাণী বা অন্যান্য দেবীগণকে বন্দি করে রাখার কোন কারণই দেখছি না। হ'তে পারে সহস্র অপরাধে অপরাধী দেবতারা, কিন্তু—

শুক্রাচার্য্য। কিন্তুর বিচার নিয়ে থাকলে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না সম্রাট! ওঠো—জাগো—প্রতিহিংসায় আগুন জ্বালিয়ে তোল! একি, এখনো স্থির? এখনো তোমার প্রাণে জ্বলে উঠছে না প্রতিহিংসার আগুন! কেন? কারণ কি এর?

জলন্ধর। কারণ, সতীর মর্ম্মভেদী বিলাপ—অভিশাপ—দীর্ঘশ্বাস। মনে পড়ছে, সেই অতীতের সতী নির্য্যাতনের বীভৎস কাহিনী, দক্ষযজ্ঞে

শঙ্করের ধ্বংসমূর্ত্তি—দাম্ভিক দক্ষের পরিণাম। রক্তের উষ্ণতায়, ক্ষমতার মাদকতায় বিশ্বের অকল্পনীয় কার্য্য সমাধা করতে পারি, কিন্তু—

শুক্রাচার্য্য। আঃ, আবার সেই কিন্তু। শোন সম্রাট, এখানে কিন্তুর প্রশ্ন নেই—জগতে যা কিছু সুন্দর মূল্যবান সবই সম্রাটের অধিকারে। নারায়ণ, দেবশ্রেষ্ঠ বলেই না গ্রহণ করেছেন জলধি দুহিতাকে সমুদ্র মন্থন কালে। স্বর্গেরশ্রেষ্ঠ উপাদান সেই আলোক লাবণ্যময়ী ইন্দ্রাণী! তুমি যখন স্বর্গের অধীশ্বর, তখন কোনরূপ দ্বিধা না করে, সঙ্কোচ না করে—ইন্দ্রাণীকে বসাও তোমার বামে।

জলধির প্রবেশ

জলধি। পুত্রের কর্ত্তব্য নিয়ে, একে একে
সব আজ্ঞা মোর করেছ পালন,
তবে কেন রে সংশয় পুত্র!
কেন চিন্তা? স্বর্গপতি তুমি—
এবে বন্দিত বিশ্বের।

জলন্ধর। পিতা—পিতা, এতদিন
আজ্ঞা তব করেছি পালন!
ডাকিওনা আর নাম ধরে মোর,
করিওনা আর কোন নূতন আদেশ।
আমার সমস্ত শক্তি করিয়া নিঃশেষ,
পালিয়া এসেছি সব আদেশ তোমার।
শক্তি নাই—শক্তি নাই দেহ মনে আর—
নূতন আদেশ তব করিতে পালন।

শুক্রাচার্য্য। জলন্ধর! পালিতে হইবে তোমা
গুরুর আদেশ।

জলন্ধর। তোমার আদেশে গুরু,
হৃদ্‌পিণ্ড নিজ হাতে তুলি
দিতে পারি পদে উপহার—
কিন্তু দেব পারিবনা,
আদেশ তোমার
হরিবারে নারীর সম্ভ্রম।

শুক্রাচার্য্য। দানব সম্রাট—

জলন্ধর। হে ব্রাহ্মণ!
জান নাকি মা নামেতে—
ঝরে কতমধু?
দশমাস দশদিন
মাতৃগর্ভে পেলে ঠাঁই,
শৈশবে বাঁচিল প্রাণ—
যেই মাতৃবক্ষ ক্ষীর ধারা পানে—
কত অভাবের জ্বালা সয়ে
ব্যাধির কবল হ'তে বাঁচাইল প্রাণ,
সেই মায়ের মহিমা ভুলি—
পারিব না—পারিব না গুরু,
নামিতে আঁধারময় নরকের পথে।

জলধি। উন্নতি শিখরে করি আরোহণ,
তৃণ জ্ঞান করিছ আমায়?
প্রতি ক্ষেত্রে মম কার্য্যে দিলে বাধা
ঢেলে দিব অন্তরের
সবটুকু দীর্ঘশ্বাস!

যতদিন রহিবে জীবিত,
মম অভিশাপ—
শান্তিহারা করিবে জীবন!
আহারে—বিহারে—
ছায়াসম ভ্রমিবে পশ্চাতে।

বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। বৃদ্ধ! মরণ নদীর তীরে দাঁড়াইয়া,
কেন এত হিংসা দ্বেষ?
পক্ককেশ, গলিত দেহের মাংস,
আসিয়াছে নিতে তোমা
মৃত্যু দূত রূপে,
তবু কেন হেন অধর্ম্ম আচার?
সতীর সতীত্ব নাশে কেন এ আকাঙ্খা?
জানো নাকি জ্ঞান-হীন!
সতীর সতীত্ব নাশে
সতীনাথ ধরিবে ত্রিশূল?

জলধি। হত্যা কর—হত্যা কর জলন্ধর—
উদ্ধত যুবায়! সহেনা বিলম্ব আর,
আদেশ ত্বরায় করহ পালন!
পুত্রশোক—পুত্রশোক জ্বালা
পারি না সহিতে আর,
দিবানিশি ধূ-ধূ জ্বলে
শিথিল বক্ষেতে—

জলন্ধর। পিতা রুদ্ধশ্বাস—বদ্ধকণ্ঠ,
নিরাশা তমসা ঘেরা হৃদয় মন্দির,
ধৈর্য্য রজ্জু যায় যে ছিঁড়িয়া!
হের পিতা!
অন্তরীক্ষে মৃত্যুর করাল ছায়া!
শোন—শোন কান পেতে
সুভীষণ হুহুঙ্কার—
পরিণাম নাচিছে উল্লাসে
দিয়ে করতালি।
বিকট দশনা বিভীষণা—
ঘোরা নৃমুণ্ড মালিনী বামা,
রুধিরাক্ত খড়্গ করে
হাসে ওই অট্ট-অট্ট হাসি।
গভীর তমসা গর্ভে ডুবে যায় ধরা;
হুহুরবে ছুটে আসে বিপুল নৈরাশ্য—
অস্তমিত দৈত্যকুল রবি।
পদে ধরি পিতা!
ক্ষম এই অধম সন্তানে।

জলধি। কোন কথা চাই না শুনিতে।
সুমদ! সুমদ—

সুমদের প্রবেশ

জলধি। একি! তুমি একা? শচী কোথা?

সুমদ। আনতে পারিনি।

জলধি। পারনি ?

সুমদ। না, বাধা পেলাম মধ্য পথে।

জলধি। কে বাধা দিলে ?

ভয়ালের প্রবেশ

ভয়াল। মায়ের ছেলে !

জলধি। ওঃ, তুমি ? তুমি রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করছো ভয়াল !

বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। শুধু ভয়াল নয়, তার সঙ্গে আমিও আছি জ্যেষ্ঠতাত !

জলন্ধর। তোমাদের উদ্দেশ্য কি ?

বজ্র। এই দানবজাতিকে নারী নির্য্যাতনের অপবাদ নিতে দেব না। আমরা মুক্ত করে দেবো সেই স্বর্গের দেবীকে—ঠিক দেবী প্রতিমারই মত।

শুক্রাচার্য্য। অসম্ভব—অসম্ভব এ হ'তে পারে না। শচীর মুক্তি নাই; আজ প্রকাশ্যে তাকে বিবসনা করবো, তবে যাবে জ্বালা—তবে মিটবে প্রতিহিংসা। যাও—সুমদ, শচীকে নিয়ে এসো। যাও—

(সুমদ অগ্রসর হইবা মাত্র)

ভয়াল। (বাধা দিয়া) সাবধান সেনাপতি ! আর এক পাও এগিও না। মনে রেখো, মায়ের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি অস্ত্র ধারণ করেছি—অঙ্গ সজ্জার জন্য নয়।

জলধি। দেখ্‌ছ কি সুমদ ? এগিয়ে যাও—

শুক্রচার্য্য। দুটো জাতিদ্রোহী দানব কুল কলঙ্কের হাতের অস্ত্রকে দানব সেনাপতির এত ভয় ? হাসির কথা ! যাও—এগিয়ে যাও।

বজ্র। সাধ্য থাকে এগিয়ে এসো, আর আমরাও দাঁড়ালাম মৃত্যুপণ সঙ্কল্প নিয়ে, দানব কবল থেকে মাতৃজাতির সম্ভ্রম রক্ষায়।

শুক্রচার্য্য। বজ্র, অভিশাপ দেব।

বজ্র। আশীর্ব্বাদ বলে মাথা পেতে নেব; তবু গুরু, চোখের উপর দেখবো না দেব নারীর লাঞ্ছনা।

শুক্রাচার্য্য। সম্রাট—আদেশ দাও।

জলন্ধর। গুরুদেব ব্রাহ্মণ তুমি, দয়ার অবতার তুমি; ভুলে যান এই নারী নির্য্যাতনের সঙ্কল্প। প্রতিশোধ নিন্ অন্য পন্থায়—এ ভাবে নয়—নারীশক্তি অবমানা করে নয়।

জলধি। জলন্ধর!

জলন্ধর। পিতা—পিতা, আমার রাজনীতি উল্টে যাচ্ছে—কর্ত্তব্য ভেসে যাচ্ছে—ভক্তি দূরে সরে যাচ্ছে। রাজ্য চাই না—সম্রাটত্ব চাই না—চাই শুধু একটু দয়া—একটু করুণা—একটু স্নেহ। প্রত্যাহার কর পিতা—প্রত্যাহার কর শচী নির্য্যাতনের আদেশ—

বৃন্দাবতীর প্রবেশ

বৃন্দাবতী। আদেশ দিন পিতা, শচীদেবীর মুক্তির আদেশ দিন! সতীর চোখের জলে দৈত্যপুরী ভেসে যাচ্ছে—ধ্বংস চিতা জলে উঠেছে। আদেশ দিন পিতা—আদেশ দিন।

অসি হস্তে চন্দ্রাবতীর প্রবেশ

চন্দ্রাবতী। হ্যাঁ, আদেশ দিন পিতা, শচীর চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে প্রকাশ্য সভায় তাকে বিবসনা করার আদেশ দিন! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—চাই স্বামী হত্যার প্রতিশোধ। ওই—ওই দেখ ঊর্দ্ধে—

প্রতিশোধ কামনায় স্বামী আমার চেয়ে আছে মুখের দিকে। যাও—যাও, সেনাপতি নিয়ে এসো শচীকে! ওকি, মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছো? ভয়? কাকে ভয়? বজ্রকে? এসো আমি যাব তোমার আগে আগে— সরিয়ে দেব তোমার পথের কাঁটা।

বজ্র। মা! স্মরণ রেখো, তুমি যেমন আমার মা, শচীদেবীও তেমনি আমাদের মা।

চন্দ্রাবতী। কোন কথা নয়, চলে এসো সেনাপতি!

(অগ্রসর হইবা মাত্র বজ্র চন্দ্রাবতীর বক্ষে আঘাত করিল।

বজ্র। মর্ তবে কালভুজঙ্গিনী!

চন্দ্রাবতী। উঃ—

(বৃন্দাবতী চন্দ্রাবতীকে ধরিয়া ফেলিল)

জলধি। আরে—আরে মাতৃঘাতী দস্যু। (বজ্রের বক্ষে আঘাত)

বজ্র। উঃ—মা— ভয়াল ধরিয়া ফেলিল)

বৃন্দাবতী। কি করলে দিদি, কেন এ সর্ব্বনাশ করলে?

[চন্দ্রাবতীকে লইয়া প্রস্থান।

ভয়াল। কি করলে দাদা!

বজ্র। মুক্তির বোধন বসালাম ভাই। মুক্তি—মুক্তি, আসছে মহামুক্তির লগ্ন। ওই আলো—ওই মুক্তির আলোক ময় পথ—ওই তোরণ দুয়ার; যাব—যাব, ওই পথ—ওই আলো—

[উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

ভয়াল। দাদা—দাদা!

[বেগে প্রস্থান।

জলন্ধর। বাঃ—বাঃ—বাঃ! রক্তের নদী তর্‌তর্ করে বয়ে চলেছে। চলুক—চলুক, আরো প্রবল বেগে চলুক স্রোত। হাজার হাজার

পুণ্যার্থি তাতে অবগাহণ করুক—একটার পর একটা করে দানবের শব-দেহে—মড়ার পাহাড় তৈরী হোক—আর সেই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে, আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে আহ্বান করি মুক্তি লগ্নকে—কবে আসবে তুমি বন্ধু—কবে শেষ করবে আমার বন্ধুর পথের যাত্রা।

(প্রস্থানোদ্যত)

জলধি। জলন্ধর !

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যপতি, তুমি কি প্রতিশোধ চাও না ?

জলন্ধর। হ্যাঁ, চাই। দেবতারা আমাদের শত্রু, প্রতিশোধ নিতে হয় নেব তাদের উপর। কিন্তু দেব নারী আমার মা—আশীর্ব্বাদের ধান্য দুর্ব্বার মত—তাঁদের পদরেণুর স্থান এই অভিশপ্ত জলন্ধরের মাথার উপর।

[প্রস্থান।

জলধি। কুপুত্র—কুলাঙ্গার—

[প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। অভিশাপ—অভিশাপ। কাপুরুষ রাজা! আমি তোমায় এমন অভিশাপ দেব যা দেখে আর কেউ কোনদিন গুরুর বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হবে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য মধ্যস্থ কালিকা মন্দির

(পূজার উপকরণ সজ্জিত ফুলমালা ও একখানি
খড়্গ যূপকাষ্ঠের সামনে ছিল)

রঘুনাথের প্রবেশ

রঘুনাথ। মা—মা! মঙ্গলময়ি! জগতের মঙ্গল সাধন কর মা! মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখুক—পরশ্রীকাতরতা হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দে মানুষের মন থেকে, জ্ঞান দে—বিবেক দে—আত্ম চেতনা দে। (প্রণাম)

বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী। পূজা শেষ হ'লো বাবা!

রঘুনাথ। হ'য়েছে মা!

বন্দী কালকেতু ও আহ্লাদকে লইয়া শম্ভুর প্রবেশ

শম্ভু। তবে এইবার বলি কার্য্য শেষ করায় আদেশ দাও সর্দ্দার! (খড়্গ তুলিয়া লইল)

বনদেবী। না, তুমি নয়, আমি স্বহস্তে মায়ের সামনে এদের বলি দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। মালা দুগাছা ওই শয়তান দুটোর গলায় পরিয়ে দাও। (শম্ভুর হাতে দুগাছি মালা দিল ও নিজে খড়্গ গ্রহণ করিল)

শম্ভু। আমি যাই দেখি, শয়তানদের আরো কোন গুপ্তচর আশে পাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে কিনা।

[প্রস্থান।

কালকেতু। সর্দ্দার! সর্দ্দার! আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বনদেবী। মার্জ্জনা! তা হয়না পাপী! স্মরণ কর সেই বিগত দিনের কথা, যেদিন আমার পিতার স্নেহের আশ্রয়চ্যুত করে দশের চোখে— সমাজের চোখে সাজিয়ে ছিলে কলঙ্কিনীর সাজে; আজ তার প্রতিশোধ! তোর রক্তে আলপনা দিয়ে প্রবেশ করবো আজ আমি নূতন সংসারে।

কালকেতু। (ব্যাকুল ভাবে) ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ! আমাদের ক্ষমা কর। (রঘুনাথের পদতলে পতন)

আহ্লাদ। আমাকে বাঁচাও সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও। (পদ ধারণ)

রঘুনাথ। বনদেবী!

বনদেবী। বাবা!

রঘুনাথ। ভুলের বশে এরা একটা অন্যায় করে ফেলেছে; এদের কি মার্জ্জনা করা চলে না মা?

বনদেবী। তুমি কি বলছো বাবা! এরা আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে, তাকি তুমি ভুলে গেলে! ও আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বেলে দিয়েছে, আমার বাবার বুকের পাঁজর গুলো এক একখানা করে উপড়ে নিয়েছে; এসব কি তুমি কিছুই জান না?

রঘুনাথ। জানি মা, সব জানি। তুই যখন স্বামী অদর্শনের বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসকে, বুকে আঁকড়ে ধরে জগতের জন বিরল স্থানে বসে, চোখের জলে সাগর তৈরী করছিলি, ঠিক সেই সময়—

বনদেবী। (উন্মত্তের মত) ওই পাপী— ওই লম্পট! আমার চোখের সামনে ধরলে লোভনীয় উপঢৌকন— আমি পদাঘাতে তাকে

দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ, আত্মীয়, পাড়াপ্রতি-বেশীরা নিঃসঙ্কোচে বল্লে—বনদেবী কুলটা—ভ্রষ্টা। বাবার উজ্জ্বল মুখখানা মাটীতে সেঁদিয়ে গেল, আর আমি ঘৃণার ছাপ মুখে নিয়ে যাত্রা করলুম অনির্দ্দিষ্টের পথে। আজ আমি ক্ষমা করবোনা—কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না, এই পাষণ্ডের রক্তে মা করালীর পায়ে অঞ্জলি দেব।

কালকেতু। আমাদের ক্ষমা কর বনদেবী!

বনদেবী। ক্ষমা, তোমাদের! মনে কর সেই বিগত দিনের ইতিহাস! তোমরা আমার ইহকাল জ্বালিয়ে দিয়েছ, পরকালকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছে; তোমাদের ক্ষমা করলে, জগতের নারী সমাজ অভিশাপে আমার পরকালকে যন্ত্রণাময় করে তুলবে। তোমাদের রক্ত পানের জন্য মা আজ অধীরা—ব্যাকুলা—রক্ত দাও পাপী—রক্ত দাও—

রঘুনাথ। উন্মাদনা ভুলে সন্তানকে ক্ষমা কর—অনুগ্রহ কর, দেখছ না ওরা আজ বড় বিপন্ন—তোমার করুণার ভিখারী।

বনদেবী। দিলে না—দিলে না, এরা আমার যজ্ঞপূর্ণ করতে দিলে না—আমার কালীমাখা মুখখানা পবিত্রতার বারিতে ধুয়ে নির্ম্মল করতে দিলে না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবা—এদের জন্য কোন অনুরোধ করো না! যে লম্পট মা ভগ্নী সম্বন্ধ ভুলে, কু-প্রবিত্তির তাড়নায় নারীর ধর্ম্ম নাশে দ্বিধা বোধ করে না, সে লম্পটের প্রতি করুণা করলে —তাকে বাঁচিয়ে রাখলে, শুধু আমি কেন, আমার মত হাজার হাজার নারীকে, সমাজ গণ্ডীর বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে, কলঙ্কিত মুখ নিয়ে। এদের প্রতি কোন অনুগ্রহ নেই—ভালবাসা নেই—আছে শুধু নির্ম্মমতা —নৃশংসতা। আয়—আয় পাপী!

(কালকেতুকে হত্যা করিতে উদ্যত হইবামাত্র রঘুনাথ মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া খড়্গ ধরিয়া ফেলিল।

রঘুনাথ। শান্ত হ' মা—শান্ত হ'! ওই চেয়ে দেখ, উর্দ্ধে নীল আকাশের দিকে বিশ্ব জননী মা আমার—বিশ্বজগতকে লক্ষ্য করে বলছে, ওরে, সন্তান রক্ত আমি চাই না—আমি যে মা! আর ওই দেখ, সম্মুখে করালী মায়ের পাষাণ মূর্ত্তি ব্যাকুল কম্পনে জানিয়ে দিচ্ছে যে, কু-পুত্র হলেও কু-মাতা কখনো হয় না। সন্তান হত্যা মায়ের কর্ত্তব্য নয়। কর্ত্তব্য—পথভ্রষ্ট সন্তানকে সন্তানের আদর্শে গড়ে তোলা।

বনদেবী। ছাড় বাবা, ছাড়—আমার হাত ছাড়। তোমার এ সব কথা আমার ভাল লাগছে না। আজ আমি তোমার সে বনদেবী নই, রক্ত পিয়াসী চামুণ্ডা! রক্ত চাই—রক্ত চাই—

রঘুনাথ। প্রতিহিংসায় আত্মহারা হয়ে, এমনি করে মায়ের মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলিসনি; দেখা তোর মাতৃ মহিমা পরকালের শাস্তি কামনায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তো সবই ফুরিয়ে যায়। পাপীকে আত্ম অপরাধ বোঝার সুযোগ দে—সে দীর্ঘ জীবন লাভ করুক—অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরুক। প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা যখন আমাদের নাই, তখন নেওয়ার অধিকারের দাবী করাটাই ত' আমাদের ভুল। (বনদেবীর হাত হইতে খাঁড়া কাড়িয়া লইল)

বনদেবী। হোক ভুল, তবু আমি এদের এমনি এমনি ছেড়ে দেব না। এরা যেমন আমার ছাপ দিয়েছে—আমিও তেমনি এদের এমন ছাপ দেব, যা দেখে জগতের প্রতিটী নর-নারী চিনতে পারবে যে, এরাই সেই মহাপাপী—লম্পট। (কালকেতুর প্রতি) শোন পাপী! তুই যে চোখ দিয়ে আমার সৌন্দর্য্য দেখে পতঙ্গের মত ছুটে এসেছিলি—উপভোগ করার জন্য—আজ আমি তোর সেই চোখ দুটো তুলে নেব। (কটীদেশ হইতে ছুরি বাহির করিয়া চোখ তুলিয়া নিল)

কালকেতু। উঃ—

বনদেবী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হয়েছে হয়েছে, জ্বালার কতকটা উপশম হয়েছে। এইবার আহ্লাদ!

আহ্লাদ। ওরে বাবারে, আমার কোন দোষ নেই; আমি ও সব কিছুই জানি না।

বনদেবী। জান—জান, তুমি সব কিছুই জান, পাপীর লীলা সহচর তুমি—তোমারও পরিণাম এই—(নাসিকা কর্ত্তন)

আহ্লাদ। উ হুঁ-হুঁ, ওঁরে বাঁবারে—গেঁছিঁরেঁ—বাঁবা— [প্রস্থান।

বনদেবী। যাও, দূর হয়ে যাও এই দেব মন্দির থেকে। জগতের লোককে দেখাওগে তেমাদের কৃতকর্ম্মের পরিণাম।

কালকেতু। অন্ধকার, চারিদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরেছে। ওই—ওই নরকের বিভৎস দৃশ্য—পিশাচের অট্ট অট্ট হাসি, লোহার মুগুর নিয়ে যম কিঙ্করেরা আমার দিকে ছুটে আসছে, কোথা যাই—কোথায় আশ্রয় পাই—আজ আমি দৃষ্টি শক্তি হীন—অন্ধ। মা—মা, বনদেবী মা তুমি আমার প্রণাম নাও। (প্রণাম)

রঘুনাথ। দেখছিস মা, দেখছিস! বিবেকের চাবুকের ঘায়ে, আর অনুতাপের আগুনে পুড়ে কালকেতু কেমন খাঁটী হয়ে উঠছে, এইবার দেখিস বেটী, ওর ভেতর থেকেই জেগে উঠবে সত্যিকারের মানুষটি।

কালকেতু। বনদেবী, মা! ক্ষমতার মাদকতায় আমি তোমায় চিনতে পারিনি, আজ চিনেছি—নারী শুধু আমার নয়—জগতের মা! এই মাতৃশক্তির অবমাননার ফলেই আজ আমি অন্ধ! মা—মা একটু দয়া কর, আঁধারের মাঝে পড়ে প্রাণটা আমার আকুলি বিকুলি করছে, একটু আলোর মুখ দেখার জন্য; কে আছ বন্ধু—একটু আলো দেখাও—হাত ধরে নিয়ে চল—আলো—একটু আলো দাও।

[প্রস্থান।

বনদেবী। কালকেতুর অবস্থা দেখে মনে হ'চ্ছে, সত্যিই সে আজ বিপন্ন, তার অসহায় জীবনের কথা স্মরণ করে ভাবছি—তাকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রঘুনাথ। এই তো বেটী, ছেলের দুঃখে জল ভরা চোখ দুটো টল-টলিয়ে উঠেছে। ওরে বেটী মায়ের জাতের মনটা সময়ে কঠোর হ'য়ে উঠলেও তার কোমল বৃত্তিটুকু যাবে কোথা? যাক, এইবার আমায় বিদায় দে মা! খেয়া পেরুবার কড়ি সঞ্চয় করতে যাই।

বনদেবী। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব বাবা? কে দেবে আমায় আশ্রয়?

শম্ভুর প্রবেশ

শম্ভু। যে একদিন অগ্নি নারায়ণ সাক্ষ্য করে আশ্রয় দিয়েছিল, আজও সেই দেবে তোমাকে আশ্রয়।

রঘুনাথ। যাও শম্ভু! এই দেবী প্রতিমার হাত ধরে অগ্রসর হও সংসারীর জীবন যাত্রা পথে, মধুময় করে তোল তোমাদের দাম্পত্য-জীবন। চন্দ্রচূড়কে বলো, শরতের সাহানা সুরে বাঁশী বাজাতে বাজাতে, এই দেবী প্রতিমাকে যেন বরণ করে নেয়। আর বলো এ তোমার বড় ভায়ের দাবী।

বনদেবী। বাবা! বাবা! তবে তুমিই কি আমার জ্যেঠামশাই? সেই একদিন বলেছিলাম না, আমাদের বাড়ীতে তোমায় দেখেছি। তবে বল, আমি ঠিকই চিনেছিলুম তোমাকে!

রঘুনাথ। হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছিলি মা!

বনদেবী। বল না বাবা, সত্যিই কি তুমি আজ আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছো?

রঘুনাথ। ত্যাগের দেশের যাত্রী না হ'লে যে পরমার্থের সন্ধান পাওয়া যায় না মা। চলেছি তীর্থের পথে! তোর বাবাকে বলিস যে, জ্যেঠামশাই বলেছে, ভায়ে ভায়ে সংসারে কাটাকাটি মারামারি চিরকালই হ'চ্ছে—হবেও—তাব'লে রক্তের টান কমে যায় না! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সে যেন সুখী হয়।

বনদেবী। (সজল চোখে) বাবা!

রঘুনাথ। কাঁদিস না মা—কাঁদিস না। তাহ'লে আমি যেতে পারবো না—তোর চোখের জল মেখে আমি যে স্বর্গে গিয়েও সুখী হতে পারব না। তোর বাবার স্বার্থপরতাই আমাকে ঘর ছাড়িয়েছে, আমার পরমার্থ লাভের পথ মুক্ত করে দিয়েছে। ওরে, কনিষ্ঠের এতবড় উপকারের কথা আমি কোন দিনই ভুলব না।

বনদেবী। জ্যেঠামশাই, তুমি শুধু একবার বাড়ী চল।

রঘুনাথ। উপায় নাই মা, মুক্ত বিহঙ্গকে আর সংসারের স্বর্ণ পিঞ্জরে আটকে রাখার চেষ্টা করিসনি। শম্ভু!

শম্ভু। আসি সর্দ্দার। (প্রণাম)

বনদেবী। আসি বাবা। (প্রণাম)

রঘুনাথ। আশীর্ব্বাদ করি, সুখে দুঃখে অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়েও, কোনদিন যেন তোদের মুখের হাসি মলিন না হয়।

[শম্ভু ও বনদেবীর প্রস্থান।

রঘুনাথ। ওই যায়-- শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না তরঙ্গে ভাসতে-ভাসতে শারদরাণী মা আমার—ওই চলে যায়। ভগবান, আর কেন প্রভু! নিয়ে চল আমায় হাত ধরে তোমার আলোর রাজ্যে—খুলে দাও মুক্তির তোরণ দুয়ার। মা—মা, বাজিয়ে দে মা তোর শেষের বাদ্য—দে মা ছুটী দে—আমি সব শেষ করেছি—আমি সব শেষ করেছি।

তন্ময়ভাবে পড়িবার উপক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে
বিবেক আসিয়া ধরিয়া ফেলিল

বিবেক।　　　　　　　　গীত

এস মোর সাথে সে সুন্দর দেশে নাহিগো যেখানে কান্নাকাটী।
মুক্ত করিতে এভব যাতনা তোমারে লইতে এসেছি ছুটী॥
লাগবে নাক পারের কড়ি,
তোমার সাথে ধরবো পাড়ি,
তোমায় নিয়ে যাব সেথায় যেথায় তোমার আসল ঘাঁটী॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজসভা

জলন্ধর ও শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

শুক্রাচার্য্য। মুক্তকণ্ঠে করেছিলে তুমিই ঘোষনা!
দেবপূজা যে জন করিবে,
আত্মীয় বা অনাত্মীয়
না করি বিচার—
দিবে দণ্ড রাজনীতির বিধানে!
হয় কি স্মরণ?

জলন্ধর। হ'য়েছে স্মরণ।
সকলেই সম অপরাধে হইবে দণ্ডিত—
নিরপেক্ষ শুদ্ধ সুবিচারে।

শুক্রাচার্য্য। হয় যদি স্বজন তোমার,
পরম আত্মীয় ?

জলন্ধর। বলেছিত আগে—
রাজনীতি করে না বিচার তাহা।

শুক্রাচার্য্য। ধৈর্য্যের কঠোর বর্ম্মে বাঁধ বুক,
কর্ত্তব্য ভুলো না যেন
স্নেহে অন্ধ হ'য়ে।
কোথায় সুমদ !
লয়ে এসো ত্বরা—
জাতি দ্রোহী ধর্ম্ম দ্রোহী কুলাঙ্গারে।

বন্দী ধুরন্ধরকে লইয়া সুমদের প্রবেশ

জলন্ধর। এঁ্যা, একি! এযে ধুরন্ধর! এ দুধের ছেলে কখনো এত গুরু অপরাধে অপরাধী হ'তে পারে না।

শুক্রাচার্য্য। জলন্ধর! স্মরণ কর রাজার কর্ত্তব্য! প্রতিজ্ঞা বদ্ধ তুমি, বিচার করে যোগ্য দণ্ড দাও অপরাধীকে।

জলন্ধর। গুরু—গুরু, ওযে আমার পুত্র।

শুক্রাচার্য্য। পুত্র—পুত্র—পুত্র! চমৎকার পক্ষপাতীত্ব! আজ যদি তোমার পুত্র না হয়ে হতো অন্যের পুত্র—তাহ'লে বোধ হয় এতখানি চঞ্চল হ'তে না—ধৈর্য্য হারাতে না।

জলন্ধর। বল গুরু—বল, কি অপরাধে অপরাধী এই বালক, যার জন্য ওর কোমল হাত দুটীতে পরিয়েছ লোহার শৃঙ্খল।

শুক্রাচার্য্য। রাজ আদেশ উপেক্ষা করে দেবপূজা করছিল, আর সেই অপরাধেই পরিয়েছি কুমারের হাতে লোহার শৃঙ্খল!

জলধির প্রবেশ

জলধি। দণ্ড দাও পুত্র—দণ্ড দাও!

জলন্ধর। দেব—দেব, আমায় ভাবতে দাও, বুঝতে দাও একটু অবসর দাও। ধুরন্ধর!

ধুরন্ধর। বাবা!

জলন্ধর। তুমি রাজার আদেশ উপেক্ষা করে দেব পূজা করেছো?

ধুরন্ধর। করেছি।

জলন্ধর। কেন এ অন্যায় করলে বাবা?

ধুরন্ধর। চরিত্র যাঁদের উদার মহান। যাঁদের করুণা বিন্দু পাবার আশায়, কতশত মুনি ঋষি বসে আছেন যোগাসনে—যাঁদের দেওয়া দানে দানব হ'য়েছে অমর—উঠেছে দম্ভের শিখরে—সেই দেবপূজা করা যে, অন্যায় এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, বাবা!

শুক্রাচার্য্য। শুনলে রাজা—কুমারের স্পর্দ্ধার কথা শুনলে?

জলন্ধর। রাজার বিচারে তুমি অপরাধী!

ধুরন্ধর। তবে আমায় দণ্ড দাও বাবা!

জলধি। আছড়ে মারতে হয় কুলাঙ্গারকে। (স্বগতঃ) এইবার দেখবো নারায়ণ! এইবার হবে তোমার কঠোর পরীক্ষা! (প্রকাশ্যে) দেরী কিসের? দণ্ড দাও—দণ্ড দাও জলন্ধর! প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করো এই বংশের কলঙ্ককে। [প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যপতি! বিলম্ব কিসের, আদেশ দাও।

ভয়ালের প্রবেশ

ভয়াল। দিও না—দিও না পিতা—
প্রাণ হীণ পাষাণের মত—
এ নিষ্ঠুর আদেশ দিও না।

শুক্রাচার্য্য। রাজা! কি দেখ দাঁড়ায়ে?
কর দণ্ডবাণী উচ্চারণ।

ভয়াল। স্তব্ধ হও রাক্ষস ব্রাহ্মণ!
নির্ব্বাক বিস্ময়ে,
দূরে থাকি শুনেছি সকলি;
গুরু বলি কহি নাই কথা,
করি নাই কোন প্রতিবাদ;
এবে আর না পারি সহিতে—
ধৈর্য্য বাঁধ ভেঙে গেছে মোর।
হ'লেও আচার্য্য—
দৈত্যকুল গুরু,
তবু প্রজা তুমি—
রাজা বর্ত্তমানে
নাহি অধিকার তব
রাজকার্য্য মধ্যে করিতে প্রবেশ।
পুঁথি পত্র পুরাণের মাঝে
সীমা বদ্ধ যারা
রাজনীতি আলোচনা
অনধিকার চর্চ্চা তাহাদের।

জলন্ধর। শান্ত হ' ভয়াল!
ঔদ্ধত্য ত্যজিয়া—
শান্ত নম্র ভাবে কহ কথা!
নমস্য ব্রাহ্মণ—
তাহে দানবের কুলগুরু

পূজনীয় সবাকার তিনি,
সতত তাঁহার স্থান মাথার উপর।

ভয়াল। যে ব্রাহ্মণ ক্ষমা গুণে বিশ্বের বরেণ্য,
সেই ব্রাহ্মণের হয় যদি
হেন কলুষিত মন—
কেহ না দিবে সম্মান তারে
ব্রাহ্মণ বলিয়া!
শ্রেষ্ঠত্বের পূজা কেমনে পাইবে?
করিবে কাহারা?

শুক্রাচার্য্য। দাম্ভিক যুবক!
চেন না ব্রাহ্মণে তুমি
পাওনিক পরিচয় তাঁর।
ইচ্ছিলে এখুনি
পলকে প্রলয় সৃজি,
ছারখারে দিতে পারি
সৃষ্টির মাধুর্য্য।
একদিন এই ব্রাহ্মণের
ভীম পদাঘাতে—
লজ্জাহীন হয়েছিল গোলকের পতি;
ভৃগু পদাঘাত চিহ্ন
আজো বিরাজে বক্ষেতে তাঁর।

ভয়াল। জানি—জানি হে ব্রাহ্মণ,
জানি তাহা বহু আগে থেকে।
কিন্তু যে ব্রাহ্মণ, আপন অন্তর

হিংসায় করিয়া পূর্ণ,
ভুলে যায় চরিত্র মাধুর্য্য—
ভুলে যায় গরিষ্ঠ সাধনা,
ভুলে যায় ক্ষমার অমিয় বাণী ;
সে ব্রাহ্মণে—
ব্রাহ্মণ বলিয়া কে করিবে পূজা ?
নিষ্ঠাচারী হ'লেও ব্রাহ্মণ,
অন্তরেতে নাহি যার
স্নেহ প্রীতি প্রেম ভালবাসা—
সে ব্রাহ্মণ, নহেক ব্রাহ্মণ—
নহে বিশ্ব পূজ্য—জগত বরেণ্য।

শুক্রাচার্য্য। আরে রে প্রগলভ যুবক—

জলন্ধর। গুরুদেব! গুরুদেব!

শুক্রাচার্য্য। বুঝিয়াছি, পিতা পুত্রে—
চাহ দোঁহে এক যোগে
অপমান করিতে আমায়।
বুঝিলাম জাতির কল্যাণে
পুত্র ত্যাগ তোমা হ'তে হবে না সম্ভব।
চলিলাম আমি—
মিথ্যাশ্রয়ী রাজার রাজত্ব ত্যজি।
(যাইতে যাইতে পুনঃ ফিরিয়া)
যাত্রাকালে বলে যাই পুনঃ
মনে রেখো সত্য বদ্ধ তুমি
মুক্ত কণ্ঠে কবে সবে

সত্য ভ্রষ্ট অধর্ম্ম আচারী—
রাজা জলন্ধর। (গমোনোদ্যত)

জলন্ধর। (বাধা দিয়া) গুরুদেব, ক্ষমা কর দাসে !
বারেক করুণা করি
মোর পানে চাও।
ওযে পুত্র, নয়ন আনন্দ নিধি,
আমি যে জনক তার।
আপনার হস্তে
যেই বৃক্ষ করেছ রোপণ—
কহ গুরু !
কোন প্রাণে আপনার হাতে
তারে করিব ছেদন।
পাষাণ নির্ম্মিত মরম মুকুরে মম
ভেসে ওঠে পুত্র মুখ,
খর স্রোতে বয়ে যায় স্নেহ মন্দাকিনী !
পারিব না—পারিব না গুরু,
এহেন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে সমাধা।

পুনঃ জলধির প্রবেশ

জলধি। তবে নেমে এসো—
নেমে এসো কুলাঙ্গার,
সম্রাটের আসন ত্যজিয়া—
পুত্র সাথে যাও বনবাসে ;
পক্ষপাতী সম্রাটের—
চাহে না মঙ্গল কেহ।

শুক্রাচার্য্য। রাজা তুমি, রাজধর্ম্ম করহ পালন।

জলন্ধর। পুত্র বলি দিয়ে যে ধর্ম্ম রাখিতে হয়
সে ধর্ম্ম নহেক ধর্ম্ম মোর কাছে।
ভেসে যাক ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উপাসনা
সব কিছু ভেসে যাক মোর—
থাকুক শুধু জাগিয়া এ বুকের মাঝে
অন্তরের এই অনন্ত জোছনা—
(ধুরন্ধরকে বক্ষে ধারণ)
পিতা মাতার সাধনা লব্ধ
মর জগতের অমৃত ভাণ্ডার। (মুখ চুম্বন)

শুক্রাচার্য্য। (উত্তেজিত স্বরে) দৈত্যপতি !

জলন্ধর। ক্ষমা—ক্ষমা,
গুরু চাহি শুধু ক্ষমা !

শুক্রাচার্য্য। মিথ্যাশ্রয়ী রাজা !
স্নেহে অন্ধ হয়ে
নাহি দাও যদ্যপি সত্যের মর্য্যাদা,
জেন স্থির, সত্যভঙ্গ মহাপাপে
ভুঞ্জিতে হইবে তোমা,
অনন্ত—অনন্ত কাল নরক যন্ত্রনা।

জলধি। অবাধ্য সন্তান !
ত্যজ দুর্ব্বলতা—ঘুচাও বিকার,
কর কর্ম্ম—রাখ ধর্ম্ম,
মর্ম্ম ভাঙা অশ্রু রাশি—
ফিরাইয়া দাও আঁখি পথ হতে।

জলন্ধর। তপন তাপিত তুষারের মত
আপনি গলিয়া—
নেত্র পথে নেমে আসে অশ্রুর প্রবাহ
ফিরাবার শক্তি নাহি—শক্তি নাহি মোর।

জলধি। জলন্ধর!

জলন্ধর। জানি, জানি পিতা!
পুত্রের মৃত্যুর লাগি,
তোমার হৃদয় মাঝে
অহঃরহঃ জ্বলে চিতানল!
জ্বেলেছ বিশ্বের বুকে
প্রতিহিংসা পূর্ণ যেই যজ্ঞের অনল;
কার তরে? নহে কি পুত্রের লাগি?
নহে কি গো তাহার নিধন হেতু?

জলধি। মনে রেখো পুত্র পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম—

[প্রস্থান।

ধুরন্ধর। পিতা! কেন গো কাতর হও?
কেন ভাব, মোর প্রাণ বিনিময়ে
হয় যদি ভ্রান্তি দূর—
নিভে যায় গৃহ বিবাদ অনল—
হোক তাই। দানি দণ্ড মোরে
পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা তোমার।

জলন্ধর। অক্ষম অশক্ত আমি;
দস্যু সম করিতে আচার—
পারিবে না কভু গুরু পিতার অন্তর।

শুক্রাচার্য্য। বার বার করিছ উপেক্ষা
আদেশ আমার!
থাক তবে অধার্ম্মিক—
অচিরে পাইবে তব—
যোগ্য প্রতিফল।
আমি যাই নগরে কাননে ভ্রমি,
উচ্চকণ্ঠে শুনাব সকলে—
মহাপাপী—মিথ্যাবাদী—
অধর্ম্ম আশ্রয়ী—দানব সম্রাট!

(গমনোদ্যত)

জলন্ধর। (গতিরোধ করিয়া) দাঁড়াও—দাঁড়াও গুরু,
ক্ষণেক দাঁড়াও,
প্রতিজ্ঞা পালন মোরে
অবশ্য করিতে হবে।
মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা বশে,
ভুলেছিনু রাজার কর্ত্তব্য।
এবে বাঁধিয়াছি মন—
পাষাণে গড়েছি হিয়া।
যাও—দূরে যাও একে একে সবে
অন্তরের স্নেহ, দয়া, মায়া আদি
সুকুমার বৃত্তিচয়।
দূরে যাও পুত্র স্মৃতি—
ভুলে যাও পিতা পুত্র সম্বন্ধ কাহিনী!
এস তুমি—এস তুমি প্রতিজ্ঞা আমার,

নিষ্ঠুরতা নির্ম্মমতা—
অন্তর আমার করহ আশ্রয় ;
মুদ আঁখি যেখানেতে
আছ যত পুত্রের জনক,
পিতা আজি পুত্রে তার দিবে বলিদান।
কহ গুরু, কোথায় ঘাতক ?

শুক্রাচার্য্য। ঘাতকের কিবা প্রয়োজন ?
নিজ হাতে বলিকার্য্য
করিব সমাধা।

জলন্ধর। ব্রাহ্মণ হইয়া ঘাতকের খড়্গ—
অসম্ভব ইহা।

শুক্রাচার্য্য। তোমার মঙ্গল হেতু
সব কিছু সম্ভব আমাতে।

(ধুরন্ধরকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল)

ভয়াল। স্মরণ রাখিও দ্বিজ !
গুরু বলি, অব্যাহতি
পাবে না আমার করে।
(অসি কোষমুক্ত করিবামাত্র)

জলন্ধর। (সুমদের প্রতি) সেনাপতি !
বন্দী করি লয়ে যাও উদ্ধত বালকে।
(সুমদ ভয়ালকে বন্দী করিল)
হ'লেও সন্তান—রাজদ্রোহী,
পাবে দণ্ড রাজার বিচারে !
যাও, রাখ গিয়া নির্জ্জন কারায়।

ভয়াল। ধুরন্ধর! ওরে ভাইটি আমার
বারেক আয়রে কাছে—
বুকে ধরে তোরে, এ জনমের মতন
মিটাই মনের খেদ।

ধুরন্ধর। কেন কাঁদ দাদা?
ডাক সেই বিপদহারি নারায়ণে,
সকল বিপদ মুক্ত হবে
তাঁহার কৃপায়।

ভয়াল। ওরে ভাই, আর বুঝি নাহি হবে দেখা।
যাবি—যাবি তুই ফেলিয়া মোদের—
অকালে কালের কোলে!
দাদা বলে কে আর ডাকিবে বল?
ওরে, কেহ না আসিবে কাছে
কেহ না শুনাবে আর মধুর সঙ্গীত।
আয় ভাই বিদায়ের কালে—
দিয়ে যাই শুধু তোরে একটী চুম্বন।
(ভয়াল ধুরন্ধরকে চুম্বন করিল)

শুক্রাচার্য্য। সুমদ—সুমদ!

ভয়াল। চিন্তা নাই গুরু!
ভ্রাতৃ-মিলনের মধু স্মৃতি
বুকে লয়ে—যাব সেইখানে—
যেখানে পাঠাবে মোরে।
চলহ সুমদ।

[ভয়ালকে লইয়া সুমদের প্রস্থান।

জলন্ধর। একে একে পথের কণ্টক
সব গেল সরে। যাও গুরু লয়ে যাও
পুত্রে মোর যথা ইচ্ছা তব,
বাধা হীন গতি পথ এবে।

বৃন্দাবতীর প্রবেশ

বৃন্দাবতী। কোথায় কার কাছে নিয়ে যাবে আমার পুত্রকে? আমি মা, মাকে ফেলে পুত্র আমার কোথায় গিয়ে থাকবে মহারাজ? আয়—আয় বাবা, আমার বুকে আয়— (ধুরন্ধরকে বক্ষে করিল) আঃ—এযে আমার শত স্বর্গের—অনন্ত সান্ত্বনা।

জলন্ধর। শত স্বর্গের সম্পদ—শত জন্মের অনন্ত সান্ত্বনা পিতা মাতার আশা ভরসা ভবিষ্যৎ হলেও, পুত্র পাবে তার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড। সম্রাট আমি—শাসক আমি, স্নেহের বশে পুত্রকে মুক্তি দিলে পক্ষপাত দোষে দুষিত হবে সম্রাটের সুনাম; স্বার্থপর ভেবে কেউ করবেনা রাজপূজা—দেবেনা শ্রদ্ধার আসন। রাজনীতি বড় কঠোর, তার দায়িত্ব অতি গুরুতর—এখানে আত্মীয় অনাত্মীয় নেই, পিতা পুত্র নেই, পতি পত্নী নেই, আছে শুধু রাজনীতির সূক্ষ্ম সুবিচার।

বৃন্দাবতী। দেবপূজা অপরাধে, পুত্রকে প্রাণদণ্ড দিয়ে পালন করতে চাও তোমার রাজনীতি! উঃ, এত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন তুমি! এই সদ্যফোটা পদ্মের মত কচি মুখখানি দেখেও কি তোমার পাথরে গড়া প্রাণটা কেঁদে উঠছে না? ত্যাগ কর ওই সৃষ্টিছাড়া রাজনীতি—টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেল ওই রাজনীতি শাস্ত্রের পাতাগুলো। যে নীতি নিজের পুত্রের মাথায় বলিদানের খড়্গ তুলে ধরে, সে নীতি—নীতি নয়—সৃষ্টির আবর্জনা।

জলন্ধর। নিয়ে যান, গুরু শিগ্‌গির নিয়ে যান ওকে এখান থেকে। আমি সম্রাট হলেও—আছে আমার অনুভূতি, আমি শাসক হ'লেও আছে আমার কাঁদার শক্তি—আমি রক্ষক হলেও বইছে আমার রক্তে বিদ্যুৎ প্রবাহ। রাজনীতির গৌরব রক্ষার জন্য সহ্য করতে পারবো না এই কাল বৈশাখীর ঝড়। যান, নিয়ে যান।

বৃন্দাবতী। (জলন্ধরের পদধারণ) ওগো রাজা! একটু করুণা কর, প্রসন্ন নয়নে চাও এযে আমার পুত্র—

জলন্ধর। তোমার পুত্র কি আমার পুত্র নয় রাণী? তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে—আর আমার কি যাচ্ছে না? কি করবো উপায় নেই। শুধু ন্যায় ধর্ম্মের মুখ চেয়ে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় আমার এই পুত্র বলিদান।

বৃন্দাবতী। ওগো, না—না, এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না, ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আমার বুকের মাণিককে—ফিরিয়ে দাও।

জলন্ধর। পাবে না—পাবে না অভাগিনী, পুত্রকে তোমার ফিরে পাবে না।

ধুরন্ধর। মাগো! কেন কাঁদছো? আমার জীবনের বিনিময়ে বাবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গৌরব সন্তানের আর কি আছে মা! যে ভগবানের দেওয়া জীবন এতদিন তোমাদের কাছে গচ্ছিত ছিল, আজ আবার তিনিই তোমাদের কাছ থেকে আমাকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন! এতে দুঃখ করার কিছু নেই মা।

শুক্রাচার্য্য। মহারাণী! মনে থাকে যেন তুমি সহধর্ম্মিণী, তোমার কর্ত্তব্য স্বামীর কাজের অন্তরায় হওয়া নয়, তার কাজের সহযোগিতা করা।

বৃন্দাবতী। আপনার পায়ে পড়ি গুরুদেব! আমার পুত্রকে ফিরে দিন। আমি রাজ্য—ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না—চাই কেবল আমার পুত্রের

জীবন ভিক্ষা। দেবে না পুত্রকে তার মায়ের কোলে সুখে থাকতে? তুমি না ব্রাহ্মণ! তুমি না জগত বরেণ্য! না—না, তুমি ব্রাহ্মণ নও, তুমি রাক্ষস—পিশাচ—নরখাদক।

শুক্রাচার্য্য। মহারাণী!

বৃন্দাবতী। মা তার পুত্রের জন্য তোমার পায়ের তলায় পড়ে কাঁদছে, আর তুমি অটল হিমাদ্রির মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ মাহাত্মা বিকাশ করছো। তোমার কি মা ছিল না ব্রাহ্মণ, একটা দিনের জন্যও কি তুমি মাতৃস্নেহ অনুভব করনি? একদিনও কি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারনি তার স্নেহের গভীরতা?

জলন্ধর। বৃন্দা, সতী! তোমার স্বামীর অবস্থা ভেবে—তার মুখের পানে চেয়ে, ধুরন্ধকে ত্যাগ কর দেবী!

বৃন্দাবতী। না—না, ত্যাগ করবো না আমি পুত্রকে—দেব না তাকে কোথাও নিয়ে যেতে।

জলন্ধর।　　ভেবেছ কি রাণী? কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়?
কার পুত্র, কেবা পিতা, কেবা মাতা?
কি সম্বন্ধ হেথা সবাকার সাথে?
খেলাঘর—খেলাঘর—
দুদিনের খেলাঘর শুধু সম্বন্ধ মায়ার।
ছাড়ো মায়া, ত্যজ পুত্রে,
বাঁধ বুক কঠিন পাষাণে!
কাঁদ কার তরে?
নীড় হারা পাখীর মতন
শুধু আসা যাওয়া ক্ষণেকের তরে।

শুক্রাচার্য্য। এস কুমার!

ধুরন্ধর। (জলন্ধর ও বৃন্দার পদধূলি গ্রহণ) বাবা! মা! আসি তবে তোমরা কেঁদ না—হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও।

ধূরন্ধর। গীত

বিদায়—বিদায়—বিদায়—আমার বিদায় বেলায় এসো হে সখা।
এস মম কাছে মনোহর বেশে আমারে দাও দেখা ॥

বৃন্দাবতী। ধুরন্ধর—বাপরে আমার—(জড়াইয়া ধরিল)

ধুরন্ধর। পূর্ব্বগীতাংশ

এস চির সুন্দর মনোহর রথে,
নিয়ে চল মোরে সে অজানা পথে,
পুলকে মুদিব আঁখি দুটী মম তুমি যে আমার জীবন রাখা ॥

জলন্ধর। (চঞ্চল ভাবে) গুরুদেব!

ধুরন্ধর। পূর্ব্বগীতাংশ

এস কাছে এস সাধনার ধন,
বিপদ ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন,
নাম নিয়ে আমি মাতোয়ারা তুমি যে হৃদয়ে আঁকা ॥

[ধুরন্ধরকে লইয়া শুক্রাচার্য্যের প্রস্থান।

বৃন্দাবতী। ধুরন্ধর—ধুরন্ধর বাবা আমার! ওরে কে কোথায় আছিস ধর—ধর—রাক্ষসকে ধর, রাক্ষস আমার দুধের বাছাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে—ওঃ—বাপরে আমার—(মূর্চ্ছা)

জলধির প্রবেশ

জলধি। দেখবো চক্রী! দেখবো এইবার কি কৌশলে কেমন করে রক্ষা কর তোমার ভক্তকে! দেখবো—দেখবো কেমন করে ভক্তের ডাকে বেজে ওঠে তোমার বিপদহারি মধুসূদন নামের অভয় ডঙ্কা।

জলন্ধর। পিতা—পিতা, এইবার বল আর আমি কাপুরুষ নই। পালন করেছি আমি কঠোর রাজনীতি। পিতা হয়ে নির্ম্মম ঘাতকের মত বলিদান দিয়েছি পুত্রকে, সত্যের যূপকাষ্ঠে ফেলে।

জলধি। তোমারও ভুল সংশোধনের আর দেরী নেই ব্রাহ্মণ! ভক্ত প্রাণ বিনাশের সংকল্প শুধু আজ নয় ব্যর্থ হয়েছে যুগে যুগে। প্রহ্লাদ—অদিতির চোখের জলে গড়া বামন মূর্ত্তি—ব্রাহ্মণের বেদ উদ্ধারের জন্যও ধরেছিলেন তিনি মীন মূর্ত্তি। অন্ধ ব্রাহ্মণ! এখনও তুমি সূক্ষ্ম-জগতের এত নীচে পড়ে আছ। হরি ভক্তের প্রাণ বিনাশ, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

উন্মত্তের মত শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

শুক্রাচার্য্য। পারলুম না—পারলুম না রাজা! পুত্রকে তোমার হত্যা করতে পারলুম না। হাতের খড়্গ হাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

জলধি। বেজেছে—বেজেছে, গম্ভীর নাদে বেজে উঠেছে এইবার তাঁর বিপদহারি নামের অভয় ডঙ্কা।

জলন্ধর। তারপর গুরু, তারপর কি হলো? আমার ধুরন্ধর কোথায় গেল?

শুক্রাচার্য্য। সে কথা উচ্চারণ করতে সারা দেহটা আমার এখনো রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে। উঃ—কি ভীষণ সেই রাক্ষস মূর্ত্তি, আমার হাত থেকে জোর করে তোমার পুত্রকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল; —কত খোঁজাখুজি করলুম—পেলুম না! ধ্যান যোগে জানলুম, মায়া দেবতার মায়া—প্রহেলিকা।

জলন্ধর! হাঃ-হাঃ-হাঃ—পারলে না গুরু, পারলে না! বিশ্বনাশী ব্রহ্ম-তেজের আগুনে সেই মায়াবী দেবতাকে পুড়িয়ে ছারখার করতে? দেবতার গর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে? ত্রিলোকের সমস্ত শক্তি লুণ্ঠিত যে ব্রাহ্মণের পদতলে, সেই ব্রাহ্মণও আজ পরাজিত! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শুক্রাচার্য্য। না—না! দানব গুরু শুক্রাচার্য্য কোনদিন পরাজিত হয়নি—কোনদিনই দেবতার কাছে নতি স্বীকার করেনি, আজও করবে না। ছিন্ন করবো আমি সকল কৌশল। জলন্ধর! প্রতিশোধ নাও, চূর্ণ কর সেই মায়াবী হরির দর্প।

জলন্ধর। হরি—হরি! কোথায় হরি, কোথায় পাব তার দেখা, আমি তাকে চাই। হিরণাক্ষ্য—হিরণ্যকশিপু—শঙ্খচূড়কে বধ করে ভেবেছ যে, তোমার সমকক্ষ আর কেউ নেই, তাই নিশ্চিত মনে গা ঢেলে দিয়েছ সুখ শয্যায়—তা হবে না, আমি হব তোমার নিদ্রার হন্তারক। চল পিতা, নিজের হাতে জেলেছ যে যজ্ঞের অনল—পূর্ণাহুতি দেবে চল সেই ধ্বংস যজ্ঞে।

জলধি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ধ্বংস যজ্ঞ!

জলন্ধর। যজ্ঞকুণ্ড—ধূর্জ্জটী, হোতা—তুমি, আর যজ্ঞ হবি—তোমার পুত্র জলন্ধর। সুমদ!

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। আদেশ সম্রাট!

জলন্ধর। ভয়ালকে মুক্ত করে দাও। সাজাও বাহিনী! আজ হবে দানবের বৈকুণ্ঠ অভিযান। নিষ্ক্রিয় অকর্ম্মণ্য কেউ থাকবে না, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা সবাইকে যেতে হবে এই অভিযানে! [প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। চল—চল রাজা, বিপুল বিক্রমে ছুটে চল বজ্রের ক্ষিপ্রতা নিয়ে—দিগ্ দাহের প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। আমিই চালনা করবো তোমার রথ—ঘিরে রাখবো আশীর্ব্বাদের অভেদ্য বর্ম্ম দিয়ে, পুনঃজীবন দান করবো মৃত সঞ্জিবনীর প্রভাবে। [প্রস্থান।

জলধি। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—শঙ্খ হত্যার প্রতিশোধ—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

বৃন্দাবতী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে উন্মত্তের মত) ওগো, না—না, কেটো না—কেটো না আমার দুধের বাছাকে কেটো না। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, দয়া কর—দয়া কর! এঁ্যা—শুনলে না, ওই ওই খড়্গ আমার বাছার মাথার উপর, উঃ—বাপরে আমার—

জ্ঞান হারা অবস্থায় পড়িবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময় ধুরন্ধর দৌড়াইয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিল

ধুরন্ধর। মা—মা। এই দেখ মা, আমি ফিরে এসেছি।

বৃন্দাবতী। এঁ্যা—একি! ধুরন্ধর—ধুরন্ধর বাবা আমার! (বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, কিছুপর কোল থেকে নামাইয়া দিল) না—না, এ আমার বিশ্বাস হয় না, নির্ম্মম রাক্ষসের হাত থেকে পুত্র আমার রক্ষা পেতে পারে না। নিশ্চয় কোন মায়াবী তুই, পুত্রের রূপ ধরে আমায় ছলনা করতে এসেছিস। উঃ বাছারে আমার—

ধুরন্ধর। বিশ্বাস কর মা, আমি ফিরে এসেছি। তুমি কি হরি শক্তি জান না? হরির ছেলে আমি—যে হরি ইচ্ছায় আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছিল, আবার সেই হরিই আমায় বলির খাঁড়ার নীচ থেকে বাঁচিয়ে তোমার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। হরির শক্তিকে অবিশ্বাস করো না মা!

বৃন্দাবতী। সত্যই ত, আমি সেই সর্ব্ব শক্তিমানের শক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলুম। ওগো দীনের ঠাকুর—ব্যাথাহারী নারায়ণ! জেলে দিয়েছ যখন অভাগির চোখের সামনে নিভান আলো'—তখন দেখ প্রভু আর যেন তাকে নিভিয়ে দিও না। আয়—আয় বাবা, আমার বুকে আয় (ধুরন্ধকে কোলে লইল) আর তোকে এ বুক ছাড়া করবো না—তাহলে হয়তো কখন কোন ফাঁকে ওই নিষ্ঠুর বামুনটা আবার তোকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।   [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ

বিষ্ণু

বিষ্ণু। স্বর্গহারা দেবতা মণ্ডলী!
পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন,
অশ্রু পূর্ণ চোখে,
বিপদ ভঞ্জন বলে ডাকে বারবার।
দেবতার কাতর প্রার্থনা,
উপেক্ষিত হয় যদি আমা হতে আজ—
তাহলে যে ভক্তাধীন
নামে মোর রটিবে কলঙ্ক।

দৈত্যগণ। (নেপথ্যে) জয় হর হর শঙ্কর!

বিষ্ণু। ওই—ওই আসে দুষ্টগণ!
কর্ম্মফল অলঙ্ঘ ধরায়
নিয়তি এনেছে টেনে আপনার পথে।

জলন্ধরের প্রবেশ

জলন্ধর। কই—কোথা হরি! দাও—যুদ্ধ দাও
সম্মুখ সংগ্রামে আজি দেখাও বীরত্ব।
(বিষ্ণুকে নীরব দেখিয়া)
একি হেরি রীতি তব? প্রার্থী যাচে রণ,
আর তুমি নীরব নিশ্চল!

জলধির প্রবেশ

জলধি। হয় যুদ্ধ দাও হরি!
নয় ত্যাগ কর বৈকুণ্ঠ ভবন।
তব যোগ্য নহে এই স্থান,
স্থান তব পাতাল গহ্বরে।

জলন্ধর। কহ হরি! কোন গুণে
ত্রিলোক বন্দিত তুমি?
নানারূপে নানা মূর্ত্তি ধরি
বারে বারে হয়ে অবতার,
ছল চক্রে বিনাশি অসুর গণে
বীরত্বের দেছ পরিচয়!
এইবার কহত চতুর!
কোনমূর্ত্তি ধরি বিনাশি আমারে—
দেবের দুর্গতি করিবে হরণ?

বিষ্ণু। অন্ধ তুমি দৈত্যপতি!
তুমি কি বুঝিবে রীতি নীতি মম?
সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে
গড়া এ বিশ্ব সংসার।
তমঃ হতে উদ্ভুত হয়েছ
তোমরা দানব জাতি!
এক দেবতার পেয়ে বর,
অন্য দেবতারে কর নির্য্যাতন;
তাই যুগে যুগে—নব নব মূর্ত্তি ধরি
করি আমি দানব সংহার।

জলধি। বৃথা কালক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন।
বুকে জ্বলে যেই পুত্র শোকের অনল,
বাসনা আমার, বন্দী করি
রাখিব তোমায় সেই অনল মাঝারে।
শুনিয়াছি বহুবার—
তুষার সিক্ত সজল জলদ তুমি,
তাই এই তপ্ত হৃদয়ের মাঝে
স্থাপিয়া মোহন মূরতি তোমার—
প্রতিহিংসা জ্বালা মোর করিব নির্ব্বাণ।

বিষ্ণু। জলধি—জলধি!

জলধি। ধ্যানের আসনে—উর্দ্ধপদে হেঁট মুণ্ডে
তব নাম জপিতেছে অসংখ সাধক।
কত যে বুভুক্ষু—দীন নাথ!
ব্যথা হারী বলি!
আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে বারবার—
গলে না তোমার প্রাণ! আর যারা—
অত্যাচারে বিশ্ব বুকে তোলে হাহাকার;
অমনি তখনি তুমি, ধর্ম্মের স্থাপনে—
পাপীর নিধনে হয়ে অবতার—
মুক্তি দাও যেচে সেধে গিয়ে
সেই অবিচারী অবিবেকী গণে।

বিষ্ণু। ভুল বুঝিয়াছ তুমি,
যাই না তাদের ডাকে;
ব্যথিতা ধরার ডাকে

যুগে—যুগে যেতে হয় মোরে
করিবারে সূক্ষ্ম-সুবিচার।

জলন্ধর। কিন্তু এই কি সূক্ষ্ম বিচার তোমার?
দেবতা দানব দুটী ভায়ে মিলি,
মথিল সাগর—উঠিল অমৃত—
আর তুমি, হেয় হীন মূর্ত্তি ধরি
অমৃতে বঞ্চিত করিলে দানবে!
পুনঃ রাহু ও কেতুর কণ্ঠচ্ছেদি—
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি। কহ চক্রী!
তিনলোকে কে বাড়ালে নাম তব?
দানব ব্যতীত হ'তো কি প্রচার কভু
নামের মাহাত্ম্য? অন্যে না চিনিতে পারে
দানব চিনেছে ভালরূপে তোমা।

বিষ্ণু। সত্যই যদ্যপি চিনে থাক মোরে,
কেন তবে রণ সাজে এসেছ হেথায়?

জলন্ধর। বিনা স্বার্থে আসিনি হেথায়।

বিষ্ণু। কিবা স্বার্থ তব?

জলন্ধর। বৈকুণ্ঠ আসন করি অধিকার
লয়ে যাব তোমা দানব আলয়ে।

বিষ্ণু। স্পর্দ্ধার তুহিন শিরে উঠিয়াছ তুমি—
যেই দেব বরে হয়ে বলীয়ান;
আজি চাহ, সেই দেবতায় বন্দী করিবারে?
তোমারই মত কত যে দানব—
কতবার করেছিল স্বর্গ অভিযান;

আজি কোথা তারা ?
কোন মহাশূন্যে হ'য়েছে বিলীন !
কেহ নাই—কিছু নাই অস্তিত্ব তাহার।

জলন্ধর। বিগত কাহিনী লয়ে
চাহি না করিতে বাদ প্রতিবাদ।
সাধ্য থাকে কর রণ—ধর চক্র—চক্রধারী,
দেখাও বীরত্ব, নহে বন্দী করি
লয়ে যাব পাতাল গহ্বরে।

বিষ্ণু। মদান্ধ দানব! আজি ধ্বংস হোক—
তব কর্ম্মফল। (উভয়ের যুদ্ধ ও বিষ্ণু পরাজিত)

জলন্ধর। কই চক্রী ? কোথা গেল তব
দেবত্বের আস্ফালন ?
থেমে গেল কেন চক্রের ঘূর্ণণ ?
কেশরী প্রধান,
লজ্জায় আনত কেন হলো মুখ ?
বন্দী তুমি, আজি হৃষিকেশ !
ভেব নাক তুমি—দেব শ্রেষ্ঠ বলে
পাবে পরিত্রাণ ? দিব দণ্ড—

জলধি। তুমি নও—আমি দিব যোগ্য দণ্ড
কপটী কেশবে।

জলন্ধর। তাই দাও পিতা, যোগ্য দণ্ড
ত্বরা করহ বিধান। এইবার—এইবার—
ইষ্টদেব! হও সাবধান—
দেব দেব মহাদেব বলি পাবে নাক ত্রাণ। [প্রস্থান।

জলধি। ভেবে নাহি হবে ফল।
অতিথি তুমি যে আজি—
দানব আতিথ্য করিতে গ্রহণ,
চল নারায়ণ দানব কারায়।

বিষ্ণু। আমারে লইয়া যাবে কারাগার মাঝে!
সে শক্তি নাহিক তব!

জলধি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসালে আমারে তুমি!
তবে দেখ হরি—
কত শক্তি ধরে এই তপ্ত বক্ষ আজি।
(বক্ষ আবরণ মুক্ত করিয়া)
কি দেখিছ হৃষীকেশ! কার এ মূরতি,
বিরাজিত হৃদয়ে আমার, পার কি চিনিতে?
(বিষ্ণু জলধির বুকে নিজমূর্ত্তি দেখিয়া
কাঁপিতে লাগিল)
ওকি? কেন কাঁপ? কেন বা টলিছ?
দেখ—দেখ হরি,
তব সাথে আছে কিনা সাদৃশ ইহার?

বিষ্ণু। ঢাকো—ঢাকো, আবরণে ঢাকো বুক,
পরাজিত—পরাজিত আমি।

জলধি। তবে চল নারায়ণ, প্রতিহিংসার রাজত্বে আমার। (বিষ্ণুকে কোলে লইয়া) হাঃ-হাঃ-হাঃ—আজ সৃষ্টির ওলট-পালট হ'য়ে গেছে। শঙ্খ! শঙ্খ! নীল আকাশের বুক চিরে দেখ—কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি, বন্দী করেছি নারায়ণকে দানব কারাগারে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যোগারণ্য

দেবগণ। (নেপথ্যে) ধ্যেয়ং নিত্যং মহেশং রতজ গিরি নিভং—

মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। কে—কে? কে ডাকিল মোরে?
কে রে পাষণ্ড অকালে জাগায়ে
ধ্বংসানলে আনিলি ডাকিয়া?

বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের প্রবেশ

বৃহস্পতি। বিপাকে পড়িয়া দেবগণ—
আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে বার বার,
তাই দেব, টলেছে আসন।
অসুরের অত্যাচার পরিপূর্ণ এবে,
হত্যা করি দুরন্ত দানবে,
রক্ষা কর দেবগণে দেব শূলপাণি!

ইন্দ্র। কহ বিশ্বনাথ!
আর কত দিন বনে অনশনে-অর্দ্ধাসনে,
বন্য পশু সম পত্নী পুত্র সাথে লয়ে
কাটাইব কাল?

বৃহস্পতি। রাজ্যহারা, গৃহহারা মোরা
সাথে লয়ে তপ্ত আঁখি জল,

দানবের ভয়ে—চোরের মতন
কতদিন আর করিব ভ্রমণ ?

মহাদেব। কহ দেবগণ !
কে করিল এই দশা,
রাজ্যহারা পথের ভিক্ষুক ?

বৃহস্পতি। তব নেত্র বহ্নি হ'তে
যেই মহাশক্তিধর লভিল জনম ;
সেই দুরন্ত দানব, অমর বিজয় শেষে
বন্দী করি নারায়ণে
রাখিয়াছে আপন আলয়ে ;
এবে আসে দুষ্ট কৈলাস বিজয়ে।

মহাদেব। কি—কি, কৈলাস বিজয়ে সাধ ?
মম বরে হ'য়ে বলীয়ান্—
দিতে আসে হানা
আমারই শান্তির রাজত্বে ?
আরে—আরে মদান্ধ দানব,
হেন মতিভ্রম কেনবা ঘটিল তোর ?
ওঃ, বুঝেছি নিয়তি !
ধ্বংস কর্ত্তা নাম মম জানে বিশ্বজন,
ধ্বংস—ধ্বংস, স্ববংশে করিব ধ্বংস,
দুর্জ্জয় দানব কুলে। [প্রস্থান।

ইন্দ্র। চল গুরু ! দেবতার সম্মিলিত শক্তি লয়ে—
যাই সবে শঙ্কর পশ্চাতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাস

জলন্ধর

জলন্ধর। কই—কোথায় শঙ্কর!
এখনো কি যোগনিদ্রা ভাঙেনি তোমার!
এস ত্বরা হও আগুয়ান রণে,
কই—কই, কোথায় মহেশ?

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। ওই—ওই হের প্রচণ্ড ত্রিশূল!
ঝলকে ঝলকে উগারে অনল রাশি,
বুঝি বিশ্ব গ্রাস করিবে এখুনি। [প্রস্থান।

ত্রস্তভাবে ভয়ালের প্রবেশ

ভয়াল। পিতা—পিতা! কাজ নেই কৈলাস বিজয়ে।
চারিদিকে হেরি ঘোর অমঙ্গল,
ধ্বংস মূর্ত্তি মহাকাল নাচে থিয়া—থিয়া,
পদ ভারে কাঁপিছে ভুবন—
বুঝি আজি রণে নাহিক নিস্তার।
নিয়তি আসিয়া সবে কেশে ধরে টানে
নিয়ে যেতে মরণের পথে।

জলন্ধর। নশ্বর দেহের লাগি—
কেন পুত্র, কেন রে চিন্তিত?

হও মায়া ত্যাগী, মরণ বিজয়ী হ'য়ে
অমর হইয়া থাকো বিশ্বের মাঝারে।

ভয়াল। তবে দাও পিতা, পদধূলি মোরে।
কর আশীর্ব্বাদ, পারি যেন প্রতিষ্ঠিতে
বিশ্বের মাঝারে—কর্ম্মীর আদর্শ। [প্রস্থান।

জলন্ধর। যাও—যাও পুত্র! অদম্য উৎসাহে—
ঝাঁপ দাও সমর সাগরে।
নেচে ওঠে যথা ডম্বরু নিনাদে কাল ফণি
ফন্—ফন্ ফণা বিস্তারিয়া—
সেইমত মরণ উল্লাসে নেচে ওঠ সবে।
ধবল তুষার সিক্ত কৈলাস আলয়
দেব রক্তে করে দাও লাল।
কই কোথা যোগী? কোথা ইষ্ট দেব?
আকুল হয়েছি আমি, দাও দরশন।

মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। কেন রে আকুল পুত্র,
আসিয়াছি আবাহনে তব।

জলন্ধর। পুত্র! হাঃ-হাঃ হাঃ—
কেবা পুত্র তব? আমি?
উন্মাদ হয়েছ তুমি হে শঙ্কর!
নহি আমি পুত্র তব,
অযোনি সম্ভবা আমি;
নাহি পিতা—নাহি মাতা,

আসিয়াছি একা—যাব চলি একা—
মিথ্যা পুত্র বলি—
হাসায়োনা পুত্রের সমাজ !

মহাদেব। তবে কেবা তুমি ?

জলন্ধর। সৃষ্টির আতঙ্ক আমি—আমি হাহাকার,
বিশ্বের বুকেতে আমি প্রলয়ের ঝড়।
আজি তার অবসান হেতু,
ওই শোন হে ঈশান !
বাজিতেছে দূরে মৃত্যুর বিষান।

জলন্ধর। সত্য যদি আমি পুত্র তব,
তবে কহ আশুতোষ,
কেন দিলে পুত্র নামে কলঙ্ক কালিমা ?
পিতা যার ত্রিলোক বন্দিত, পুত্র তার
কেন হেয় হীন—অবজ্ঞেয় হয়ে
পড়ে আছে জগতের মাঝে ?
কেন ঠাঁই হলো মোর সলিল মাঝারে ?
মিথ্যা—মিথ্যা কথা তব।

মহাদেব। নহে মিথ্যা, সত্য কহি তুমি পুত্র মোর।
তমো গুণে জন্ম তব—
পাও নাই স্থান তাই দেবের সমাজে।

জলন্ধর। সে দোষ নহেক মোর,
হয় যদি দোষ কিছু হয়েছে তোমার।
কহে সবে পুত্র লভে পিতার আচার।
তোমার চরিত্র নীতি কোথায় আমাতে ?

তোমারি দোষেতে, বিশ্বত্রাস মূর্ত্তি মোর।
তাই শিক্ষা দিতে আসিয়াছি তোমা,
ভুলে গিয়ে পিতার কর্ত্তব্য,
করোনাক আর যেন পুত্র সৃষ্টি কভু।

মহাদেব। তুই চাস শিক্ষা দিতে মোরে ?

জলন্ধর। হ্যাঁ, তোমারে ?
গাঁজা সিদ্ধি ভরা বিকৃত মস্তিকে তব
জ্ঞানের সলিল ঢেলে দিব আজ।
তমঃ হতে সৃষ্টি যার, সেই পুত্র পাশে
ভক্তি শ্রদ্ধা পাবে নাক' কভু।
সেই পুত্র হয় অত্যাচারী
অনাচারী সৃষ্টির জঞ্জাল,
প্রতি পদে করে পিতৃ অপমান।
এত ভয় যদি রণে কেন তবে কাঁপাইয়া
বিরাট মেদিনী, কাঁপাইয়া জল স্থল,
নিক্ষেপিয়া নেত্র বহ্নি সাগর-সঙ্গমে
এই পুত্রে করিলে সৃজন।
স্মরণ কি হয়নি তখন
একদিন সেই বহ্নি
জ্বালাইবে ত্রিভুবন
জ্বালাইবে তব সাধের কৈলাস ?

মহাদেব। এখনো সতর্ক হ'রে দাম্ভিক তনয় ?
ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া মোর
ডাকিয়া আনিবি কেন আপন মরণ !

জলন্ধর। অধৈর্য্যেতে গড়া যে সন্তান,
মৃত্যুভয় নাহিক তাহার।
জেন হে শঙ্কর! বিনা নিধনে আমার
দেবতার দুঃখ-নিশি হবে নাক' ভোর।
যতদিন থাকিব জীবিত
ততদিন শান্তিময় সুরধাম
নিষ্পেষিত হবে এই দৈত্য পদতলে।

মহাদেব। ফিরে যা—ফিরে যা পুত্র ফিরে যারে তুই।

জলন্ধর। ছুটেছে সাগর মুখে জীবনের স্রোত,
বাধা না মানিবে আর,
ফেনিল সাগর মাঝে
হবে লীন এই জনমের মত।

মহাদেব। মৃত্যু দিতে তোরে প্রাণ নাহি চায়।

জলন্ধর। মৃত্যু বিনা অন্য পথ না পাই খুঁজিয়া।
শুন মৃত্যুঞ্জয়!
প্রলয় পয়োধি নীরে অনন্ত শয্যায়
যবে নারায়ণ ছিলেন শায়িত,
নাভিকুণ্ডে তাঁর—
দেব পদ্মযোনি হ'লেন উদ্ভব।
সৃষ্টি কাণ্ড রচিলেন ধাতা।
ধীরে ধীরে হলো সৃষ্টির প্রসার;
রক্ষা হেতু স্রষ্টার গৌরব
তমো রূপে হ'লো উদ্ভব তোমার
আর সেই তমঃ হতে জন্ম মম

আমি তমঃ তুমি ধ্বংস,
তোমার আমার
দোঁহাকার সম্মিলনে আজি,
হউক বিশ্বের বুকে অভিনব লীলা!
হে সংহারী!
হয় ধর তব সংহার ত্রিশূল,
নয় ত্যাগ কর কৈলাস আলয়।

মহাদেব। তবু কহি আরবার ফিরে যারে তুই।

জলন্ধর। ধিক—ধিক তব মহাকাল নাম,
জানিতাম যদি আগে এত ভীরু তুমি—
তা হলে কভু না যাচিতাম রণ
বীরের সম্মান দিয়ে।

মহাদেব। (দারুণ ক্রোধে) আরেরে গর্ব্বিত দানব।
পুত্র বলি করিতেছি ক্ষমা
তাই বুঝি বেড়েছে সাহস?
শোন মূঢ়—রূঢ় ভাষে জ্বালাইলি
যেই ধ্বংসের অনল, সে অনলে
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক জলন্ধর নাম।
জ্বল—জ্বল নেত্রবহ্নি সংহার লীলায়
ধ্বংস—ধ্বংস কর মদান্ধ দানবে।

জলন্ধর। এতদিনে পূর্ণ হ'লো মনস্কাম মোর
সফল হইল আজি পূজা আয়োজন।
শঙ্কর—শঙ্কর পিতা আর নাহি ভয়।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। গেল—গেল সব গেল,
বিশ্ব বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়
সৃষ্টি গেল রসাতলে আজ।
কতবার কত রণে দেখেছি দানব
বধিয়াছি বৃত্রাসুরে—
কিন্তু জলন্ধর সম যোদ্ধা
দেখিনি জীবনে কভু।

দেবগণ। (নেপথ্যে) দেবরাজ—দেবরাজ এসো ছুটে,
রক্ষা কর দেবের গৌরব।

ইন্দ্র। ওই—ওই দেবগণ, আর্ত্তকণ্ঠে
ডাকিছে আমায়, কি করি উপায়?
কেমনেবা দানব কবল হতে
রক্ষা করি অমর নিকরে?

বৃহস্পতির প্রবেশ

বৃহস্পতি। রক্ষা পাবার কোন পথ নেই দেবেন্দ্র, দেবের সম্মান—অমর ভূমির মর্য্যাদা রক্ষার আর কোন উপায় নেই। দেখছো না দুরন্ত জলন্ধরের করে স্বয়ং মহাকাল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত বিব্রত।

ইন্দ্র। তবে কি উপায় গুরু?

বৃহস্পতি। উপায় একমাত্র দনুজ দলনী মা! সেই দুর্গতি-হারিণী ব্যতীত, দেবতার দুর্গতি মোচনের সাধ্য কারো নেই। ডাক বাসব এই দুর্দ্দিনে সেই মহামায়া মাকে ডাক। তিনি ভিন্ন দেবতাদের মুক্তির আর কোন পথই নাই। [প্রস্থান।

ইন্দ্র। মা—মা! আয় মা দনুজ দলনী আর্ত্ত সন্তানগণকে রক্ষা করতে, এই ভাগ্যহীন দেবতাদের নৈরাশ্য লাঞ্ছিত জীবনের মাঝে সান্ত্বনার অভয় মূর্ত্তিতে—আয় মা দশপ্রহরণ-ধারিণী।

রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে দুর্গার প্রবেশ

দুর্গা। মাভৈঃ—মাভৈঃ, রক্ষিতে সন্তানগণে
দুর্গতি-হারিণী দুর্গা এসেছে আজিকে।
চিন্তা নাহি পুত্রগণ
অচিরে মহেশ হস্তে
জলন্ধর হইবে নিধন,
ধাতার লিখন ইহা জানিও নিশ্চিত।
প্রিয় পুত্রগণ যাও সবে নিশ্চিন্ত অন্তরে।

[প্রণামান্তে ইন্দ্রের প্রস্থান।

সুমদের প্রবেশ

সুমদ। রণ—রণ, কে আছ দেবতা
এস ত্বরা, রণ বাঞ্ছা পুরাও প্রার্থীর।
(সম্মুখে রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া)
একি! কেবা তুমি বিভীষণা নারী?
উন্মুক্ত কৃপাণ করে আছ দাঁড়াইয়া,
কহ কি উদ্দেশ্য তোমার?

দুর্গা। উদ্দেশ্য আমার,
পাঠাতে দানবে শমন আলয়ে।

সুমদ। তুচ্ছ নারী এত স্পর্দ্ধা তব!
রমণী বলিয়া করিব না ক্ষমা,
ঔদ্ধত্যের প্রতিফল দানিব এখুনি। (অসি নিষ্কাষণ)

দুর্গা। আয় রে দানব! রণসাধ তোর
মিটাব এখুনি। [যুদ্ধ উভয়ের প্রস্থান।

অন্বেষণরত ভয়ালের প্রবেশ

ভয়াল। পিতা! পিতা! কোথা পিতা মোর?
শুনিলাম এই দিকে এসেছেন তিনি।
ওকি—ওকি! প্রলয় অনল,
লেহি—লেহি শিখা তার স্পর্শিছে গগন
ধ্বংস ডঙ্কা বাজে ওই গম্ভীর আরবে।
কোথা যাই—কোথায় পালাই—

দুর্গার প্রবেশ

দুর্গা। রুদ্ধ পথ। কোনদিকে যেতে নাহি পাবে।
ভয়াল। কে—কে তুমি নারী!
আলুলায়িত কুন্তল দাম
শানিত কৃপাণ করে
বিঘূর্ণিত নেত্রযুগ, মুখে মার মার রব!
যে হও সে হও তুমি, ছাড় পথ
যাব আমি জনকে ভেটিতে।
দুর্গা। পাবে না যাইতে। এ জনমের মত
পিতা পুত্রে হবে না সাক্ষাৎ।
রণ—রণ—রণ! রণ তৃষা মিটারে সত্বর।
ভয়াল। এস তবে দাম্ভিকা রমণী
আগে রণ তৃষা মিটাই তোমার—
পরে যাব ভেটিতে পিতারে।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

ধুরন্ধরের প্রবেশ

ধুরন্ধর। পাতি পাতি করিনু সন্ধান
তবু নাহি পেনু দাদারে দেখিতে
সুনিশ্চয় ঘটেছে বিপদ
না—না, ডেকে দেখি আরবার
দাদা—দাদা! কোথা তুমি?

দুর্গার পুনঃ প্রবেশ

দুর্গা। পরপারে অগ্রজ তোমার।

ধুরন্ধর। এঁ্যা—কি বলিলে দাদা মোর নাই!
জীবনের পরপারে গিয়াছে চলিয়া।
বুঝিয়াছি নারী, তুমি বধিয়াছ
দাদারে আমার, কহ নারী কেবা তুমি?

দুর্গা। মহেশ ভামিনী আমি,
শাস্তি দিতে আসিয়াছি দুরন্ত দানবে।

ধুরন্ধর। তবে এসো দেবী,
যেই পথে গিয়াছে অগ্রজ মোর,
সেই পথে পাঠাও আমারে। (অসি নিষ্কাসন)

দুর্গা। দুগ্ধপোষ্য শিশু তুই,
তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিব কেমনে;
ফিরে যারে—ফিরে যারে তুই।

ধুরন্ধর। (স্বগতঃ) মুক্তি যবে আপন ইচ্ছায়
এসেছে দুয়ারে নারিব ফিরাতে,
অবশ্য বরিব তারে ছলে কিংবা বলে।

দুর্গা। নীরব কি হেতু?
ত্যজিয়া মায়ের স্নেহের অঞ্চল
কেন এলি রণে? ফিরে যারে ঘরে।

ধুরন্ধর। ফিরিবার আশা লয়ে আসিনিকো রণে
অমরের হাত হতে কেড়ে নিয়ে সুধা ভাণ্ড—
অমর হইয়া রব ত্রিলোক মাঝারে।

দুর্গা। অবোধ বালক তুই কি করিবি রণ?

ধুরন্ধর। হলেও বালক তবু বীরেন্দ্র নন্দন।
রণ মৃত্যু সাথে লয়ে জন্মিয়াছি আমি
এস মোর মৃত্যুরূপী নারী—রণ দাও—
রণ দাও—সহেনা বিলম্ব আর।

দুর্গা। অসম্ভব! বালকের সনে রণ! (গমনোদ্যতা)

ধুরন্ধর। (স্বগত) একি মুক্তি এসে চলে যায়।
না—না, দিব না যাইতে।
(প্রকাশ্যে) দাঁড়াও রমণী!
পাবে নাক যেতে। আগে কর রণ,
তারপর যেও আপন গন্তব্য পথে।

দুর্গা। বলেছিতো বহুবার
বালকের সনে রণে লিপ্ত নাহি হব।

ধুরন্ধর। বালকের রণে এত যদি ভয়
তবে মাগি পরাজয়—
ফিরে যাও ভিখারী ভাণ্ড ঘরে।

দুর্গা। মর তবে হীন মতি দুরন্ত বালক!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

জলন্ধরের প্রবেশ

জলন্ধর। কই কোথা গেল, লুকালো কোথায় ?
ওকি—ওকি হেরি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
পুত্র ধুরন্ধর—
মৃত্যুপণে করিছে সংগ্রাম।
ধন্য রে বালক, ধন্য রে বীরত্ব তোর।
কিন্তু একা শিশু,
কতক্ষণ রণে রবে স্থির।
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত ঝরে দর দর ধারে।
ওরে পুত্র ! ক্ষণেক অপেক্ষা কর
পিতা তোর চলেছে সাহায্যে।

ভয়াল ও ধুরন্ধরের ছিন্নমুণ্ড হস্তে দুর্গার প্রবেশ

দুর্গা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জলন্ধর। একি—একি হেরি !
এযে মোর যুগল নন্দন !
ওরে পুত্র, চলে গেলি তোরা
অসহায় জনকে ফেলিয়া।
রাক্ষসী—রাক্ষসী !
সর্ব্বনাশ করিলি আমার।

দুর্গা। সব শেষ—সব শেষ।

জলন্ধর। না—না, এখনো হয়নি শেষ ;
দৈত্যপতি জলন্ধর রয়েছে জীবিত।
পুত্রদ্বয়ে করিয়া বিনাশ—

ভাবিয়াছ শক্তিহীন করিয়াছ মোরে।
ভুল আজি ভাঙ্গিব তোমার!
আজি রণে সাধ্য নেই কারো—
মোর করে রক্ষিতে তোমারে।

দুর্গা। আরে রে দানব! চেননাকি মোরে।
আমি সেই দৈত্য দর্প-বিনাশিনী শ্যামা,
তব সম কত শত—
দুর্জ্জয় দানবে করেছি বিনাশ।

জলন্ধর। সেই ভয়ে ভীত নহে এই জলন্ধর।
ধর তুমি খড়্গ, আমি ধরি অসি,
দেখি, কে হারে কে জিতে আজিকার রণে।

দুর্গা। মর তবে দুরন্ত সন্তান।

(উভয়ের যুদ্ধ—হঠাৎ জলন্ধর কর্ত্তৃক দুর্গার কেশমুষ্টি ধারণ)

ছাড়—ছাড় মূঢ়—ছাড় মোরে।

জলন্ধর। অমৃত আয়ত্ত্বে পেয়ে,
কে করে স্বেচ্ছায় ত্যাগ!

দুর্গা। ছাড়—ছাড় রে দানব!

জলন্ধর। ছাড়িব তোমায়? উপাড়িয়া হৃদপিণ্ড মম,
সুখ নীড় করিয়া রচনা
নিশ্চিতে রহিবে তুমি কৈলাস আলয়ে—
আর আমি—জ্বলে পুড়ে খাক হব নিশিদিন
বুকে ধরে পুত্রশোক জ্বালা!
শোন রে পাষাণী,
যে আগুন জ্বেলেছ অন্তরে মোর—

সেই আগুনে পোড়াতে তোমায়
লয়ে যাব আজি—প্রতিহিংসা মরুভূমি মাঝে।
(টানাটানি করিতে লাগিল)

দুর্গা। (আর্ত্তকণ্ঠে) শঙ্কর! শঙ্কর! কোথা তুমি?
এস ত্বরা; দানবের করে
লাঞ্ছিতা তোমার সতী!

সংহার মূর্ত্তিতে মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। কে—কে করে সতীর লাঞ্ছনা!
আরে রে দানব—এত স্পর্দ্ধা তোর
শিবের সম্মুখে
সতী নির্য্যাতনে পেয়েছ প্রয়াস!
আজি তোর নাহিক নিস্তার।

জলন্ধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ এসেছো শূলপাণি! ধর শূল,
রক্ষা কর সতীরে তোমার।
সতী অপমান হেতু
পণ্ড করেছিলে দক্ষযজ্ঞে
ছাগ মুণ্ড দানিলে রাজায়।
সাধ্য যদি থাকে বিনাশি আমারে
রক্ষা কর সতীর মর্য্যাদা।

মহাদেব। অবশ্য রাখিবে সতীনাথ সতীর মর্য্যাদা।
শুধু এক নয়—
তোর মত শত শত জলন্ধরে
যদ্যপি নাশিতে হয় নাশিব নিশ্চয়—
তবু সতী অসম্মান সহিতে নারিবে ভোলা

সংহার—সংহার—

সংহার লীলায় আজ মাতিল সংহারী।

(উভয়ে উন্মত্ত ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল এবং মহাদেব অজ্ঞাতে মহাদেবের শূল জলন্ধরের বক্ষ বিদ্ধ করিল)

জলন্ধর। এতক্ষণে পূর্ণ হ'লো সর্ব্ব মনস্কাম।

অবসান হ'লো মোর নরক যন্ত্রণা!

মুক্ত—মুক্ত হ'লো সর্ব্বদেবদেবী

মুক্ত হ'লো অমর রাজত্ব।

(মহাদেবের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল)

মহাদেব। পুত্র—পুত্র! জলন্ধর?

(জলন্ধরের অশ্রুপূর্ণ নেত্র—মাঝে মাঝে তার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছিল)

জলন্ধর। ডেকো না—ডেকো না আর—ডেকো না আমায়,

ঘুচিয়া গিয়াছে আজি সকল বন্ধন।

কর্ম্মীর আদর্শ রাখিয়া ধরায়

সসীম চলেছে আজ মিশিতে অসীমে।

আজি শেষ দিন মোর—

শোন পিতা, জননীর করেছি লাঞ্ছনা

শুধু মুক্তির লাগিয়া।

মুক্তি ব্রত পূর্ণ আজি মোর।

যেই নেত্রবহ্নি জ্বেলেছিল

স্বর্গধামে প্রলয় অনল,

দেবতার মুক্তি সাথে চিরতরে,

নিভে গেল আজি সেই নেত্রানল।

—যবনিকা—

—নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে—

—নাটক—

কর্ণ (তর্পণ) ২৲
চন্দ্রহাস ২৲
পূর্ণিমা মিলন ২৲
বাংলায় বাণিজ্য ২৲
সাধু তুকারাম ২৲
মহারাজ নন্দকুমার ২৲
রাজা সীতারাম ২৲
রাক্ষসের দেশ ২৲
ঝরা ফুল ২৲
পারের আলো ২৲
রক্ত-কমল ২৲
রক্তস্নান ২৲
রূপের নেশা ২৲
কাল-যবন ২৲
নারী রাক্ষসী ২৲
সপ্তরথী ২৲
মাতৃমন্দির ২৲
মাটির প্রেম ২৲
মুক্তির সংগ্রাম ২৲
সিরাজদ্দৌলা ২৲
মিলন মন্দির ২৲
মাটির স্বর্গ ২৲
দেবীশক্তি ২৲
সতীর সন্তান ২৲
অভিযান ২৲
দর্পচূর্ণ ২৲
শোণিত-তর্পণ ২৲
সরমা ২৲
সুরথ উদ্ধার ২৲
বন্দীর ছেলে ২৲
বিপ্লবী বাঙ্গালী ২৲
হরিশ্চন্দ্র ২৲
নেত্রানল ২৲
বাসুদেব ২৲
বীরাঙ্গনা ২৲
ধরার দেবতা ২৲
জাগরণ ২৲
কোহিনুর ২৷৷০
পরশমণি ২৷৷০
বাঙালী ২৷৷০
ধর্ম্মের হাট ২৷৷০
মহারণে ঘোর ২৲
আগুনের শিখা ২৲
ত্রেতাবসানে ২৲
সংগ্রাম ২৲
বিজয়ী বীর ২৲
একলব্য ২৲
নিমাই সন্ন্যাস ১৷৷০
বিদ্রোহী সন্তান ২৲
বিজয় বসন্ত (সংমা) ১৷৷০
মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা
দাদা ১৲
মাতৃপূজা ১৲
কলির বৌ ১৷০
যুগের দাবী ১৷৷০
ক্ষুদিরাম ১৷৷০
মায়ের দেশ ১৷৷০

—ধর্ম্মশাস্ত্র—

গীতারত্নামৃত ১৲
ষটচক্র ১৷৷০
সর্ব্বদেবদেবী পূজা ২৲

—তন্ত্রশাস্ত্র—

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ২৲
বশীকরণ তন্ত্র ১৷০
ডামর তন্ত্র ১৷৷০
রাক্ষসী তন্ত্র ১৷৷০
বৃহৎ কালীতন্ত্র ৪৲

—জ্যোতিষ শাস্ত্র—

কোষ্ঠী লিখন-প্রণালী ২৲
হস্তরেখা বিচার (২৪০ চিত্রসহ) ৩৲
সামুদ্রিক বিদ্যা শিক্ষা ২৲
হোরা বিজ্ঞান ৩৲

—বাদ্যশিক্ষা—

হারমোনিয়ম শিক্ষা ২৲
ঐ ২য় ২৷৷০
বেহালা শিক্ষা ২৲
তবলা তরঙ্গিণী ২৲
সেতার শিক্ষা ২৲
এসরাজ শিক্ষা ২৲

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা